শিক্ষামূলক ও বৃত্তিগত নির্দ্দেশনা

(*Educational and Vocational Guidance*)

শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্ত্তী, এম, এ, বি, টি,

স্বরাজ ভাণ্ডার

১২৭এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড,

কলিকাতা-২৬।

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিগত নির্দ্দেশনা

(*Educational and Vocational Guidance*)

শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্ত্তী, বি. এ. (অনার্স) বি. টি.
শিক্ষক, রামচন্দ্র উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়
(বৃত্তিগত উপদেষ্টা)
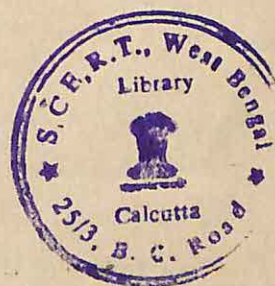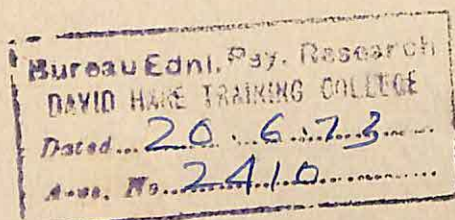
ভূমিকা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের নব প্রবর্ত্তিত পাঠ্য সূচীতে শিক্ষা সম্পর্কিত ও বৃত্তিগত নির্দ্দেশনাকে (Educational and vocational guidance) একটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে নিদ্দিষ্ট করা হয়েছে। এ বিষয়টি নূতন। ডেভিড হেয়ার কলেজের শিক্ষাগত ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র পরিচালিত বৃত্তি-শিক্ষক-শিক্ষণের (Career master Training) পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের (Teacher Training Department) পাঠসূচী, এই দুটি পাঠসূচী নিয়েই গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে।

উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিভাগ streams) অনুযায়ী ছাত্র নির্ব্বাচন একটি গুরুতর সমস্যা। পরীক্ষায় অঙ্ক এবং বিজ্ঞানে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে বিজ্ঞান শাখায় ছাত্র ভর্ত্তি করবার রীতি বিজ্ঞান সম্মত নয়। এ থেকে আমরা সুলের আশা করতে পারিনা কেননা কোন বিশেষ বিষয়ের পরীক্ষার ফলের উপর পরীক্ষার্থীর আগ্রহ ও ক্ষমতা নির্ভর করে না। ছেলেদের বিভাগ নির্ব্বাচন এবং বৃত্তি নির্ব্বাচনের উপরের তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য এবং সমাজের উন্নতি নির্ভরশীল। এই নির্ব্বাচনে ভুল হ'লে ব্যর্থতার আঘাতে তাদের জীবন বিড়ম্বিত হয়ে পড়বে। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই গ্রন্থে আমরা সেদিক থেকে কিছুটা আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছি যে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ছেলেদের আগ্রহ ও ক্ষমতা নির্ণয় করা চলে, সে পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করেছি। এ সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন, এই গ্রন্থের ক্ষুদ্র কলেবরে তা সম্ভব নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠসূচী অনুসরণ করে শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করা হয়েছে। এই সঙ্গে বিভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি সংযোজিত হওয়ায় সকলেরই সুবিধা হবে বলে অমরা আশা করি।

প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখযোগ্য যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত পাঠসূচীতে উল্লেখ না থাকলেও এই বিষয়টির সঙ্গে পরিসংখ্যানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ

কেননা পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই কৃতিত্বের পরিমাপ করা হয়। এই বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত পরিসংখ্যান অংশটি আমরা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত করেছি।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে গ্রন্থটির প্রয়োজন স্বীকৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে আমরা আশা করব।

ঢাকুরিয়া,
১৪।৬।৬৫

বিনীত নিবেদন,
শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্ত্তী

SYLLABUS

Educational and Vocational Guidance.

1. **The concept of Educational guidance.** Guidance in Secondary Schools.
2. **Basic data necessary for guidance**—Pupils—Cources and vocations.
3. **Knowing pupils**—Their interests and other personality traits, abilities and aptitudes, their educational attainments. Tests and Inventeries, cumulative Record card.
4. **Information about courses and vocations**—their Psychological and educational requirements. Dissemination of information. Career pamphlets.
5. **Counselling**—its different types.
6. **Role of Headmaster**. Teacher Counseller and other teachers. Organisation of school guidance services—running hobby clubs, school guidance corners, career talks, orienting parents.
7. **The organisation of educational and vocational guidance in the state.**

সুচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিগত নির্দ্দেশনা
EDUCATIONAL & VOCATIONAL GUIDANCE

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিগত নির্দ্দেশের ধারণা
(THE CONCEPT OF EDUCATIONAL AND VOCATIONAL GUIDANCE)

বর্ত্তমানে আমরা 'শিক্ষামূলক অথবা বৃত্তিগত নির্দ্দেশ' কথাটিকে যে অর্থে ব্যবহার করে থাকি, পূর্ব্বে শব্দটি সে অর্থে ব্যবহৃত হ'ত না। বিদ্যালয়েই আগে এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হ'ত। এখন আমরা এর উপযোগিতা এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। তাই গুরুত্ব অনুসারে আমরা এই নির্দ্দেশদান কার্য্য আন্তর্দ্দেশিক, তথা আন্তর্জাগতিক শিক্ষাকর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি।

একদিন যখন শিষ্য গুরু গৃহে থেকে পাঠ গ্রহণ করত, তখন শিক্ষা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। গুরুই তখন তাকে তার কর্ম্ম জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন কেননা ব্যক্তিগত সম্পর্কে থাকার জন্য শিষ্যের মানসিকতা ও তার কৃতিত্ব সম্পর্কে গুরুর পক্ষে নির্ভুল ধারণা রাখা ছিল সহজ। প্রাচীন ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সময় বৃত্তি অনুযায়ী এক এক বর্ণ স্বতন্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করত। তখন বৃত্তি নির্ব্বাচনের কোনও প্রশ্নই ছিল না। বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে সন্তান তার পিতার কাছ থেকে বৃত্তি ও লাভ করত। সমাজে তখন জটিলতা ছিল না। জনসংখ্যার জ্যামিতিক প্রগতি (Geometrical progression) তখন খাদ্যোৎপাদনের গাণিতিক (Arithmetical progression) বিপর্য্যস্ত করে তোলেনি। আহার্য্য সংগ্রহের জন্য বৃত্ত্যন্তর গ্রহণের প্রয়োজন তখন ছিল না। প্রাচীন আর্য্য সমাজে এই যুগবৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ও বৃত্তি কোনও সমস্যার সৃষ্টি করে নি। কিন্তু একটা কথা আমাদের স্বীকার করতে হ'বে—তখন এই নির্দ্দেশদান কেবল বৃত্তির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এই নির্দ্দেশ ছিল শিক্ষাগত, শারীরিক, বুদ্ধিগত, আবেগগত, আত্মিক, এবং বৃত্তিগত।

কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রেণীপাঠন ব্যবস্থা এবং প্রতি শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যাবৃদ্ধির চাপ শিক্ষাব্যবস্থাকে অনেক পরিমাণে

সমষ্টি কেন্দ্রিক করে তুলেছে। আমরা যতই ব্যক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলিনা কেন, মাত্র ৪৫ মিনিট সময়ের মধ্যে ৪৫জন ছেলের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা কেবল কঠিন নয়—অসম্ভব।

শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার পর যখন দেশ দ্রুতগতিতে শিল্পায়নের দিকে ঝুঁকে পড়্‌ল, তখন বৃত্তি নির্ব্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। শ্রেণীপাঠনের ফলে এবং প্রতি শ্রেণীতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছাত্র বৃদ্ধির ফলে আরও জটিলতার সৃষ্টি করা হ'ল। পূর্ব্বে ছাত্রদের সংস্পর্শে এসে তাদের বৃত্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যতটা সহজ ছিল, পরিবর্ত্তনশীল সমাজ ব্যবস্থা এবং গতিশীল সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাজটি তত সহজ বলে মনে হ'লনা। স্বভাবতঃই বৃত্তি নির্ব্বাচন সকলের কাছেই একটি বিরাট সমস্যার আকারে দেখা দিল। এ সমস্যাটির সমাধানের পক্ষে আরও কয়েকটি সুযোগ উপস্থিত হ'ল। শিক্ষার দিকে মানসিক উন্নতি পরিমাপ পদ্ধতির আবিষ্কার এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা, এসব কিছু মিলে বিদ্যালয়ের নির্দ্দেশদান মূলক কর্ম্মসূচীর প্রয়োজন এবং গুরুত্ব আরও বেশী পরিমাণে বাড়িয়ে দিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসার এবং মানসিক অভীক্ষার পরিমাপ প্রণালীর প্রবর্ত্তন এ সমস্যাকে এক নূতন খাতে প্রবাহিত করল। এই অবস্থার চাপ বিদ্যালয়ের নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচীকে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দেবার প্রয়োজন হ'ল এবং বিজ্ঞানসম্মত ও অবৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশদান বিধির মধ্যে পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠ্‌ল।

ইংরেজ শাসনকালে আমরা যে শিক্ষা পেয়ে এসেছি। তা ছিল শাসকের উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বিদেশী শাসকেরা এদেশে শাসনকার্য্য পরিচালনা করতে গিয়ে দেখল অল্প বেতনের কেরানীর প্রয়োজন। কিন্তু ওদেশ থেকে এত কম মাইনের কর্ম্মী আমদানী সম্ভব নয়। তাই এদেশের লোকদের পাশ্চাত্ত্য ভাষায় শিক্ষিত করে তুলে তাদের দিয়েই এ অভাব মেটাবার চেষ্টা করল। বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা করতে চাইল কেরানী তৈরীর কল।

কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় মর্য্যাদা দান করবার জন্য এ দেশে ব্যাপকভাবে আন্দোলন চল্‌তে থাকে এবং শিক্ষাব্যাপারে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রাক্ স্বাধীনতা কালেও শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য অনেক কমিশন (commission) গঠিত হয়েছিল। কিন্তু বিদেশী শাসকমণ্ডলী এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্ব্বিন্যাস নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। এই সব কমিশন কিন্তু দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সন্ধান করে তাঁদের বিবরণ

(reports) সরকারের কাছে উপস্থাপিত করেন। কিন্তু তার ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়নি। বিদেশী শাসকেরা এদেশে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কাজে হাত দিতে চাইল না। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে শিল্পে অনগ্রসরতার মূলে যে সরকারের নির্মম ঔদাসীন্য আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। পরিকল্পনাবিহীন শিক্ষাব্যবস্থা যে আমাদের কতদূর ক্ষতিসাধন করেছে, তৎকালীন তরুণ সম্প্রদায়ের জীবনেতিহাস থেকেই তা জানা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বুকভরা আশা আকাঙ্খা নিয়ে তরুণেরা নেমে এল কর্ম্মজীবনে, দু'চোখে তাদের রঙীন আশার স্বপ্ন জড়ানো। কিন্তু হায়, বাস্তব জীবনে এসে কঠোর ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাদের সব আশা আকাঙ্ক্ষার সলিল সমাধি ঘট্‌ল। তারা বুঝ্‌তে পার্‌ল, বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকলেও বাস্তব জীবনে তারা সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী (misfit)। অকারণেই তাদের জীবনে ব্যর্থতা নেমে এল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নেবার সময় তারা যে পরিচয় পত্র নিয়ে এল, যাকে ঘিরে তাদের অনেক আশা, সেই পরিচয়পত্রই অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিয়োগের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি কর্‌ল। কেননা নিয়োগ কর্ত্তারা মনে কর্‌লেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতককে সাধারণ কাজে নিয়োগ কর্‌লে ভাল ফল পাওয়া যাবে না। এরা যখন যে কোনও একটা চাকুরি পেলেই বেঁচে যায়, তখন তাদের কোনও চাকুরিই জুট্‌ছেনা। বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের জীবনকে আশার মরীচিকার পেছনে টেনে নিয়ে চলেছে। এই ভাবে তারা দেখতে পেল যে বাস্তব জীবনের পক্ষে তারা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কেবল শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা স্ফীত করে তোলা ছাড়া তারা আর কিছুই কর্‌তে পার্‌ল না।

মেধার এই অপচয় এবং জীবনের এই ব্যর্থতার মূলে ছিল বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষাব্যবস্থা। এই কারণেই শিক্ষামূলক নির্দ্দেশদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য।

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্যাটি আরও গুরুতর আকার ধারণ কর্‌ল। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্ব্বিন্যাস এই দুটো দাবী তথা প্রয়োজন স্বাধীন ভারতের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। জাতির মেরুদণ্ডই হ'ল শিক্ষা। যে জাতির শিক্ষা নেই, তার মেরুদণ্ডও নেই। জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হ'ল শিক্ষাব্যবস্থার মান উন্নয়ন এবং জাতীয় শিক্ষাপরিকল্পনা গ্রহণ।

পরিকল্পনাহীন শিক্ষাব্যবস্থা যে জাতিকে বিব্রত করে তোলে এবং জাতীয় জীবনকে অভিশপ্ত করে তোলে, তা আমরা পূর্ব্ব পরিকল্পনা থেকেই দেখ্‌তে পেয়েছি। সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন সম্ভব হ'তে পারে না।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যে কেবল ব্যক্তি জীবনেই বাস্তবতার সম্পর্কহীন ছিল, তা নয়, সমাজের সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিলনা বল্‌লেই চলে। সমাজের থেকে এই শিক্ষাব্যবস্থার ছিল দুস্তর ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন। "আমাদের বিদ্যালয় আর বাড়ীর মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না।" তাই সমাজের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার সম্পর্কের সেতু নির্মাণ হ'ল শিক্ষাপরিকল্পনার অন্যতম কর্ম্মাঙ্গ। স্বাধীন ভারতের কর্ণধারগণ যখন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্ব্বিন্যাসের কথা চিন্তা কর্‌লেন, তখন কতকগুলো সমস্যা তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াল।

এই সমস্যাগুলো এল প্রধানতঃ দু'দিক থেকে। প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের দিক থেকে কতকগুলো সমস্যা এল। সে সমস্যাগুলো দূরীকরণের ব্যবস্থা না কর্‌লে শিক্ষাপরিকল্পনা ব্যর্থ হ'বে। আবার সমাজের দিক থেকেও কতকগুলো সমস্যা এসে দাঁড়াল। নবভারতের ভবিষ্যতের বুনিয়াদ রচিত হ'বে তার শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। তাই এ সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়।

সমস্যা

বিদ্যালয়ের দিক থেকে প্রথমে যে সমস্যা দেখা দিল, তা হ'ল সর্ব্বক্ষেত্রেই মননশীলতার অভাব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎমুখীতা। তার ফলে শিক্ষার সর্ব্বস্তরেই অপচয় ঘটতে লাগল। শিক্ষার এই পশ্চাৎমুখীতার মূলেও আছে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার অভাব। তার জন্যই যে পরিমাণ অর্থ ও শক্তি ব্যয়িত হয়েছে তদনুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়লেই যে ছাত্র শিক্ষালাভ করবে, এ সংস্কার দূর হ'ল। তার ফলে শিক্ষাগত নির্দ্দেশদানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হ'ল এবং এ কথাও স্বীকৃত হ'ল যে এই নির্দ্দেশদান ব্যতীত শিক্ষাদান কার্য্যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ সমাজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠবার ব্যবস্থা এই শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। শিক্ষক যেন সমাজ বহির্ভূত একটি বিশেষ শ্রেণী, আর শিক্ষার্থীও যেন বিশেষ করে শিক্ষকের সঙ্গেই সম্পর্কিত। কেবল তাই নয়,

এদের মধ্যেও পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারল না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতির অভাব থাকায় বিদ্যালয় সমাজ যে বাইরের বৃহত্তর সমাজেরই অংশ একথা সকলেই প্রায় ভুলতে চলল। শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীরও কোনও প্রীতি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারল না। অথচ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রীতি মধুর সম্পর্কের উপরেই শিক্ষাদান কার্য্যের সার্থকতা নির্ভর করে। শিক্ষকদের মধ্যেও পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব এবং প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব এই শিক্ষাব্যবস্থাকে কৃত্রিম ও যান্ত্রিক করে তুলল।

তৃতীয়তঃ ছাত্রদের ব্যক্তিগত জীবনও সমস্যাকণ্টকিত হয়ে উঠল। শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যহীনতার জন্য শিক্ষার্থীদের জীবনে নেমে এল নৈরাশ্য। এই নৈরাশ্য তাদের মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করল এবং তাদের আবেগকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে তুলল। বিশেষতঃ কৈশোর হ'ল বয়ঃসন্ধিকাল। এই সময় কিশোরের মানসিক বিকাশ ঘটে। তার শারীরিক পরিবর্তন, মনোজগতে যে বিচিত্র অনুভূতির উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার আঘাতে কিশোরের হৃদয় বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই কিশোরের শিক্ষাসূচী তার মানসিক পরিণতির দিক থেকে রচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিশোরের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি তার মানসিক ক্ষুধা চরিতার্থ করতে না পারে, তবে তার মনোজগতে অশান্তির ঝড় বইতে সুরু করবে। কিশোরকে বিপথে চল্‌তে দেখে, তার অপরাধপ্রবণতা লক্ষ্য করে আমরা তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করি এবং তার নিন্দা ও সমালোচনা করে থাকি কিন্তু এর কারণানুসন্ধান করলে দেখতে পাব যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতাই কিশোরের জীবনকে দুর্ব্বিসহ করে তুলেছে। তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অপরাধ প্রবণতার পরিমাণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালকমণ্ডলী শিক্ষামূলক নির্দ্দেশদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন। Stanely Hall কৈশোরকে আখ্যা দিয়েছেন 'ঝড় ও ঝঞ্ঝার কাল' রূপে। সুতরাং কিশোরের প্রতি যে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হ'বে এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু কেবল বিদ্যালয়ের সমস্যাই নয়, সমাজের সমস্যাও তুচ্ছ করবার মত নয়। সমাজের দিক থেকেও অনুরূপ কতকগুলো সমস্যার সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিকল্পনাভিত্তিক করে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হ'ল।

আমরা আগেই বলেছি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তরুণের দল যখন তাদের কৃতিত্বের পরিচয় পত্র নিয়ে বেরিয়ে আসছে, তখন তারা মনে মনে

কর্ম্মজীবনে যে কাল্পনিক ছবি এঁকে থাকে, কঠোর বাস্তবের আঘাতে তা মুছে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় পত্রকে আমরা কেরানী জীবনের ছাড়পত্র বলতে পারি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবল জ্ঞানমুখী শিক্ষাই দেওয়া হয়। এর সঙ্গে বাস্তব জীবনের সংঘাত অনিবার্য্যরূপেই দেখা দিল। কেরানীগিরির সংখ্যা সীমিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রমবর্দ্ধমান হারে স্নাতকেরা আসছে। তার ফলে এই জ্ঞানমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত স্নাতকেরা ভয়াবহ বেকার সমস্যার সম্মুখীন হোল। কেরানীগিরির পদ যে পরিমাণে সৃষ্টি হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে স্নাতক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বৎসর বেরিয়ে আসছে। সুতরাং বৃত্তির এই দিকটিতে জনশক্তির অপরিমিত অপচয় ঘটতে লাগল। এদিকে কর্ম্মী হ'ল প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই উপযুক্ত কর্মীর অভাব ঘটল। সমাজে বহু পরিমাণে চিকিৎসক, বাস্তুকার দক্ষশিল্পী প্রভৃতির প্রয়োজন। কিন্তু সে প্রয়োজন মেটাবে কে? এই বিভাগগুলোতে উপযুক্ত লোক না পাওয়ায় কাজ চালান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। সমাজে একদিকে হ'ল জনশক্তি প্রচুর পরিমাণ উদ্বৃত্ত আবার অন্যদিক থেকে জীবনের কতকগুলো ক্ষেত্রে জনশক্তির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হ'ল।

বলা বাহুল্য, সমাজ জীবনের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার যোগাযোগ রক্ষিত না হ'বার জন্যই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষাকে সমাজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে তোলা একান্তভাবে প্রয়োজন, নইলে সে শিক্ষা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে জীবনের মানও পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। জীবনে নানারকম জটিলতারও সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এই জটিলতা ক্রম-বর্দ্ধমানভাবে ব্যক্তি জীবনকে প্রভাবান্বিত করে তুলেছে। কিন্তু এই তথাকথিত শিক্ষার ফলে যে তরুণেরা ও যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন অতিক্রম করে এল, তাঁরা বাস্তব জীবনের এই জটিলতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজেদের অসহায় বলে মনে করতে লাগল। সমাজ জীবনের সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এই তরুণেরা হ'ল সামাজিক জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অনুপযোগী (Social misfits)। এরা ভবিষ্যতের কর্ণধার। সুতরাং এদের উপর যে কতটা নির্ভর করা যেতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বিদ্যালয় জীবনকে বলা হয়, ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনের প্রস্তুতির কাল। কিন্তু এই সব তরুণেরা সমাজ জীবনের সঙ্গে উপযোজনা করে নিতে পারল না।

সমাজ জীবন যাপন করবার পক্ষে তাদের উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবই তাদের সমাজ জীবনের পক্ষে অনুপযোগী করে তুলেছে। এ সমস্যাকেও গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই।

তৃতীয়তঃ সমাজ পরিবর্ত্তনশীল। মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই সমাজও এগিয়ে চলেছে। আজ সমাজ যাকে স্থির লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছে আগামীকালই নূতনতর জ্ঞানের আলোকে সে আদর্শ আরও দূরে প্রসারিত হবে। সমাজের এই প্রসার ও গতিশীলতার সঙ্গে সবাইকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে হয়। উচ্চতর আদর্শের আলোকে সমাজদর্শের মূল্যায়ন নিত্য নূতনভাবে ঘটছে। সমাজের এই মূল্যায়ন সম্পর্কে যদি শিক্ষার্থী সচেতন হ'তে না পারে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে না পারে, তবে তাকে ব্যর্থতার সম্মুখীন হ'তেই হ'বে। শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি হ'ল সমাজের এই মূল্যায়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে না পারা।

এই সমস্যাগুলো থেকে স্বভাবতঃই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যে সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার একান্ত অভাবই সমাজ জীবনকে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছিল, তার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত নির্দ্দেশদান ব্যবস্থার প্রবর্তন একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠল। কেবল বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রেই যে নির্দ্দেশদানের প্রয়োজন তা নয়, শিক্ষা ও বৃত্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও নির্দ্দেশদানের প্রয়োজন সমভাবে অনুভূত হ'ল। কৈশোরের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষভাবে সুষ্ঠ এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাগত নির্দ্দেশ দান প্রয়োজন। বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা এক শতাব্দীরও বেশী কাল ধরে চলে এসেছে। কিন্তু তার ফলে সমাজ জীবনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের উপযোজনা ঘটতে পারেনি। এক কথায় আমরা বলতে পারি যে শিক্ষার মুল উদ্দেশ্যই এর ফলে ব্যাহত হয়েছে। সমাজকে, সমাজের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত হ'তে পারে না।

বিদ্যালয়ে নির্দ্দেশদানের প্রকৃত তাৎপর্য্য

বিদ্যালয়ের নির্দ্দেশদান বলতে আমরা বুঝি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ যথাযথভাবে পরিচালনা করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন। শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষার কার্যে এবং বৃত্তির ক্ষেত্রে নির্দ্দেশদানই হ'ল বিদ্যালয়ে নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত। নির্দ্দেশদান কথাটি শ্রুতিকটু বলে মনে হয়। কিন্তু

আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে এ ব্যবস্থা নূতন নয়। দীর্গকাল ধরে এ ব্যবস্থা চলে আসছে। সুপরিকল্পিত শিক্ষাদান কার্য্য বল্‌তে এই নির্দ্দেশ-দানকেই বোঝা যায়। শিক্ষার্থীরা বিত্থালয় থেকে যা চায়, তা অনেক সময়ই পায় না। তাদের আশাকে সার্থক করে তুল্‌তে সহায়তা করবেন নির্দ্দেশদান কার্য্যে যাঁরা অংশগ্রহণ করছেন, তাঁরা। শিক্ষার্থী আশাকে প্রত্যাশিত পথে পরিচালিত করা অর্থাৎ সমাজ কল্যাণের সঙ্গে তার আশা আকাঙ্খাকে জড়িত করে দেখা হ'ল নির্দ্দেশদান সূচীর প্রধান কর্ম্মাঙ্গ। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বিকশিত করে তোলা।

এক কথায় বল্‌তে গেলে বিত্থালয়ের সমস্ত কর্ম্মসূচীই এই নির্দ্দেশদান কার্য্যের তালিকাভুক্ত। বিত্থালয়ের ফল, শ্রেণীপাঠন, সময়তালিকা প্রস্তুত, ছাত্রদের আচরণধারা সংশোধন করা প্রভৃতি সমস্ত কাজই নির্দ্দেশদান কার্য্যের অঙ্গীভূত। সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে বিত্থালয়ের নির্দ্দেশদান কার্য্য বল্‌তে বোঝায় শিক্ষার্থীর শারীরিক, নৈতিক; বুদ্ধিগত ও আত্মিক বিকাশে সর্ব্ব প্রকারে সহায়তা করা। প্রত্যেকটি উন্নত ধরণের বিত্থালয়ে একার্য আবশ্যিক ভাবে থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিত্থালয়ের কার্য্যে অর্থাৎ সাধারণভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দ্দেশদান ব্যবস্থা দীর্ঘকাল থেকেই চলে আসছে কেননা, এ ছাড়া উপযুক্তভাবে শিক্ষাদান করা চল্‌তে পারে না। কিন্তু শিক্ষাগত নির্দ্দেশদানের সঙ্গে বৃত্তিগত নির্দ্দেশ দানের পরিকল্পনার সংযুক্তিকরণ একটি নূতন ব্যবস্থা বৃত্তিগত নির্দ্ধেশ দান বল্‌তে বোঝায় শিক্ষার্থী কর্ম্মজীবনে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করবে তা স্থির করতে সাহায্য করা। এই বৃত্তি নির্ব্বাচন ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীর আগ্রহ এবং দক্ষতা আছে কিনা অথবা কতটা আছে, তা স্থির করার জন্যই বৃত্তি নির্বাচন ব্যাপারে নির্দ্দেশদানের প্রয়োজন এত বেশী। উপযুক্ত নির্দ্দেশ লাভ করলে শিক্ষার্থীরা যে তাদের যোগ্যতানুযায়ী বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবে, একথা বলাই বাহুল্য। বৃত্তি নির্বাচন যদি ঠিক হয়, তবেই শিক্ষার্থী কর্ম্মজীবনে উন্নতি করতে পারবে।

এককথায় বল্‌তে গেলে শিক্ষাগত বৃত্তিগত নির্দ্দেশদানের প্রধান লক্ষ্য হ'ল শিক্ষার্থীর শারীরিক, বুদ্ধিগত, আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানে সর্বতোভাবে সহায়তা করা এবং তার দক্ষতা প্রবণতা ও যোগ্যতার বিচার করে তার জন্য এমন বৃত্তি নির্বাচন করা যা অনুসরণ করে সে জীবনের পূর্ণতা সাধন করতে পারবে এবং আত্মবিশ্বাসে দৃপ্ত হয়ে সুখী হতে পারবে।

এ ক্ষেত্রেই তার সাজাজিক জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠ্‌বে কেননা সে তার দক্ষতার পূর্ণতম পরিচয় দিতে পারবে বলে সে নিজেও যেমন তৃপ্তি অনুভব করবে, তেমনি সমাজও তার সেবায় উন্নতির পথে এগিয়ে চল্‌বে।

বিশ্ব এগিয়ে চলেছে দ্রুততালে কিন্তু আমাদের দেশ আজও অনেক পিছিয়ে আছে। তাই চিন্তাধারার দিক থেকেও আমরা আজও অনেক পড়ে আছি। আজও শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তির একীকরণের প্রস্তাবে অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত কর্‌বেন। কিন্তু একটু স্থির ভাবে বিবেচনা কর্‌লেই দেখা যাবে যে শিক্ষাকে বৃত্তি থেকে সরিয়ে রেখে তার ওপর অকারণ গুরুত্ব আরোপ করা ক্ষতিজনক। যদি শিক্ষার্থীর বৃত্তি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা করে নিয়ে তাকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা যায় তবে তার জীবন পরিবেশ সহজতর হয়ে উঠবে এবং জীবনে বিরোধ বা সংঘাতের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে দূর হয়ে যাবে। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে যদি আমরা সামঞ্জস্য বিধান করে চল্‌তে না পারি, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হ'লেও জীবন বিড়ম্বনাময় হয়ে উঠবে।

বর্ত্তমান সমাজে জীবনের সঙ্গে জীবিকার প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচীন সমাজে অভাববোধ এত তীব্র ও প্রকট ছিলনা বলেই শিক্ষার উপর অকারণ স্বর্গীয় গুণের আরোপ করে জীবন অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা থেকে জ্ঞানার্জ্জন প্রয়াসের কর্ম্মসূচীকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আজ জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা কেবল সমস্যা নয়, কঠিনতম সমস্যা। তাই আমাদের শিক্ষাকে বৃত্তিমুখীন করে তুল্‌তে না পার্‌লে গুরুতর সঙ্কটের মুখে এসে আমাদের দাঁড়াতে হ'বে।

দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমানে বৃত্তি যেমন জটিল, বৃত্তিগত শিক্ষাও তেমনই জটিল হয়ে উঠেছে। কলকারখানায় অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যেসব চাকুরী করে থাকি, তার জন্য শিক্ষণ প্রয়োজন। এই শিক্ষণ পদ্ধতি এবং রীতির দিক থেকে ও সময়ের দিক থেকে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পার্থক্যহীন সেদিক থেকেও আমরা দেখতে পাই, শিক্ষা এবং বৃত্তি এখানে একসাথে চলেছে। আজ যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা চল্‌ছি সেখানে শিক্ষা এবং বৃত্তির মধ্যে এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অপরিহার্য্য। জীবন থেকে আজ জীবিকাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার উপায় নেই বলেই আজ আমাদের শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিকে সংস্কারমুক্ত অন্তর নিয়ে এক করে দেখতে হ'বে।

প্রশ্নটিকে আমরা আরও সহজভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। শিক্ষাগত

নির্দেশদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজ সকলেই প্রায় একমত। আমরা একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সমস্যাটি আরও সহজভাবে উপস্থাপিত করতে পারি। কোনও ছাত্র হয়ত অঙ্কে কাঁচা। কিন্তু এর মূলে তার বুদ্ধিগত অক্ষমতা (Intrinsic inability) নেই। অঙ্কে কাঁচা দেখেই যদি আমরা মনে করি যে ছেলেটি অঙ্ক সম্পর্কিত কোনও বিষয়ের পক্ষেই উপযোগী নয়, তা হলে ছেলেটির প্রতি আমরা অবিচার করব। আমাদের চিন্তা করে দেখতে হ'বে কোন বিশেষ কারণ এর পেছনে আছে কিনা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অঙ্কের শিক্ষকের প্রতি ভীতি কোনও ছাত্রকে অঙ্কের প্রতি ভীতিগ্রস্থ করে তুলেছে। এই আরোপিত কারণ দূর করতে পারলেই ছেলেটি অঙ্কে তার দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে। এর বিপরীত উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে কোনও ছেলে অঙ্কে ভাল ফল করেছে দেখে এ সিদ্ধান্তে আসা ভুল যে ছেলেটি বাস্তুকার অথবা চিকিৎসক অথবা বৈজ্ঞানিক হতে পারবে অঙ্কের দক্ষতাই এর একমাত্র এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয়। যার অঙ্কের ফলদেখে চিকিৎসাবিদ্যার জন্য সুপারিশ করা হ'ল, হয়ত দেখা যাবে সে স্বভাবভীরু এবং চিকিৎসা বিদ্যা আদৌ তার উপযোগী শিক্ষা হতে পারে না। তার ফলে অল্পকালের মধ্যেই সে এই চিকিৎসাবিদ্যায় নিরুৎসাহ হয়ে উঠবে। এ ক্ষেত্রেও উপযুক্তভাবে নির্দেশ দিতে পারলে ছেলেটিকে শিক্ষা দেওয়া সহজ হবে। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রেও নির্দেশদান কর্ম্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং এর উপরে অনেক ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। এই ভাবে যদি নির্দেশ দান কার্য্যসূচীকে সার্থক করে তোলা যায়, তবে কোন্ ছাত্র কোন্ বিশেষ বৃত্তি গ্রহণ করবে, তা স্থির করে তদনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেওয়া চলতে পারে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু দেশের জনশক্তিকে যদি উপযুক্তভাবে কাজে লাগান না যায়, তবে কোনও অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। আর এই কারণেই নির্দেশক কর্ম্মসূচী। ("A planned economic development —must be based upon planned utilisation of country's man-power if it is to be a success. Guidance is necessary to achieve this objective.)"

মৌলিক উপযোগিতা

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচীকে আবশ্যক করবার প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। এই স্তরের ছাত্রছাত্রীরা কৈশোরে উপনীত হয়েছে বলে তাদের মানসিক বিকাশ অনুযায়ী তাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন। এই সময় মনের বহুমুখী বিকাশ ঘটে বলে শিক্ষার্থীর মনের ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতের প্রথম মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মুদালিয়র কমিশন বৃত্তিশিক্ষার উপযোগিতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। স্বাধীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্ব্বিন্যাস করতে গিয়ে শিক্ষা নায়কেরা তাই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বহুমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করলেন। এই স্তরে এসে শিক্ষাব্যবস্থাকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হ'ল—(ক) মানবতা (Humanities) (খ) বিজ্ঞান (Science) (গ) বাণিজ্য (Commerce) (ঘ) কৃষি (Agriculture) (ঙ) সূক্ষ্মশিল্প (Fine Arts) এবং (চ) গৃহবিজ্ঞান (Home Science)।

এই বিভাগগুলোর মধ্যে আবার কিছু উপবিভাগও আছে। এভাবে শিক্ষাকে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রকার বিদ্যায় প্রবণতাকে কাজে লাগাবার প্রয়াস পাওয়া হয়েছে, আবার সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনের দিক থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে রচনা করবার ফলে সমাজের সঙ্গে শিক্ষার এবং শিক্ষার্থীর সংযোগকে ঘনিষ্ঠতর করা হয়েছে।

ছাত্রদের দিক থেকে শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগিতা স্বীকৃত হ'বার ফলে নির্দ্দেশদান ব্যবস্থার গুরুত্বও স্বীকৃত হয়েছে। এদিক থেকে এই ব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনগুলোকে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে সাজাতে পারি :—

ছাত্রদের প্রয়োজন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার যাতে তারা তাদের নিজ নিজ আগ্রহ ও দক্ষতা অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে অর্থাৎ যে ছাত্রের যে বিষয়ে আগ্রহ ও দক্ষতা আছে, সে যেন সেই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে। তার ফলে সে বিদ্যালয়ে আপনার ক্ষমতানুযায়ী সফলতা লাভ করতে পারবে এবং বারংবার ব্যর্থতা তার জীবনকে বিড়ম্বিত করে তুলতে পারবে না। "The secret of good education consists in enabling the students to realise what are their talents and aptitudes and in what manner and to what extent they can best develop

them so as to achieve proper social adjustment and seek right types of employment."

দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি ছাত্রছাত্রীই নির্দ্দেশ দান কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে তাদের ত্রুটি বা অক্ষমতার কথা জানতে পারবে এবং সেই ত্রুটিগুলো দূর করবার জন্য প্রয়াসী হবে। এদের মধ্যে যে ক্ষমতা বা দক্ষতা আছে, তাও এরা নিজেরা ঠিকমত জানে না। নির্দ্দেশদান কার্য্যসূচী কার্য্যকরী হ'লে তারা সে বিষয়ে অবহিত হ'তে পারবে।

বৃত্তি নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন। উপযুক্ত সময় এবং প্রস্তুতি ব্যতীত কোনও বৃত্তিগ্রহণ সম্পর্কে মন স্থির করা কঠিন। নির্দ্দেশদানের মাধ্যমে তারা যে সময় এবং সুযোগ লাভ করতে পারছে, তাদের মনে বৃত্তি সম্পর্কে চিন্তার সৃষ্টি করবার জন্য যে অবকাশের প্রয়োজন, সে প্রয়োজনও কেবল এই পরিকল্পনার মাধ্যমেই তারা পেতে পারে।

কৈশোরের প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই কর্ম্মসূচীর গুরুত্ব অপরিসীম।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান ব্যবস্থার কথা আমরা সর্ব্বপ্রথমে পাই ১৮৮২ খ্রীঃ হাণ্টার কমিশনের বিবরণে। এই কমিশন সাধারণ শিক্ষার সহিত আর একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার (B. Course) সুপারিশ করেন। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের মনের কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে একটি সংস্কার ছিল। সাধারণ শিক্ষার প্রতি যে সম্মান দেওয়া হ'ত, বলা বাহুল্য, এই বি-কোর্সের শিক্ষা সে সম্মান পেল না এবং স্বভাবতঃই এতে বেশী ছাত্র পাওয়া গেল না।

এর পর ১৯২৯ খ্রীঃ হার্টগ কমিশন বৃত্তিমুখী শিক্ষাব্যবস্থার আরও প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই কমিশনের মধ্যে বহুসংখ্যক শিল্প-বিদ্যালয় খোলার সুপারিশ করলেন। সম্প্রতি যে বহুমুখী বিদ্যালয়গুলো প্রবর্তিত হয়েছে, হার্টগ কমিশনই সর্ব্বপ্রথম তার পরিকল্পনা করেন।

১৯৩৪ খ্রীঃ সপ্রু কমিটিও তার বিবরণীতে বৃত্তি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই কমিটি বলেন যে মাধ্যমিক স্তরের পূর্ব্বেই শিল্প শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য।

১৯৩৬ খ্রীঃ এব্‌ট উড্‌ রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের জন্য পলিটেক্‌নিক বিদ্যালয়গুলোর সূচনা হয়।

কিন্তু এ সম্পর্কে ব্যাপক সন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করে ১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ মুদালিয়র কমিশন যে বিবরণ দেন, তা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থার যে পুনাব্বিন্যাস ঘটেছে, তার মূলেও আছে এই মুদালিয়র কমিশনের বিবরণী। মুদালিয়র কমিশন কারিগরী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে এর ফলে একদিক দিয়ে আমাদের দেশে যেমন বেকার সমস্যার সমাধান সহজ হ'বে এবং সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদান করা সহজ হ'বে, তেমনই আবার আমাদের দেশের আয়ত্ত এই শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে যথেষ্ঠ পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। দেশকে নতুন করে গড়ে তোলবার জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার যে সংস্কাবের প্রয়োজন, এই কমিশন তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর এবং এই সমস্ত স্কুলে বৃত্তি শিক্ষার সুপারিশ করেন। স্বাধীন ভারতকে সার্থকভাবে গড়ে তুলতে গেলে যে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পীর প্রয়োজন, কমিশন তারই ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে রূপায়িত করবার জন্য সুপারিশ করেছেন।

এই বৃত্তি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হ'বার পর সমাজের জটিলতা এবং শিক্ষাব্যবস্থার জটিলতার জন্য যথেষ্ঠ পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে সে কথা আমরা আলোচনা করেছি। তার ফলেই শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশদান বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হয়ে ওঠে। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই এই নির্দ্দেশ দান পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রয়োজন গুরুতররূপে দেখা দিল। কয়েকটি বিশ্ব-বিদ্যালয় বুরো (Bureaux) স্থাপন করেন। শিক্ষাব্যবস্থায় বহুমুখী পাঠসূচী প্রবর্ত্তনের ফলে এবং কর্ম্মের ক্ষেত্রগুলো আরও বেশী পরিমাণে বিস্তৃত হওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ সম্পর্কে নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচী গ্রহণের জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়াসী হয়। কর্ম্মনিয়োগের ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতা চলতে লাগল, তার ফলে অভিভাবকেরা বিব্রত হয়ে পড়লেন। তাঁরা চাইলেন, তাঁদের ছেলে মেয়েরা যে কাজের পক্ষে সর্ব্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন, সেই কাজেই নিযুক্ত হোক। এই সমস্যাগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মসূচীকেও যথেষ্ঠ পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে তুলল। তাই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ব বিভাগ বৃত্তি নির্দ্দেশ বিভাগ খোলেন। এখানে সামান্য অর্থ নিয়ে ছেলে মেয়েদের বৃত্তি নির্বাচন করে দেওয়া হ'ত। মনস্তাত্বিক পরীক্ষার সাহায্যে এই সংস্থা ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করত। এ ছাড়া আরও কয়েকটি বেসরকারী সংস্থাও পুস্তিকা প্রচারের মাধ্যমে এ বিষয়ে নানাপ্রকার নির্দ্দেশ দান করবার ব্যবস্থা করেন। এই সংস্থাগুলোর মধ্যে রোটারী ক্লাব, ওয়াই,

এম, সি, এ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ভাবেই কোনরকমে কাজ চলে আসছিল। কিন্তু ১৯৫৩ খ্রীঃ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচী প্রবর্ত্তনের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশদানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে নির্দ্দেশ-দান কর্ম্মসূচী প্রবর্ত্তনের দিকে এই কমিশন গুরুত্ব আরোপ করেন।

নিখিল ভারত শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশদান পর্ষৎ গঠিত হওয়ার পর দিল্লী এবং বরোদায় এই সংস্থার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ খ্রীঃ বরোদায় তৃতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠানের পর নিখিল ভারত সংস্থা এই কার্যসূচী ব্যাপক-ভাবে অনুসরণ করা স্থির করেন।

১৯৪৮ খ্রীঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এবং বোম্বাই সরকার ১৯৫০ খ্রীঃ একটি বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশদান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৫৩ খ্রীঃ পশিমবঙ্গ সরকার শিক্ষামূলক ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং এখানে শিক্ষা ও বৃত্তি সম্পর্কে গবেষণা প্রবর্ত্তিত হয়।

ক্রমে ভারত সরকার এই কর্ম্মসূচীর সার্থক রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৪ খ্রীঃ শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক কেন্দ্রীয় গবেষণা বুরো (The Central Bureau of Education and Vocational Guidance) স্থাপিত হয়।

বহুমুখী বিদ্যালয় বেশী পরিমাণে স্থাপিত হওয়ায় এই কর্ম্মসূচীর ব্যাপকতা আরও বাড়তে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নির্দ্দেশদানের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক তথ্য

(Basic data necessary for guidance)

বিদ্যালয়ের নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচী সার্থক করে তোলবার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করবার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার্থী বা ছাত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। এই সংগৃহীত তথ্যের নির্ভুলতার উপরেই নির্ভর করছে নির্দ্দেশদানের

সার্থকতা। প্রশ্ন হ'ল শিক্ষার্থী সম্পর্কে কোন্ তথ্য সংগ্রহ করতে হ'বে। নীচে সে সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল :—

১। পরিচয়সূচক তথ্য (Identifying data) :—

(ক) শিশুর নাম (Name of the child)।

(খ) জন্ম তারিখ (Date of birth)।

(গ) বয়স (Age)।

(ঘ) স্ত্রী/পুরুষ (Sex)।

(ঙ) বিদ্যালয়ের নাম (Name of the School)।

(চ) শ্রেণী (Class)।

(ছ) বাড়ীতে আর যারা আছে, তাদের নাম ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক (Names of members of the family with relationslips)।

২। সমস্যার বর্ণনা (Statement of problem) :—

(ক) তথ্য সংগ্রাহকের নাম (who refers the case)।

(গ) আচরণগত ত্রুটির প্রকৃতি (Nature of behaviour disorder)।

(ঘ) অসুবিধা (Disturbances)।

(ঙ) এ সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট দৃষ্টান্তের উল্লেখ (Specific examples)।

(এই অসুবিধা সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক বিবরণ দিলে সুবিধা হয়। অর্থাৎ কখন থেকে এবং কি ভাবে এই আচরণ বৈষম্য লক্ষ্য করা গেল, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩। জন্মকালীন বিবরণ (Congenital factors) :—

(ক) জন্মের পূর্ব্বে জনক অথবা জননী উন্মাদ রোগগ্রস্ত ছিলেন কিনা। (Insanity)।

(খ) চঞ্চল প্রকৃতি (fickle mindedness)।

(গ) মৃগীরোগ (epilepsy)।

(ঘ) গ্রন্থী সম্বন্ধীয় ব্যতিক্রম (glandular disorders)।

(ঙ) পানাশক্তি (Alcoholism)।

(চ) স্নায়বিক দুর্বলতা (Nervous breakdown)।

(ছ) অস্থিরতা (Instability)।

(জ) অদ্ভুত আচরণ (Querness)।

(ঝ) মাতাপিতার আত্মীয়ের অথবা অন্য ভাইবোনদের চরিত্রে কোনও প্রকার বৈষম্যের নিদর্শন (Querness in the material and paternal relatives and siblings)।

৪। শারীরিক বিবরণ (Physical factors) :—

(ক) জন্মকালে মাতার স্বাস্থ্য (condition of mother during pregnancy)।

(খ) প্রসবের সময় অবস্থা (nature of delivery)।

(গ) জন্মকালীন আঘাতের বিবরণ (History of birth injury)।

(ঘ) শিশুরোগ (childhood diseases)।

(প্রত্যেক প্রকার ব্যাধির নাম উল্লেখ ও তাহার স্থায়িত্বকালের পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে)।

(ঙ) দুর্ঘটনার বিবরণ (Accidents)

(চ) পেশী সঙ্কোচজনিত ব্যাধি (Contraction of muscles)

(ছ) মূর্চ্ছা (fainting)

(জ) গ্রন্থিসম্পর্কিত অসুবিধা (glandular disturbances)

(ঝ) স্বাস্থ্যের প্রতি মাতাপিতার মনোভাব (attitudes of parents towards health)

(ঞ) হাঁটতে শেখার বয়স (Age of walking)

(ট) কথা বলতে শেখার বয়স (Age of talking)

(ঠ) দাঁত ওঠার বয়স (Age of teething)

(সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক ব্যাধির কথা উল্লেখ করতে হবে।)

৫। পরিবেশগত অবস্থা (Environmental situations)

(ক) পিতা :—

(১) বাল্যের অভিজ্ঞতা (Experiences of childhood)

(২) শিক্ষা (Education)

(৩) বৃত্তি Occupation)

(৪) ধর্ম্ম ও ব্যক্তিত্বের বিশেষ পরিচয় (Religion and personality traits)

(৫) স্ত্রী ও শিশুসন্তানদের প্রতি আচরণ (Attitude towards wife and siblings)

(৬) (সদয়/নির্দ্দয়/সহানুভূতিশীল/গণতান্ত্রিক)

(৭) খেয়াল (Hobbies)

(৮) প্রমোদজনক আগ্রহ (Recreational interest)

(৯) প্রতিভা (Talents)

(১০) শারীরিক বৈশিষ্ট্য (Physical characteristics)

(১১) নৈরাশ্য (Frustrations) আচরণ

(১২) অন্যান্য আচরণ যা শিশুর প্রভাব বিস্তার করতে পারে (Other factors which may influence the behaviour of the child)

(খ) মাতা ঃ—পিতাকে যে সকল সন্ধান নিতে হবে, মাতার সম্পর্কেও সে সমস্ত সন্ধান নিতে হবে। তা ছাড়া শিশুর প্রতি মাতার আচরণ বৈষম্য সম্পর্কেও সন্ধান নিতে হবে। নীচে তার কিছু নমুনা দেওয়া হ'ল।

(১) কতদিন পর্য্যন্ত শিশু মাতৃস্তন্য পান করেছে।

(২) মাতার প্রতি শিশুর আচরণ
পরবর্ত্তী সন্তানের জন্মের পূর্ব্বে/পরে।

(৩) কোনও কারণে শিশু সাময়িকভাবে মাতৃস্তন্য পানে বিরত থাকলে তার কারণ ও সময়।

(গ) শিশুদের পারস্পরিক সম্পর্ক (Sibling inter relationship)

(১) পরস্পরের প্রতি মনোভাব (Attitude toward each other)

(২) তাদের স্বাস্থ্য (their health)

(৩) আচরণ কলহ (Undue quarreling)

(৪) প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব (Rivalry)

(৫) বিদ্যালয় ব্যবস্থা (Schooling)

(৬) বর্ত্তমান অবস্থা (Present whereabouts)

(ঘ) বাড়ীতে শারীরিক অবস্থা (Physical condition at home)

(১) জন্মকাল থেকে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত গৃহে থাকাকালীন শারীরিক অবস্থার পূর্ণ বিবরণ।

(২) বাসস্থানের পরিবর্ত্তন ও তৎকালীন শারীরিক অবস্থার বিবরণ।

(৩) ছাত্রাবাস অথবা অনুরূপ স্থানে স্থানান্তর ও তৎসম্পর্কিত বিবরণ

(৪) নিয়ম নিষ্ঠা

(৫) পরিচ্ছন্নতা

(৬) প্রমোদের ব্যবস্থা

(ঙ) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও পরিদর্শন (Methods of control and supervision)

(১) মাতাপিতা শিশুর শৃঙ্খলা সম্পর্কে কোনও বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন কিনা, সে সম্পর্কে সন্ধান নিতে হবে।
(২) শৃঙ্খলার প্রকৃতি অর্থাৎ শাসন বা পুরস্কারকালে শৃঙ্খলার মানের তারতম্য ঘটে কি না।
(৩) শিশুর শৃঙ্খলা সম্পর্কে মাতাপিতার মনোভাব
শিথিল/দমনমূলক/প্রশ্রয়মূলক/নিষ্ঠুর/ন্যায়/যুক্তিপরায়ণ (এর মধ্যে কোন্‌টি)।
(৪) গৃহের কোনও দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য আছে কি না।
(চ) সমাজ ও সংস্কৃতিগত কারণ (Comunity and cultural factor)
(১) পরিবারের মধ্যে সহজাতভাবে সংস্কৃতির ছাপ কতটা আছে, সে সে সম্পর্কে সন্ধান নিতে হ'বে।
(২) প্রতিবেশীদের এবং তাদের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কেও সন্ধান নিতে হ'বে।
(৩) সম্ভবস্থলে অপরাধ প্রবণতার উল্লেখ করতে হবে।
(৪) অর্থনৈতিক সঙ্গতি (Financial status)
(৫) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social controls)
(৬) প্রমোদজনক সুযোগ সুবিধা (Recreational opportunities)
(ছ) শিক্ষাগত কারণ (Educational factors)
(১) বিদ্যালয়ে প্রবেশের কাল (Age of entering school)
(২) বিদ্যালয়ের স্থান ও পূর্ণ বিবরণ (Rewards of schools with location)
(৩) বিষয় (subjects)
(৪) শিক্ষার প্রতি মনোভাব (Attitude)
(৫) সহশিক্ষা কর্ম্মসূচী (Co-curricular activities)
(৬) নেতৃত্বের প্রমাণ (Evidence of leadership)
(৭) শ্রেণীতে অবস্থা (Rank in class)
(৮) শিক্ষাগত লক্ষ্য (Educational ambitions)
(জ) প্রমোদজনক কারণ (Recreational factors)
(১) অবসরকালীন কার্য্য (Activities in leisure time)
(২) একাকী অথবা দলগতভাবে (Solitary or with group)
(৩) অন্যছেলেরা তাকে পছন্দ করে/করে না/পরিহার করে।

(৪) নেতৃত্বের চিহ্ন আছে কি না (Signs of leadership)

(৫) কোন কার্য্যে আমোদ অনুভব করে (Activities enjoyed)

(৬) পরিবারের অন্যান্য লোকেরাও অংশ গ্রহণ করে কি না (If other members of family participate)

(৭) সঙ্ঘ অথবা দলে সদস্য (Membership in gangs, clubs)

৬। সহজাত কোনও কারণ বর্ত্তমান অবস্থাকে প্রভাবান্বিত করে তুলছে কিনা।

(ক) শৈশবে প্রতিক্রিয়া (Reactions in early childhood)

(১) আবেগগত প্রতিক্রিয়া (reactions)

(২) আচরণ বৈষম্য ও মাতাপিতার আচরণ (temper tentions and attitude of the parents)

(৩) দৃঢ়তার নিদর্শন (Signs of stubborness)

(৪) সন্দেহ প্রবণতা (Suspiciousness)

(৫) আঙ্গুল চোষা (Thum-sucking)

(৬) ভীতিগত প্রতিক্রিয়া (Fear reactions)

(৭) তার সূত্রপাত ও মাতাপিতার হস্তক্ষেপ (Their owing and handling by parents)

৮। নিদ্রাকালীন ভ্রমণ (sleep walking)

৯। রাত্রিকালীন ভীতি (night terrors)

১০। ভালবাসার প্রতিক্রিয়া (love reaction)
অতিমাত্রায় স্নেহপ্রবণ, লাজুক, ভীরু

১১। আঙ্গুল চোষা (thumb sucking)

১২। নখ খোঁটা (nail biting)

১৩। হস্তমৈথুন (masterbation)

১৪। চুক্তি পরায়ণ কিনা

১৫। ঝগড়াটে কিনা (if quarrelsome)

১৬। অধৈর্য্য (impatient)

১৭। স্বার্থপর (selfish)

১৮। পরিবেশের প্রতি আগ্রহশীল কিনা (if attentive to the surrounding)

(খ) শৈশবে ও কৈশোরে প্রতিক্রিয়া (position in children and adolescence)

(১) প্রকাশের স্বাধীনতা (freedom of expression)

(২) মাতাপিতার উপর নির্ভরশীলতা (dependency on parents)

(৩) দলগতভাবে কার্য্যে সুখী কিনা (if happy in group activity)

(৪) স্ত্রী/পুরুষদের প্রতি সহজ কিনা

(৫) প্রধান প্রমোদজনক কার্য্য (dominant recreational activity)

(৭) অপরাধ প্রবণতার বিবরণ (delinquancy record)

(৮) সংবাদের সূত্র (sources of Information)

(৯) নাম (name)

(১০) ঠিকানা ও সম্পর্ক (address and relationship)

(১১) বুদ্ধি (intelligence)

(১২) ব্যক্তিত্ব (personality)

(১৩) দৃষ্টি (insight)

(১৩) প্রবণতা (attitude)

(১৫) সহযোগিতা (co-operation)

(১৬) বিবরণের নির্ভরযোগ্যতা (reliably of the information)

(১৭) বিবরণ দাতার ক্ষমতা (informant's capacity)

(১৮) শিশুর প্রতি ব্যবহার (treatment of the child)

এইভাবে শিশুর সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করবার পর শিশু সম্পর্কে আরও কয়েকটি বিবরণ সংগ্রহ কর্তে হবে, এর মধ্যে (ক) শিশুর বুদ্ধিপরীক্ষার ফল (result of intelligence test), (খ) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিবরণী (medical report), (গ) জ্ঞান সম্পর্কিত বিবরণী (scholastic report), (ঘ) উন্নতির বিবরণী (achievement report), (ঙ) সাক্ষাৎকারের বিবরণী (interview report) সংগ্রহ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই সব বিবরণ একত্র করে বিচার করে দেখলে পর শিশুর সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা নির্ভুল হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

পরবর্তী কাজ হ'ল শিশুর শিক্ষার বিভাগ এবং বৃত্তি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ। শিক্ষার্থী তার আগ্রহ এবং প্রবণতা ও দক্ষতা অনুযায়ী শিক্ষার পথ বা বিভাগ নির্বাচন করবে। কিন্তু এজন্য তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরই তাকে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করতে হবে। তাই উচ্চ-

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বিভাগ নির্ব্বাচন করবার সময়েই তাকে শিক্ষালাভের যোগ্যতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে হ'বে। তাই শিক্ষা ও শিক্ষণ লাভের সুযোগ অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কীত তথ্য সংগ্রহ করতে হ'বে। এই তথ্য সংগ্রহকালে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি তাকে লক্ষ্য রাখতে হ'বে।

১। শিক্ষার বিভাগের নাম (Name of the course) :—

এক্ষেত্রে তাকে আগে দেখতে হ'বে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসম্পর্কে সে তথ্য সংগ্রহ করছে, তাতে কোন বিভাগের বা বিষয়ের শিক্ষাদান করা হয়। এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক এক প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে যে বিভাগে পড়াশুনা করতে চায় সেই ধরণের শিক্ষা বিভাগের সন্ধান নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে শিক্ষার্থী ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বে, তার পক্ষে কেবল সেই ধরণের শিক্ষায়তনের সংবাদ রাখাই বাঞ্ছনীয়।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম (name of the institution) :—

সাধারণতঃ প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তাদের ভর্তির তারিখ ও নিয়ম প্রভৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেয়। সেই সব প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে রাখতে হ'বে।

৩। ন্যূনতম শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা, (Minimun Academic and other qualification) :—

প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের জন্যই ন্যূনতম কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাগত এবং অন্যান্য যোগ্যতার প্রয়োজন। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে হয়ত স্কুল ফাইন্যাল অথবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কোন্ বিভাগে পাশ করা প্রয়োজন। তাও বিজ্ঞাপিত করা হয়। সে সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে রাখতে হ'বে।

৪। বিশেষ বিশেষ বিষয় (special subjects needed) :—

এক এক বিভাগে শিক্ষার জন্য এক এক রকম বিষয়ের প্রয়োজন। যারা বিজ্ঞান শাখায় পড়াশুনা করবে, তাদের পক্ষে পদার্থবিদ্যা। রসায়ন শাস্ত্র ও গণিতবিদ্যায় পাশ করা প্রয়োজন। আবার যারা চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করবে তাদের পক্ষে জীববিদ্যা নিয়ে পাশ করা আবশ্যিক। এই স্তম্ভে এই সব বিশেষ বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে হ'বে।

৫। শিক্ষাকাল (Period of training) :—

প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং প্রত্যেক শিক্ষাবিভাগের শিক্ষাকাল এক

নয়। শিক্ষাকাল যথাক্রমে ৩ বৎসর, ৫ বৎসর, ৬ বৎসর প্রভৃতি নানারকম হ'তে পারে। শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Industrial training institutes) গুলোতে ৩ বৎসরের পাঠক্রম থাকে। আবার মহাবিদ্যালয় গুলিতে ৫ বৎসরের পাঠক্রম থাকে। স্থতরাং শিক্ষাকাল কত বৎসর, এই স্তম্ভে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হ'বে।

৬। শিক্ষাবর্ষ (sessions) :—

যদিও সাধারণভাবে জুলাই মাস থেকেই অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবর্ষ স্থরু হয়। তবুও অনেক ক্ষেত্রেই এর ব্যতি ক্রম দেখা যায়। স্থতরাং যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হ'বে, তার শিক্ষাটি কোন মাস থেকে স্থরু এবং কোন্ মাসে শেষ হ'বে, সে সম্পর্কে ও তথ্য সংগ্রহ বাঞ্ছনীয়।

৭। আবেদনের শেষ তারিখ (Last date of application) :—

শিক্ষাবর্ষ যাদের বৎসরের প্রারম্ভেই স্থরু হয়, তাদের আবেদনের তারিখেও আগে হ'বে। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ অথবা খড়্গপুর শিল্পশিক্ষালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফল প্রকাশের আগেই ভর্ত্তির তারিখ শেষ হয়ে যায়। যার ফলে তাদের আবেদন করার শেষ তারিখ ও বৎসরের প্রারম্ভে। আবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল অনুযায়ী ছাত্র ভর্তি করা হয় বলে তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তাদের আবেদনের তারিখ ও মে মাস পর্য্যন্ত থাকে। শিল্প শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র ভর্তির তারিখ অনুরুপভাবে নির্দিষ্ট হয়। এ সম্পর্কে নিভুল তথ্য সংগ্রহ করে এই স্তম্ভে তা সন্নিবিষ্ট করতে হ'বে।

৮। বয়ঃসীমা (Age limit)

ভর্ত্তির জন্য নির্দ্ধারিত বয়স আছে। এক এক প্রতিষ্ঠানে এই বয়ঃসীমা এক একরূপ। কোথাও বয়সের নিম্নসীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, আবার কোথাও বা নির্দ্দিষ্ট বয়সের উল্লেখ থাকে। ভর্ত্তি হবার জন্য এই বয়সের কথা জানতে হবে এবং এই তথ্যও যথাযথভাবে সংগ্রহ করে রাখতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য কোন উর্দ্ধ বয়ঃসীমার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শিক্ষার পরবর্তী স্তরে এসে এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হয়। তাই ভর্ত্তি হবার জন্য যে নির্দ্দিষ্ট বয়ঃসীমার উল্লেখ থাকে, সে বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

৯। বেতন : (fees)

পরবর্ত্তী প্রশ্ন হ'ল বেতন নিয়ে। কোন্ প্রতিষ্ঠানের মাসিক বেতন ও অন্যান্য খরচের পরিমাণ কত, তাও নির্দ্দিষ্ট ভাবে জানা প্রয়োজন। সব জায়গায় বেতনের পরিমাণ সমান নয়, কোথাও বা বেতন বেশী, আবার কোথাও বেতন কম।

১০। আসন সংখ্যা (Number of seats)

ভর্ত্তির ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হ'ল শিক্ষায়তনের বিভিন্ন বিভাগের আসন সংখ্যা এই আসন সংখ্যা অনুযায়ী ছাত্র ভর্ত্তি করা হয়। যে বিভাগে ২০০টি আসন আছে সেখানে মাত্র ২০০ জন ছাত্রই ভর্ত্তি করা হ'বে। তার বেশী সংখ্যক ছাত্রও যদি কৃতিত্বের এবং আশাতীত কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে, তবুও তাদের ভর্ত্তি করে নেওয়া চল্‌বে না। আসন সংখ্যা আবার একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক এক বিভাগে এক এক রকমের। মনে করি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেখানে ইঞ্জিনীয়ারীং এ সিভিল বিভাগে আসন সংখ্যা হয়ত ১৫০ আবার মেকানিক্যাল বিভাগে ২০০। শিক্ষার্থী যে বিভাগে ভর্ত্তি হ'তে চায়। সেই বিভাগের আসন সংখ্যা যত কম হ'বে ভর্ত্তির ব্যাপারে প্রতিযোগীতা ততই তীব্রতর হ'বে আবার আসন সংখ্যা যত বেশী হ'বে প্রতিযোগিতাও তত কম হ'বে। সুতরাং শিক্ষার্থীর নিজের স্বার্থেই আসন সংখ্যা সম্পর্কে সন্ধান রাখা প্রয়োজন।

১১। বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য (Scholarships and stipends)

ছাত্র ভর্ত্তির সময় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে স্কুল ফাইন্যাল বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতেই অর্থাৎ মান অনুযায়ী ছাত্র ভর্ত্তি করে নেওয়া হয়। যে ভাবেই ভর্ত্তি হোক না কেন, কিছু সংখ্যক ভাল ছাত্র থাকে। এই সব ছাত্রদের উৎসাহিত করে তোলার জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। মেধাবী ছাত্রেরা শিক্ষায়তন থেকে এই বৃত্তি লাভ করে থাকে। কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই বৃত্তিদানের জন্য একটি পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং এই পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। যে সমস্ত ছাত্র এই পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দান করতে পারে তারাই এই বৃত্তি লাভ করে।

১২। **ছাত্রাবাসে স্থান (Hotel accomodation)**

কতকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবাসিক। সেখানে ভর্ত্তি হতে গেলেই ছাত্রাবাসে থাকতে হ'বে। সেখানে ছাত্রাবাসে থাকা আবশ্যিক। অধিকাংশ

প্রতিষ্ঠানই আজকাল আবাসিক করা হয়েছে। তার ফলে শিক্ষার ব্যয়ভার যে বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়েছে. এ কথা বলাই বাহুল্য।

আবাসিক বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় ছাড়াও কতকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রাবাস আছে। সেখানে ছাত্রাবাসে স্থান হবে কিনা, সে বিষয়ও ভাল করে ভেবে দেখা কর্ত্তব্য। শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের যে পরিমাণ আসন থাকবে, ছাত্রাবাস যে সে পরিমাণ আসন থাকতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হয়ে যদি ছাত্রাবাসে আসন না পাওয়া যায়, তবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হওয়া অর্থহীন হয়ে পড়বে। তাই ছাত্রাবাসে কত সংখ্যক ছাত্রের স্থান আছে, তাও জানতে হবে।

১৩। ভর্ত্তির ব্যবস্থা (Admission procedure)

ভর্ত্তির ব্যবস্থা এক এক স্থানে এক এক রকম। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্ত্তি করা হয়। স্কুল ফাইনাল বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের বিবরণ ভর্ত্তির সময় দিতে হয়। সর্ব্বোচ্চ নম্বর যারা পেয়েছে, তাদেরই আসন সংখ্যা অনুযায়ী ভর্ত্তি করে নেওয়া হয়। যেখানে আসন সংখ্যা ২০০, সেখানে যারা আবেদন করেছে, তাদের মধ্য থেকে সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ২০০ জন প্রার্থীকেই ভর্ত্তি করে নেওয়া হয়।

আবার কোন কোন স্থানে ভর্ত্তির জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়। শিবপুর বা খড়্গপুরে এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এখানে স্কুল ফাইন্যাল বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর আদৌ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়না। ভর্ত্তির পরীক্ষায় যারা ভাল ফল করবে তাদেরই ভর্ত্তি করে নেওয়া হয়। এর ফলে দেখা গেছে যারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা ভর্ত্তি হতে পারেনি কেননা ভর্ত্তির পরীক্ষায় তারা অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে অথচ যারা তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে বা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে, তারাও ভর্ত্তির পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পেরেছে বলে ভর্ত্তি হবার সুযোগ পেয়েছে। অবশ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নিজে যে পরীক্ষা নেবে তার ফলই বেশী পরিমাণ নির্ভরযোগ্য এবং উপযোগী কেননা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে যারা যোগ্যতা চায়, তা তারা যাচাই করে নিতে পারে। সুতরাং ভর্ত্তি হবার কোন্ পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে, সে সম্বন্ধেও সজাগ রাখা কর্ত্তব্য।

১৪। **মন্তব্য (Remarks)**

সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হলে শিক্ষার্থী তার নিজের মতামত ও সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে মন্তব্য লিখে রাখবে।

এইভাবে তথ্য সংগ্রহ করে রাখতে পারলে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষার বিভাগ ও বৃত্তি নির্ব্বাচন করার কাজ অনেক পরিমাণে সহজ হবে, একথা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় অধ্যায়

ছাত্র সম্পর্কিত জ্ঞান (knowing the pupils)

নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচীকে সার্থকরূপে রূপায়িত করতে গেলে ছাত্রদের আগ্রহ প্রবণতা এবং দক্ষতা সম্পর্কে জানতে হবে। ছাত্রদের আগ্রহ এবং দক্ষতা সম্পর্কে জান্‌তে গেলে প্রথমতঃ চিত্তবিনোদন সঙ্ঘ (Hobby clubs) স্থাপন করবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সঙ্ঘের মাধ্যমেই আমরা তাদের মধ্যে কোন্ ছাত্র কোন্ বিভাগের শিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত তা বুঝতে পারব। আমাদের দেশে অবশ্য এ ধরণের সঙ্ঘ স্থাপিত হয়নি। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশগুলোর প্রায় সর্ব্বত্রই এ ধরণের সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে। নবম শ্রেণীতে উঠলেই ছাত্রকে তার বিভাগ নির্বাচন করে নিতে হবে। সুতরাং তার বহুপূর্ব্ব থেকেই এই কর্ম্মসূচী অনুসরণ করতে হবে।

চিত্ত বিনোদন সঙ্ঘ বা শখের সঙ্ঘ (Hobby club)

উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ আছে। এই বিভাগ অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীভুক্তি করণের জন্যই এই সঙ্ঘ স্থাপন করা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা আগ্রহ ও প্রবণতা নির্ণয়। কেবল বিদ্যালয় নির্ব্বাচনই নয়, সমাজ জীবনেও কোন্ স্থান কোন বিশেষ কাজের পক্ষে উপযোগী তা নির্ণয় করবার জন্যও এই সঙ্ঘের প্রয়োজন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যদি আমরা এই সঙ্ঘ স্থাপন করতে পারি তবে বিষয় নির্বাচন নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এরকম সমস্যা দেখা যাবে না।

আগ্রহ এবং দক্ষতা যদি একপথে না চলে, তবে তার পরিণাম অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমাজ বিরোধের ভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর প্রভাব ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে। তাই অনেক

সময় আমরা দেখতে পাই, ছাত্রছাত্রীরা তাদের কল্পনার জগতেই বাস করছে। মনে মনে তারা তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে একটি কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করে। এর পর তাকে বাস্তব জগতে নামিয়ে আনতে অনেক অসুবিধা হয়।

ছাত্রছাত্রীদের মন কখনও নিষ্ক্রিয় থাকতে চায় না। মন তার খোরাক চাইবেই। তাই তাদের যদি কোনও কাজের মধ্যে রাখা যায়, তবে তারা সেই কাজের মধ্যে দিয়েই তাদের সৃজনী প্রতিভা, তাদের দক্ষতা, প্রভৃতি বৃত্তিগুলোকে কার্য্যকরী করে তুলতে পারবে। বিদ্যালয়ের পড়াশুনার পরও ছেলেদের উদ্বৃত্ত শক্তি থাকে (surplusenergy)। এই উদ্বৃত শক্তিকে যদি গঠনমূলক কাজে লাগান যায় তবে তা থেকে আমরা অনেক উপকার পাব। কিন্তু যদি তাদের এই উদ্বৃত্ত শক্তি কাজে লাগাবার মত কোনও কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণ করতে না পারি, তবে স্বভাবতঃই ছাত্রছাত্রীরা কুপথে পরিচালিত হয়ে সেদিকে তাদের শক্তি নিয়োগ করতে পারে। তখন তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়্বে। তাই বিদ্যালয়ে এই সঙ্ঘ স্থাপন আবশ্যিক কাজ হিসেবে গ্রহণ কর্‌তে হ'বে।

শিক্ষার্থীদের মন কাজ করে চলে। তাদের খেলাধুলার মধ্য দিয়ে যে উদ্বৃত্ত শক্তি প্রকাশ পায়, তাতে দেহ এবং মন দুইয়েরই চালনা ঘটে। তাই তাকে অলস করে রাখলেই তার মনে নানাপ্রকার অশুভ চিন্তার উদয় হ'বে। এই অশুভ চিন্তা থেকে তাকে নিবৃত্ত কর্‌তে হলে অবিলম্বে এই সঙ্ঘ স্থাপন প্রয়োজন। সঙ্ঘের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী নিজেকে নিযুক্ত রাখ্‌তে পারবে। এর কর্ম্মপদ্ধতিও তাহার মনের উপযোগী এবং চিত্তাকর্ষক করে রচিত হয়ে থাকে।

এই সঙ্ঘের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মনে যে কর্ম্মধারার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়, তার মধ্য দিয়ে আবেগগত শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ খেলাধূলার মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য থাকে না আর এইসব কর্ম্মধারার পেছনে থাকে সুপরিকল্পিত কর্ম্মধারা। তাই এতে অধিক সময়ের প্রয়োজন।

আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি যে নবম শ্রেণীতে উন্নীত হ'বার পরই শিক্ষার্থীকে সুচিন্তিতভাবে তার শ্রেণীতে পাঠক্রম এবং শিক্ষার বিভাগ নির্ব্বাচন করে নিতে হ'বে। অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'বার পরই তাকে এই সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে। কিন্তু এই বিষয় নির্বাচন কাজটি সহজ নয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে এর প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

তাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। তাই ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই প্রস্তাবিত সঙ্ঘের কাজ সুরু করার ব্যবস্থা করা হয়। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত এই তিনটি শিক্ষাবর্ষ পর্য্যন্ত এই কার্য্যক্রম প্রসারিত থাকবে। তবে এই তিনটি শ্রেণীর পাঠ শেষ হবার পরও এই কর্ম্মধারা চালান যেতে পারে, তবে সেটা অনেকটা প্রয়োজনের উপর এই ব্যবস্থা নির্ভর করবে। নবম শ্রেণীতে এসে শিক্ষার্থী তার শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন করে নিয়েছে এবং তদনুযায়ী পড়তে সুরু করেছে। অতএব তখন আর নির্বাচনের প্রশ্ন আসে না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিক্ষার্থী বিজ্ঞানে ভর্ত্তি হ'বার পর অসুবিধা বোধ করছে। সে তখনও স্থির করতে পারছে না, কোন্ শাখায় পড়াশুনা চালাতে থাকবে। বলা বাহুল্য দীর্ঘকাল এরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকলে তার পড়াশুনার ক্ষতি হবে এবং একটি বছর নষ্ট হ'বে, তাই যে বিষয় তিন বৎসর ধরে সিদ্ধান্ত করে সে নিয়েছে, সেই বিষয়ের প্রতি যাতে তার চিত্ত স্থির থাকে, এ জন্যই নবম শ্রেণী এবং দশম শ্রেণীতেও সঙ্ঘের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য সুপারিশ করা হয়।

সঙ্ঘের কাজকে বিদ্যালয়ের কার্য্যতালিকা বহির্ভূত কাজ বলে মনে না করে তাকে বিদ্যালয়ের শ্রেণী পঠনের অন্তর্ভুক্ত করলে ছাত্র ছাত্রীরাও এর আবশ্যকতা বুঝতে পারবে এবং এর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করবে। ছুটির পর যদি সঙ্ঘের কাজ করবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে অধিকাংশ ছাত্রই অনুপস্থিত থাকবে এবং তার ফলে মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং বিদ্যালয়ের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে নিলেই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'বে এবং এর কাজ যথাযথভাবে চল্‌বে। বিদ্যালয়ে এই সঙ্ঘগুলো হ'বে বিষয়-ভিত্তিক অর্থাৎ শিক্ষার যে বিভাগগুলো আছে সেই বিভাগ অনুযায়ী স্বতন্ত্র সঙ্ঘ স্থাপন করতে হ'বে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি, যে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মানবতা ও বাণিজ্য শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে, সেখানে সঙ্ঘের তিনটি শাখা থাকবে। অর্থাৎ প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষার জন্য একটি করে শাখা থাকবে। কতকগুলো শাখা স্থাপন করা হ'বে, সে সম্পর্কে নির্দ্দেশ না দিলেও এ কথা বলা যেতে পারে যে বিদ্যালয়ে যে কয়টি বিভাগে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে সঙ্ঘের শাখা অন্ততঃ সেই কয়টি হওয়া আবশ্যক। এক একটি শাখায় অনধিক ৪০ জন ছাত্র বা ছাত্রী নেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেকের নিজ নিজ আগ্রহ প্রবণতা অনুযায়ী কার্য্যক্রম স্থির করে নেবে।

সুতরাং এই সঙ্ঘের কাজ হ'ল এ ধরণের কার্য পদ্ধতি অনুসরণ করা, যা প্রকৃতিগতভাবে উদ্দেশ্যমূলক হবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা চাই পাঠক্রম অনুযায়ী সখের বা খেয়ালের সৃষ্টি করতে। সহ-শিক্ষাসূচীর চেয়ে শিক্ষাসূচীর দিকেই আমাদের দৃষ্টি বেশী থাকবে। সুতরাং যে শিক্ষাসূচী পাঠক্রম বহির্ভূত তাকে আমরা আমাদের কর্ম্মাঙ্গ থেকে অনায়াসেই পরিহার করতে পারি এবং কেবলমাত্র যে সমস্ত কর্ম্মসূচীর সঙ্গে পাঠক্রমের সংযোগ বা সম্পর্ক আছে, আমরা তাই অনুসরণ করব। এ দিক থেকে ছবি তোলা, ডাক টিকিট সংগ্রহ প্রভৃতিকে আমরা সহ-শিক্ষাসূচী অনুযায়ী বলে অভিহিত করতে পারি।

আমরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাধারার বিভাগ অনুযায়ী এই সঙ্ঘ স্থাপন করব এবং বিদ্যালয়ে যে কয়টি বিভাগ আছে। ন্যূনপক্ষে ততগুলি সঙ্ঘ রাখ্‌তেই হবে। সঙ্ঘের সংখ্যা যত বেশী হবে, ততই কাজ করার পক্ষে সুবিধা হবে। এক একটি সঙ্ঘে খুব বেশী ছাত্রছাত্রী থাকলে কাজ তত ভাল হবে না।

ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর ছেলেদের জন্য এই সঙ্ঘের সদস্যপদভুক্তি আবশ্যিক কেননা এর মাধ্যমেই তাদের আগ্রহও দক্ষতার পরিমাপ করা এবং তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাধারা ও কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। নবম শ্রেণীতে এসে ছাত্রছাত্রীরা তাদের আগ্রহ ও দক্ষতা অনুযায়ী বিভাগ নির্ব্বাচন করে নিয়েছে। সুতরাং এখন থেকে তাদের পক্ষে এটা আবশ্যিক হ'বার প্রয়োজন নেই। তবে যদি কোনও ছাত্র বা ছাত্রী ইচ্ছা করে, তবে সে এই সঙ্ঘের সদস্যরূপে কাজ করে যেতে পারে। নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত সঙ্ঘের কাজকে ঐচ্ছিক বলে গ্রহণ করা হ'বে।

সঙ্ঘের সময় এবং স্থান সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয় পরিবেশ এখনও আমাদের দেশে ছেলেদের কাছে আগ্রহজনক হয়ে উঠতে পারেনি। আমরা যে স্কুলগুলো তৈরী করেছি, সেখানে ছাত্র ছাত্রীরা এসে যেন বন্দীজীবন যাপন করে। তার ফলে বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাইরে কোনও কাজ করতে বল্‌লেই তারা মনে করে, এ কাজ তাদের পক্ষে আবশ্যিক নয়—তারা ইচ্ছা কর্‌লে একাজ নাও করতে পারে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের পাঠকক্ষেই সঙ্ঘের কাজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা হ'লে ছাত্রছাত্রীরা এই কাজকে বিদ্যালয়ের কর্ম্মাঙ্গ বলে গ্রহণ করবে এবং উপযুক্ত

গুরুত্ব অর্পণ করবে। বিদ্যালয়ের যে শ্রেণীকক্ষগুলোতে পড়ান হয় সেই কক্ষগুলোকেই সঙ্ঘের কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে নিতে হ'বে।

যে কক্ষে এই সঙ্ঘের কাজ চল্‌বে তার দেওয়ালগুলোকেও ব্যবহার কর্‌তে হ'বে। এই কাজ একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির বলেই এর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রাচীর পুস্তিকা এবং সংবাদ পত্রগুলো সঙ্ঘের কক্ষের দেওয়ালে লাগিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়। যদি দেওয়ালে এ ভাবে সংবাদ-পত্র বা প্রাচীর পত্র লাগিয়ে দেবার স্থবিধে না থাকে তবে এ জন্য কাঠের ফ্রেম তৈরী করে তার উপর সংবাদপত্র ও প্রাচীর পত্র প্রভৃতি লাগিয়ে দিতে হবে।

অনেক সময় এই উদ্দেশ্য সার্থক করে তোলবার জন্য এবং সকলের কাছে বিষয়টির আগ্রহ বাড়িয়ে তোলবার জন্য স্থন্দর স্থন্দর ছবি এঁকে বক্তব্য বিষয়টি উপস্থাপিত করা হয়। এই ছবিগুলোর নাম করণের মধ্যে এমন নাটকীয়তা থাকে যে সর্বাগ্রে ওই ছবির কথাই দর্শক মনে রাখবে এবং এই নাম করণের জন্যই ছবির মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়টির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করবে। এই ছবিগুলোতে প্রায়ই রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয় কৌশলে ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই সঙ্ঘ এবং ব্যাপকভাবে, নির্দ্দেশদান কর্মসূচীর উপযোগিতা কত গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাবার জন্যই ছবির সাহায্য নেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ছবির সাহায্য নিয়ে দেখা গেছে যে সাধারণ মনের উপর ছবির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এবারে প্রশ্ন আসছে সময় নিয়ে। এই সঙ্ঘের অধিবেশন পাক্ষিক হোলেই চলতে পারে। এক একটি অধিবেশন অবশ্য এক সঙ্গে দুই ঘণ্টা ধরে চলা দরকার কেননা তার চেয়ে কম সময় নিলে কাজ ঠিকমত চল্‌তে পারবে না। এখন প্রশ্ন হ'ল এই দুই ঘণ্টা সময় কি করে পাওয়া যাবে। আমরা আগেই বলেছি যে ছুটির পর যদি এই অধিবেশনের আয়োজন করা যায়, তবে ছেলেরা আদৌ উপস্থিত থাকবে না। প্রথমতঃ তারা এ কাজকে কোনও গুরুত্ব দেবে না। দ্বিতীয়তঃ ক্লান্ত দেহ মন নিয়ে গৃহগমনেচ্ছুক ছাত্ররা যদি কাজ করে, তা তাদের মনোযোগ থাক্‌বে না। তাই বিদ্যালয়ের সময় তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পার্‌লেই সঙ্ঘের কাজ সবচেয়ে ভালভাবে চল্‌তে পার্‌বে। বিদ্যালয়ের সময় তালিকায় এমন অনেক বিষয়ের স্থান থাকে, যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেই ধরণের বিষয় থেকে যদি পাক্ষিক দুই ঘণ্টা সময় করে নেওয়া যায়, তবে সব চেয়ে ভাল কাজ হবে বলে

আমরা আশা করতে পারি। তবে সঙ্ঘের কাজকেও বিদ্যালয়ের কার্য্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া প্রয়োজন।

এবার প্রশ্ন আসছে এই সঙ্ঘ পরিচালনা করবার দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত থাক্‌বে এবং কারা এর কাজগুলো সম্পন্ন করবে। এই কাজ করবার জন্য বিদ্যালয় নির্দ্দেশ দান সমিতি (School Guidance Committee) নামে একটি সমিতি গঠন করা কর্ত্তব্য। এই সমিতির উপরেই এ সমস্ত কাজ পরিচালনার ভার থাকবে। এই সমিতি কেবল এই সঙ্ঘের কাজই নয়—বিদ্যালয়ের নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচী কার্য্যকরী করবার জন্যে সর্ব্বপ্রকার কাজ করে চল্‌বে এবং তারাই এর কার্য্যক্রম গ্রহণ করবে ও এই কার্য্যক্রম যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে কি না, সে বিষয় লক্ষ্য রাখবে।

বলা বাহুল্য, এই সমিতিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হয়েছে কেননা বিদ্যালয়ে নির্দ্দেশদান কর্মসূচীর সার্থকতা নির্ভর করছে এই সমিতির উপরে। তাই এই সমিতি কিভাবে গঠন করা হ'বে, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা সাধারণভাবে দেখতে পাই প্রধান শিক্ষকই বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার পরিচালনার জন্য সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের অধিকারী। বিদ্যালয়ে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যা কিছু ঘটুক না কেন, তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সকলকেই তা মেনে চলতে হ'বে।

সঙ্ঘের কাজ চালাতে গেলেও প্রধান শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। তিনি যদি এ কাজের গুরুত্ব বুঝতে না পারেন, তবে তিনি এর জন্য স্থান বা সময় কোনটিই দিতে চাইবেন না। তাই তাঁকে বিত্থালয় নির্দ্দেশক সমিতির পুরোভাগেই রাখা হয়েছে। কিন্তু তিনি এই কর্ম্মসূচী পরিচালনা করলেও ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ দক্ষতা, প্রবণতা নির্ণয় ব্যক্তিত্বের পরিমাপ, বুদ্ধির পরিমাপ প্রভৃতি কার্য্যে সক্ষম নাও হতে পারেন। তাই এমন একজনকে তাঁর নেতৃত্বে এই কাজের ভার দেওয়া দরকার যিনি এ সমস্ত কাজ জানেন এবং যথাযথভাবে এ কাজ পরিচালনা করতে পারবেন। বলা বাহুল্য বৃত্তি শিক্ষক (Career master)-ই এ কাজের একমাত্র যোগ্য শিক্ষক। তাই বিত্থালয়ের নির্দ্দেশক সমিতি (School Guidance Committee)-এর সভাপতিরূপে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে রেখে তাঁর অধীনে বৃত্তি শিক্ষককে সম্পাদকরূপে রাখলে কাজ ভাল হ'বে।

এবারে আমরা আলোচনা করব সঙ্ঘের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে। প্রধান শিক্ষক এবং বৃত্তি শিক্ষক এই দুইজনকেই প্রধাণতঃ সঙ্ঘের কার্য্য পরিচালনার দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের মধ্যেই এই কার্য্য করতে হ'বে বলে অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতা ছাড়া চল্‌তে পারে না। তাই বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদেরও সদস্যরূপে সঙ্ঘের কাজ করবার জন্য রাখ্‌তে হ'বে। সর্ব্বাত্মক বিবরণ (Cumulative Record Card) লিপিবদ্ধ করবার সময় অন্যান্য শিক্ষকদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া বৃত্তি শিক্ষকের পক্ষে একক কাজ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই তাঁদেরও এই সমিতির মধ্যে নিতে হ'বে। তারপর আসছে অভিভাবকদের প্রসঙ্গ। আমাদের মনে রাখতে হবে, অভিভাবকদের সহযোগিতা ছাড়া নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচী আদৌ কার্য্যকরী হ'তে পারে না। অভিভাবকদের তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের ভর্ত্তি করাবার পক্ষে এবং বিষয় নির্ব্বাচনের পক্ষে একটি বলিষ্ঠ মত আছে। তাঁরা এই ধারণা নিয়ে বলে থাকেন যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের কি পড়াবেন, তা স্থির করার ব্যাপারে তাঁদের মতই চূড়ান্ত হ'বে। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের কোনও ভূমিকা এক্ষেত্রে ছিল না বলেই অভিভাবকদের মনে এ ধরণের সংস্কার জন্মেছে। যদি আমরা তাঁদের একথা বুঝিয়ে দিতে পারি যে তাঁদের এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের কল্যাণের জন্যই আমরা তাদের শিক্ষার বিভাগ এবং বৃত্তি সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিচ্ছি, তবে তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের উপর নির্ভর করবেন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকের নির্ব্বাচনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের নির্ব্বাচন এক হ'ল না বলে বিরূপ মন্তব্য এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'তে পারে। কিন্তু তবুও এই কার্য্যক্রম চালিয়ে যেতে পারলে আমরা যে অভিভাবকদের আমাদের মতানুবর্ত্তী করে নিতে পারব এ কথা বলাই বাহুল্য। তাই অভিভাবকদের মধ্যে থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি নির্দ্দেশক সমিতিতে রাখতে হবে। বর্ত্তমান অবস্থায় বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতিতে অভিভাবক প্রতিনিধিরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রস্তাবিত সমিতিতেও তাঁদের সেই ভূমিকাই থাকবে। সমিতির অধিবেশনে শিক্ষকও অভিভাবকদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে সব সমস্যা আলোচিত হ'বে বলে ভুল বুঝাবুঝির সভাবনা কমে যাবে। অভিভাবকেরাও তাঁদের সমস্যা এবং অসুবিধার কথা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করবেন এবং শিক্ষক প্রতিনিধিরা, বিশেষতঃ বৃত্তি শিক্ষক তাঁদের কাছে সমস্ত বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবায় চেষ্টা করবেন। ধৈর্য্য সহকারে বৃত্তি শিক্ষককে সমস্ত বিষয়টি মনোযোগের সঙ্গে শুনতে

হ'বে এবং তার উত্তর দিতে হবে। তার উপরে অনেক বড় দায়িত্বভার অর্পিত আছে। সে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েই তিনি অভিভাবক প্রতি-নিধিদের বিরূপ সমালোচনার উত্তর দেবেন এবং যুক্তির সাহায্যে অভিভাবক প্রতিনিধিদের এ কথা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন যে যদি তাঁরা বিষয় নির্ব্বাচন ব্যাপারে শিক্ষকদের উপর সমস্ত ভার ছেড়ে না দেন, তবে ছেলে ভবিষ্যৎ জীবনে কেবল ব্যর্থতার সম্মুখীন হবে। এ সম্পর্কে দুই একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করে বৃত্তি শিক্ষক দেখাবেন যে আপন ইচ্ছা বলে কোন ছাত্র তাঁর মত উপেক্ষা করে ভিন্নতর বিভাগে শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে ছাত্রজীবনে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং যদি সে তাঁর নির্দ্দেশ অনুযায়ী চল্‌ত তা হ'লে সার্থকতার আনন্দে তার মন ভরে উঠত এবং জীবনে সে কৃতিত্বের অধিকারী হ'তে পারত।

বৃত্তি শিক্ষক এই সমিতির সম্পাদকরূপে কাজ করবেন। তিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের কাজ করবেন কেননা এই বিষয় সম্পর্কে তিনি বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত। বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদকরূপে তিনি অন্যান্য সদস্যের কাজে সমিতির কার্য্য পদ্ধতির একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করবেন। পরিকল্পনাটি মূলতঃ ব্যাপক হলেও বা কার্য্যে রূপায়িত করবার জন্য অনেকের সাহায্য প্রয়োজন। তাই সমিতির অধিবেশনেই বৃত্তি শিক্ষক সকলের মধ্যে পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্বভার বণ্টন করে দেবেন।

বৎসরে সমিতির অন্ততঃ তিনটি অধিবেশন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারণ সম্পর্কে আমরা পরীক্ষার পরবর্ত্তী সময়ের কথা আলোচনা করতে পারি। সাধারণতঃ দেখা যায় বিদ্যালয়ে তিনটি পরীক্ষার পর ছুটি হয়। পরীক্ষার পর যদি ছুটির সময় (গ্রীষ্মের ছুটি, পূজার ছুটি ও বড় দিনের ছুটি) অধিবেশন করা যায়, তা হ,লে ছেলেরা পরীক্ষায় কৃতিত্বের কি রকম পরিচয় দিয়েছে, সে সম্পর্কেও আলোচনা করা যেতে পারবে। যদি দেখা যায় যে কোনও ছেলেকে নিয়ে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তবে সে সম্পর্কেও আলোচনা করা যেতে পারে।

সঙ্ঘের কার্য্যধারা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হ'তে পারে। তবে নিম্নলিখিত কর্ম্মসূচী অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

(ক) সংগ্রহ পুস্তক (scrap book) গবেষণাগারে ব্যবহৃত খাতার মত এক একদিকে লাইনটানা খাতা থাকবে। এর মধ্যে লেখা এবং ছবি

সংগ্রহ করা থাকবে। মানবতা, বিজ্ঞান বাণিজ্য, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের সভ্যের জন্য স্বতন্ত্র পুস্তক থাকাই প্রয়োজন। বৃত্তি শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ের সংগ্রহ পুস্তকের সংগ্রহ সম্পর্কে নির্দ্দেশ দান করবেন। বিদ্যালয় থেকেই বই এবং ছবি সংগ্রহ করা হবে। সংবাদপত্র প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(খ) প্রশ্ন-বাক্সের কার্য্যক্রম (Question Box Activities)

সঙ্ঘে কাঠের একটি বাক্স থাকবে। ছাত্রছাত্রীরা তার মধ্যে নানারকম প্রশ্ন লিখে ফেলে দেবে। ছাত্রদের মধ্যে কাউকে তার উত্তর দিতে বলা হ'বে, সে না পারলে বৃত্তি শিক্ষক সাহায্য করবেন। ৫দিন ধরে প্রশ্ন দেওয়া হ'বে এবং ৩দিনে তার উত্তর দেওয়া হবে।

(গ) পাঠক্রম (Reading Activity)

সঙ্ঘের প্রত্যেক সদস্যকেই পড়তে হ'বে। পড়া বলতে কেবল পাঠ্য পুস্তকই নয়—পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অনেক বিষয় তাকে পড়তে হ'বে। সঙ্ঘের গ্রন্থাগার থেকে খবরের কাগজ, সাময়িক পত্র তাদের দেওয়া হবে। তা ছাড়া গ্রন্থাগার থেকে বই নেবার জন্য তাদের পত্র (card) দেওয়া হবে। গ্রন্থাগারের বই নেবার জন্য একটি পুস্তিকা (Register) রাখতে হবে। যাতে সাধারণ গ্রন্থাগারের মতই কাজ চলবে।

(ঘ) চলতি কার্য্য পরিকল্পনা (Running projects)

সঙ্ঘের কার্য্যক্রমে নাটকাভিনয় পরিমাপ প্রভৃতির স্থান থাকবে। এই ধরণের কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা অনেক কিছু শিক্ষা করতে পারবে এবং ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

(ঙ) বার্ষিক দিবস (Sessions day)

সর্বশেষে বার্ষিক দিবস উদযাপনে ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরা সব কিছু কাজ করবে। এই দিন সমস্ত ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তরেরও ব্যবস্থা করতে হ'বে।

ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিত্ব বল্‌তে কি বোঝায়, তা এক কথায় বলা কঠিন কারণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা সর্ব্বাত্মকতা আছে। অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করবার জন্ম যে যে গুণ আবশ্যক তার সবগুলোকে একত্রে ব্যক্তিত্ব বলে অভিহিত করা যেতে পারে, কিন্তু এই প্রভাবশীলতা ও ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ গুণ মাত্র।

চরিত্র অথবা মেজাজকেও তেমনি ব্যক্তিত্ব বলে মনে করা ভুল। কোন চরিত্রের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। চরিত্র থেকে ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। Alport-এর কথায় আমরা বলতে পারি, ব্যক্তির গুণাবলীর গতিশীলতা ব্যক্তিত্ব বলা হয় ব্যক্তিত্বের গুণগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।' তাই একটির পরিবর্ত্তনের ফলে অপরটিরও পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। ব্যক্তিত্ব বল্‌তে কিন্তু এই গুণগুলো বোঝাবে না।

আমরা আমাদের পাশে এমন অনেককে দেখতে পাই। যাদের উপস্থিতি অন্য সকলকে অভিভূত করে তোলে। তাকে দেখে সকলেই তার প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে আর সে যা বলে, তার প্রতিবাদ করতে সাহসী হয় না। যখন কোন বিশেষ কারণে নিরপেক্ষভাবে কোনও ব্যক্তি অপর সকলকে এ ভাবে অভিভূত করে তুলতে পারে, তখন তাকে আমরা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে অভিহিত করে থাকি। এই ব্যক্তির মধ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী থাকতে পারে, এই গুণগুলোকে আমরা বৈশিষ্ট্য characteristic of personality বলে অভিহিত করতে পারি। ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু পারস্পরিক সঙ্গতিপূর্ণ।

ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন

ব্যক্তিত্ব কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা আলোচনা করেছি যে এই ব্যাপকতার জন্যই ব্যক্তিত্ব কথাটিকে সহজ জ্ঞান করা অথবা এক কথায় বুঝিয়ে দেওয়া অসম্ভব। যে গুণগুলোর সাহায্যে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে সেগুলোকে ব্যক্তিত্বের নির্ণায়ক বলে অভিহিত করা চলে না কেননা এগুলোও নিয়ত পরিবর্তনশীল। ব্যক্তিত্ব অনেক পরিমাণে বিমূর্ত বলেই ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। ব্যক্তিত্বের প্রকাশও উপলব্ধির সামগ্রী। তাই তার পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিত্বের ধারণা ছাড়া আমরা কোনও শিক্ষার্থীর কাছে আসতে পারি না। তাই ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের প্রশ্নটি এত গুরুত্বপূর্ণ।

মানব চরিত্র সম্পর্কে সহস্র সহস্র কথা বলে অথবা তার উপর শত শত গুণের আরোপ করেও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া কঠিন। এই প্রশ্নের জন্য আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটা ভেবে দেখতে হ'বে এবং ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে এই ব্যবহারিক প্রয়োজন ও প্রয়োগকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

সামগ্রিক ভাবে ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন প্রয়োজন হলেও আমরা যখন শিক্ষার্থীর শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত তখন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব তার শিক্ষা কর্মকে কতটা প্রভাবান্বিত করছে, কেবল সেই বিষয়টুকু আমরা ভেবে দেখব এবং সেই অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে অগ্রসর হব। যে ছাত্রকে আমরা যে বিভাগের শিক্ষার জন্য নির্বাচন করেছি, সেই বিষয় শিক্ষার জন্য যে গুণগুলো দরকার তার মধ্যে সেগুলো কত পরিমাণে আছে, তাই আমাদের বিচার্য্য। বিদ্যালয়ের কাজে সার্থকতা অর্জ্জন করবার জন্য ছাত্রের পক্ষে ব্যক্তিত্বের যে বিশেষ গুণগুলি থাকা প্রয়োজন, তার সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান চলেছে। মনোবিজ্ঞানীরা নিম্নলিখিত গুণগুলোর উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন :—

(১) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা (firmness or persistence) (২) আলস্য (Laziness) (৩) একাগ্রতা (concentration) (৪) কর্ত্তব্যবোধ (Dutifulness) (৫) পরিচ্ছন্নতা (Tidiness) (৬) মৌলিকতা (Originality) (৭) জিজ্ঞাসা (Desire to know) (৮) উন্নতির ইচ্ছা (Desire to excel) (৯) অন্যমনস্কতা (Carelessness) (১০) আনন্দপ্রিয়তা (cheerfulness) (১১) আত্মবিশ্বাস (Self-confidence) (১২) ভীরুতা (Timidity) (১৩) অহঙ্কার প্রিয়তা (Boastfulness) (১৪) সময়নিষ্ঠা (Punctuality) (১৫) নেতৃত্ব (leadership) (১৬) আক্রমণশীলতা (aggressiveness) (১৭) আবেগগত স্থায়িত্ব (Emotional stability) (১৮) স্বার্থপরতা (selfishness) (১৯) সামাজিকতা (Sociality) (২০) পরনির্ভরতা (Dependence).

ব্যক্তিত্বের পরিমাপের ক্ষেত্রে আমাদের কতকগুলো বিষয়ের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাধারণভাবে কোন ছাত্রছাত্রীকে দেখে তাদের সম্পর্কে আমরা কোনও ধারণা করে নিলে সে ধারণা প্রায়ই ভুল হবে। একজনের কোনও একটি বিশেষ কাজ দেখে যদি আমরা এই সিদ্ধান্ত করে নিই যে লোকটি সৎ, তবে সে বিচার নির্ভুল হতে পারে না কেননা ঘটনানির্ভর কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না।

ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা নিজেদের চিন্তা ও ধারণা শক্তির বাইরে যেতে পারি না। ভাল এবং মন্দ সম্পর্কে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী আমাদের মনে যে ধারণা সংস্কারের মত বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে, তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সহজ নয়। কোন ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি যদি কোন

ধর্মে অবিশ্বাসীর ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করতে যান তবে তিনি তার ধর্মে অবিশ্বাসের জন্য এমন বিরূপতা প্রদর্শন করবেন যে তার কোন গুণই তাঁর চোখে পড়বে না। আমরা নিজেদের মতকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিই।

এ ছাড়া আমাদের চিত্ত অত্যন্ত দুর্বল। তাই যদি আমরা আমাদের প্রিয় কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করতে যাই, তবে দেখতে পাব তার ভাল দিকটাই আমাদের চোখে পড়ছে। যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে, তার সম্পর্কে আমরা যে অনুকূল মনোভাব প্রদর্শন করব, এবং তার বিচারে পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দেব, এটা খুবই স্বাভাবিক। তেমনি যে ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের বিরোধ তার বিচার করতে গিয়ে আমরা বিরূপ মনোভাবের পরিচয় দেব কিন্তু পরীক্ষক নিরপেক্ষ না হলে সুবিচারের আশা করা যেতে পারে না।

ব্যক্তিত্ব বিচারের সময় আমরা গুণগুলোর একটির সঙ্গে অপরটি এমনভাবে সম্পর্কিত করে দেখি যে একটির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই অন্য গুণটির আরোপ করে থাকে। সততার সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক অল্প। ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকলেও লোকে সৎ হতে পারে। কিন্তু আমরা যখনই কারও ধর্ম্মবিশ্বাস দেখি তখনই তার মধ্যে সততার আরোপ করে থাকি। অথচ প্রকৃত পক্ষে হয়ত দেখা যাবে যে ধর্মে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও লোকটি অসৎ।

আবার এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সম্পৃকিত। কোনও বিশেষ অবস্থায় একজনের মধ্যে যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে, অবস্থা-ন্তরের ফলে হয়ত দেখা যাবে যে তার বিপরীত গুণই দেখা যাচ্ছে। যে ছেলেটি বাংলা পড়বার সময় অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়া শুনতে থাকে, সেই হয়ত ভূগোল পড়াবার সময় সবচেয়ে অমনোযোগী ছাত্ররূপে দেখা দিতে পারে। তাই বাংলা পড়াবার সময় তার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছিল, তার উপর স্থায়িত্ব অর্পণ করলে ভুল হবে।

মূল্যায়নের পদ্ধতি (Methods of Evalution)

ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের অসুবিধা সম্পর্কে আমরা সমালোচনা করেছি। এই অসুবিধা দূর করে আমাদের যথাসম্ভব নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তবুও আমাদের চেষ্টা করতে হবে, যাতে নির্ভুল উত্তরের কাছাকাছি পৌছাতে পারি।

প্রথমে যখন কোনও শ্রেণীর ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা করতে হ'বে, তখন সেই শ্রেণীর ছাত্রদের (আনুমানিক ৫০ জন) নিয়ে বসতে হ'বে। ব্যক্তিত্বকে সামগ্রিকভাবে পরিমাপ করবার কোনও উপায় নেই। তাই ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়েই পরীক্ষা করতে হ'বে। এক একটি পরিমাপক পত্রে (Rating sheet) এক এক প্রকার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থাকবে। আমরা প্রথমে যদি ছেলেদের ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করে নিই, তবে পরিমাপ পদ্ধতির সুবিধা হ'বে। এক একটি পরিমাপক পত্র মাত্র একটি গুণ, বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে ব্যবহৃত হ'বে। পরিমাপ পদ্ধতি যথাসম্ভব শুদ্ধ করবার জন্য আমরা প্রত্যেকটি পরিমাপক পত্রের উপরে সেই গুণের অস্তিত্বের পরিমাণ নির্ণায়ক ঘর রাখব। এটা সেই গুণের অভাবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য অর্থাৎ অভাব থাকলেও কতটা অভাব আছে, তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ এইভাবে ৫টি বা ৩টি ঘরের সাজানো হয় (১) অতিরিক্ত পরিমাণে বিদ্যমান (Extra-ordinary possession) ( ) বর্ত্তমান (Definite possession) (৩) মাঝারি (Average) (৪) আংশিক অভাব (Partly lacking) এবং (৫) সম্পূর্ণ অভাব (Absolutely lacking) এই ঘরটিকে নিম্নলিখিতভাবে সাজান যেতে পারে :—

১	২	৩	৪	৫
অতিরিক্ত পরিমাণে বিদ্যমান (Extra-ordinary possession)	বিদ্যমান Debinite (Possession)	মাঝারি (Average)	আংশিক অভাব (Partly lacking)	সম্পূর্ণ অভাব (Absolutely lacking)

এবার ৫০জন ছাত্রের মধ্যে দেখা যাবে প্রথম ঘর ও শেষ ঘরে সর্ব্বাপেক্ষা কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর নাম বসছে এবং মধ্যবর্ত্তী ঘরে (মাঝারি) সব চেয়ে বেশী সংখ্যক ছেলের নাম বসছে। কাজের সুবিধার জন্য আমরা প্রথমে শতকরা হার দিয়ে ঘরগুলো পূর্ণ করতে পারি অথবা সংখ্যা দ্বারাও পূর্ণ করতে পারি অর্থাৎ আমরা নিম্নলিখিতভাবে ঘরগুলো সাজাতে পারি :—

(মোট ৫০ জন ছাত্রের পরীক্ষা)

১	২	৩	৪	৫
৪% বা ২ জন	২৩% বা ১১ জন	৪৬% ২৩ জন	২৩% ১২ জন	৪% ২ জন

এভাবে সাজাবার ফলে আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি যে মধ্যের ঘরটিতেই অধিকাংশ ছেলেমেয়ে ভিড় করেছে। এভাবে ছেলেমেয়েদের শতকরা হার ও সংখ্যা বের করে নেবার পর আমরা এদের সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে একটা ধারণা করে নিতে পারি। যদি সাধারণ ছেলেদের মধ্য থেকে আমরা পরীক্ষা গ্রহণ করি, তবে যে কোনও পরীক্ষাতেই এই একই ধরণের ফল পাওয়া যাবে। তবে যদি কোনও অসাধারণ ছেলেদের পরীক্ষা নেওয়া যায়, তবে এর উল্টো ফল পাওয়া যাবে অর্থাৎ প্রথমের বা শেষের সারিতেই সর্ব্বাধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে পাওয়া যাবে এবং মাঝে কম ছাত্রছাত্রীকে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই পরীক্ষাতে আমরা একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের পরীক্ষা নিলেও সমগ্র শ্রেণীর পরীক্ষা নিয়েছি। এবার আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা ছেলেদের নাম এবং ক্রমিক সংখ্যাগুলোও ঘর অনুযায়ী সাজিয়ে যাব।

আমরা ব্যক্তিত্বের ২০টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছি। মনে করি এর মধ্য থেকে আমরা কর্ত্তব্যবোধ (Dutifulness) এই বৈশিষ্ট্যটির পরীক্ষা নেব। এ ক্ষেত্রে প্রথম ঘরে অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিমাণে বিদ্যমান, দুজনের আছে। এই দুইজনের ক্রমিক সংখ্যা এবং নাম আমরা লিখে রাখতে পারি। এইভাবে পরবর্ত্তী ঘরে (বিদ্যমান) ১১ জনের নাম আছে। আমরা এই ঘরেও তাদের ক্রমিক সংখ্যা এবং নাম সাজিয়ে নিতে পারি। এইভাবে যে যে গুণগুলোর পরীক্ষা নেব, সেগুলো যদি সাজিয়ে নিই, তবে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সহজ হ'বে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কাজের সুবিধার জন্য এবং নির্ভুল হ'বার জন্য আমরা প্রথমে তিনটি সারিতে (Three-point scale) সাজাতে পারি। (ক) যাদের বেশী আছে (Extra ordinary possession) (খ) যারা মাঝারি (Average) এবং (৩) যাদের আদৌ নেই (Absolutely lacking) এর পর আমরা

প্রথম ঘর এবং শেষ ঘরকে আবার দুটি উপরিভাবে (২ ও ৪) ভাগ করে নিতে পারি।

কিন্তু এই বিচারেও আমাদের ব্যক্তিগত রুচিও ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে নিরপেক্ষ থাকতে হ'বে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে যে ছাত্র একটি গুণের দিক থেকে ১ নম্বর ঘরে স্থান পাবার যোগ্য, সে অপর গুণের বিচারে ৪ নম্বর ঘরে বসবে। কিন্তু এখানে যদি আমরা একটি গুণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ি তবে সুবিচার করতে পারব না।

বিভিন্ন পরীক্ষা

ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা করে এই পদ্ধতিতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা হয়। আমরা কয়েকটি পরীক্ষার কথা আলোচনা করলাম।

(ক) প্রশ্নোত্তর (Questionaires) :—

ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা থেকেও আমরা নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। আচরণ ধারা সম্পর্কেই সাধারণতঃ এ ধরণের প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রশ্নোত্তরের মূল্য সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। সাধারণতঃ আচরণ ধারার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্বকে প্রভাবান্বিত করে, সেই সমস্ত আচরণ সম্পর্কেই সাধারণতঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে। স্নায়বিক, দুর্ব্বলতা ব্যক্তিত্বকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে বলে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তার এ সমস্ত লক্ষণ পায় কিনা। স্বপ্নভীতি, শয্যামূত্র, আঙ্গুল চোষা, প্রভৃতি লক্ষণ ছেলের মধ্যে আছে কি না জিজ্ঞাসা করে দেখা হয় এবং এগুলো চিহ্নিত করে রাখা হয়। এ ভাবে প্রশ্ন করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

(খ) আগ্রহ (Iterest) :—

ব্যক্তিত্বের নির্ণায়করূপে আগ্রহের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাই আগ্রহের পরীক্ষা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রেও প্রশ্নোত্তরের অবতারণা সম্পর্কযুক্ততার প্রশ্ন করে এই সব বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ সম্পর্কে জেনে নেওয়া হয়। অনেক সময় কোনও কাজ অথবা সক্রিয়

ভূমিকা সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হয়। অনেক বিদ্যালয়ে সাহিত্য সভা, সাময়িক পত্র, বিতর্কসভা, আলোচনা চক্র প্রভৃতি আছে। ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করা হয়, এই সব বিষয়ে তাদের আগ্রহ আছে কি না। উত্তর যা পাওয়া যায় তাকে তিনটি কোঠায় (Three point scale) সাজান হয়। যদি প্রশ্ন করা হয়, "তুমি বিতর্কসভা ভালবাস কি না?" তার উত্তরে ছেলেরা 'হ্যাঁ', বা 'না' এই উত্তর দেবে অথবা বল্‌তে পারে যে মোটামুটি-ভাবে পছন্দ করে, এইভাবে প্রশ্ন করে উত্তর সাজিয়ে নিলে তা থেকে ছেলেদের বিষয় সম্পর্কিত আগ্রহ এবং প্রবণতা সম্পর্কেও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে।

এ ছাড়া ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের কোনও বিশেষ গুণের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কেও অনুরূপ প্রশ্ন করা হয়। কোনও বিশেষ অবস্থার উল্লেখ করে সেই বিশেষ অবস্থায় কোনও বিশেষ গুণ বা মনোভাব তার মধ্যে প্রকাশ পায় কিনা, সে বিষয়েও প্রশ্ন করে দেখা হয়। অনেক সময় কোনও বিশেষ আচরণ বা বিশেষ অবস্থায় কোনও বিশেষ আচরণ সম্পর্কে আগ্রহ নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। এ ক্ষেত্রেও উত্তরকে তিনটি ধাপে ভাগ করে নিয়ে দেখা হয়ে থাকে।

(গ) প্রবণতা (Attitude) :—

প্রবণতার পরিমাপের মধ্য দিয়েও আমরা ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করতে পারি। প্রবণতা বা মনোভাব কি রকম, ছাত্রদের তা জিজ্ঞাসা করলে আমরা প্রত্যক্ষভাবে তাদের কাছ থেকেও সোজাসুজি উত্তর পাই এবং এ উত্তর নির্ভুল হ'বে বলেই আমরা আশা করতে পারি। এই মনোভাব ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে অথবা বিশেষ ধরণের লোক সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

বিশেষ বৃত্তির প্রতি ছাত্রছাত্রীর আগ্রহ এবং বিরাগ সম্পর্কেও আমরা অনুরূপ প্রশ্নের অবতারণা করতে পারি। তারা কে কোন্ বৃত্তি পছন্দ করে এবং অপছন্দ করে, এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে সে সম্বন্ধেও জানা যেতে পারে।

ছেলেদের যদি প্রশ্ন করা যায়, 'তুমি ডাক্তার হতে চাও কি না'? তা হলে তারা যে উত্তর দেবে সেই উত্তর থেকেই তাদের মনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা ধারণা করে নিতে পারি। কোন্ বৃত্তি তারা পছন্দ করে বা

ভালবাসে তাও আমরা জানতে পারি। এ ক্ষেত্রেও উত্তরকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। তারা বল্‌বে 'আমি জীবনে ডাক্তার হ'তেই চাই,' অথবা 'আমি আদৌ ডাক্তার হতে চাই না'। এ ছাড়া তারা বলতে পারে, 'উপার্জ্জন ভাল হলে আমার ডাক্তার হতে আপত্তি নেই'। এখানে এই তিনটি উত্তরই নেওয়া হবে এবং ছেলেদের বলে দেওয়া হবে, এই তিনটি উত্তরের মধ্যে তাদের পক্ষে যেটি প্রযোজ্য, তারা সেই উত্তর দেবে। এইভাবে অন্যান্য বৃত্তি সম্পর্কেও আমরা অনুরূপ প্রশ্ন করতে পারি। যে বৃত্তি সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হোক্ না কেন, উত্তরের ক্ষেত্রে আমরা কেবল এই তিনটি উত্তরকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করব এবং এর বাইরে কোনও উত্তর দিতে দেব না।

এই ভাবে প্রত্যেকের ইচ্ছা অনিচ্ছা চিহ্নিত করে নিলে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবণতা বা মনোভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারব। বাল্য বয়স থেকেই অনেক ছেলে জীবনে একটি বিশেষ বৃত্তি নেবার জন্য হয়ত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আসছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলে সে সম্পর্কে জানতে পারব এবং তার যদি সেই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ অতি প্রবল হয়, তবে তার সঙ্কল্প পূরণের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারবো। ছেলেদের মুখ থেকে প্রত্যক্ষভাবে উত্তর পারছি বলে একদিক থেকে আমরা যেমন নিভু্‌ল উত্তরের আশা করতে পারি তেমনি আবার তাদের উত্তর শুনে সুচিন্তিত নাও হ'তে পারি। শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা হয়ত মৌখিকভাবে কোনও মহৎ বৃত্তির কথা উল্লেখ করতে পারে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হয়ত তার প্রতি কোনও আগ্রহই তার নেই। যে ছেলেটি বলল যে সে জীবনে ডাক্তার হ'তে চায়, জীবনে ডাক্তার হওয়া সম্পর্কে সে হয়ত আদৌ কোন চিন্তা করেই দেখেনি। এ ক্ষেত্রে তার উত্তরের উপরে নির্ভর করা মূঢ়তার পরিচায়ক হবে।

(ঘ) সম্পর্কযুক্ততা পরীক্ষা (Association test) :—

অনেক সময় ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের জন্য শব্দ ও লোক পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে পরীক্ষা করা হয়। অনেকগুলো শব্দ একত্রিত করে এক জাতীয় শব্দগুলো বল্‌তে বলা হয়। আবার একটি শব্দ বলে অনুরূপ কতকগুলো শব্দ বলতে বলা হয়। ছাত্র বা ছাত্রী মন থেকে অনুরূপ শব্দ বলতে থাকবে। এর দ্বারাও ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করা হয়।

(ঙ) অবস্থানগত পরীক্ষা (Situational Test) :—

কৃত্রিম অবস্থার সৃষ্টি করে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্বের পরীক্ষায় বিশেষ

ফল পাওয়া গেছে। এতে তাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দ্রুত কাজ করবার ক্ষমতা বিচার ও বিবেচনা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। দলের নেতৃত্ব কর্‌বার যোগ্যতা কার আছে এই পরীক্ষা থেকে তারও পরিচয় পাওয়া যায়। ২।৩টি ছোট ঘর তৈরী করে তাতে আগুন লাগিয়ে ১০টি ছেলেকে আগুন নেভাবার কথা বলা হল। ছেলেরা এ কাজ কর্‌তে গিয়ে তাদের নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী চল্‌বে। এর মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

সর্ব্বাত্মক বিবরণপত্র (Cumulative Record Card)

ছাত্রের উন্নতি অবনতির পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা বুদ্ধি, প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি পরিমাপের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু এ ছাড়াও আরও কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ছাত্রের উন্নিতি অবনতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের সেই তথ্যগুলো সংগ্রহ করা আবশ্যক। ছাত্রের আগ্রহ, শিক্ষাগত উন্নতি, পারিবারিক অবস্থা প্রভৃতিও এ প্রসঙ্গে বিবেচনা বিষয়। আমরা যদি নিয়মিতভাবে সর্বাত্মক বিবরণপত্র (Cumulative Record Card) সংরক্ষণ করি, তবে এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বিবরণ সংগ্রহ করতে পারবো। ছাত্র সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা যে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করতে পারব, তা এই বিবরণ পত্রে সংরক্ষণ করতে হ'বে।

ছাত্রের উন্নতির বিবরণ (Progess Report) এবং সর্ব্বাত্মক বিবরণ (Cumulative Record) কে এক করে দেখলে চল্‌বে না। দুটোরই উপযোগিতা আছে। উন্নতির বিবরণের মাধ্যমে আমরা ছাত্রের উন্নতি অবনতি সম্পর্কে অভিভাবককে জানাতে পারি কিন্তু সর্ব্বাত্মক বিবরণ পত্রের মাধ্যমে আমরা ছাত্রকে তার উপযোগী পথে চালিত কর্‌তে পারি এবং তার বৃত্তি সম্পর্কে নির্দ্দেশ দান কর্‌তে পারি। এই সর্ব্বাত্মক বিবরণকে গোপন দলীলরূপে বিবেচনা কর্‌তে হ'বে। কোনও কারণেই এই বিবরণ ছাত্র অথবা অভিভাবকে দেওয়া চল্‌বে না, তবে এই বিবরণের প্রয়োজনীয় অংশ অভিভাবককে দেখান যেতে পারে। ছাত্রদের শিক্ষাকে সার্থক করে তোলবার জন্য এই বিবরণ হ'বে ব্যাপক। এতে ছাত্রের শারীরিক মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও আত্মিক বিকাশের ধারার উল্লেখ থাকবে। তা ছাড়া ছাত্রের বিদ্যালয় জীবন অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার পর থেকে তার বিদ্যালয় ত্যাগ করা পর্যন্ত সমস্ত সময়ের বিবরণ এতে থাকবে। এই বিবরণ রাখবার সুবিধার জন্য ছাত্রের বিদ্যালয় জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করে তিনটি স্বতন্ত্র বিবরণ রাখবার ব্যবস্থা করাই

কর্ত্তব্য। এই তিনটি বিভাগ হ'ল, প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়। অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রেই পরিবর্ত্তী বিদ্যালয়ে আসবার সময় পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যালয় সমস্ত বিবরণই পরিবর্ত্তী বিদ্যালয় বিবরণ পত্রে তুলে নেওয়া হ'বে। প্রত্যেক বিষয় বিবরণ উল্লেখ করবার সময় লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলে আমরা একটা ব্যাপক চিত্র পাব।

যদিও বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনার ক্ষেত্রেই এই বিবরণের গুরুত্ব সর্ব্বাধিক তবুও এর সাহায্যেই ছাত্রের উচ্চতর শিক্ষা সম্পর্কে নির্দ্দেশ দান করা যেতে পারে। বর্ত্তমানে অবশ্য পরীক্ষামূলক ভাবে এই বিবরণী সংরক্ষণ করা হচ্ছে, তবুও কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে অদূর ভবিষ্যতেই এই সর্ব্বাত্মক বিবরণ সংগ্রহ এবং এই বিবরণ পত্র সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হ'বে। চাকুরির ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির সঙ্গে এই বিবরণ পত্রকে সমান মূল্য দান করা হ'বে। ছাত্রের বুদ্ধিগত উন্নতির ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলকে খুব নির্ভর-যোগ্য বলে মনে করা চলে না। অমাদের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে অদূর ভবিষ্যতে বাইরের পরীক্ষার সময় পরীক্ষকেরা এই বিবরণ-পত্রকে সমধিক গুরুত্ব দান করবেন।

এই বিবরণপত্রের সাতটি বিভাগ আছে। এই বিভাগগুলো হ'ল :—
(ক) মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশ (Mental growth and development.)
(খ) স্বাস্থ্য (Health) (গ) জ্ঞানগত উন্নতি (Scholastic Achievement)
(ঘ) ব্যক্তিত্বের পরিচয় (Personality traits) (ঙ) আগ্রহ (Interests)
(চ) সহকর্মসূচীর অন্তর্গত কার্য্যাবলী (Co-curricular Activities)
(ছ) গৃহ বিবরণ (Home Information).

দেশের সাম্প্রতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিবরণপত্র সংরক্ষণ অতি কঠিন কেননা আমাদের উপযুক্ত ভাবে পরীক্ষিত বুদ্ধি ও প্রবণতা পরীক্ষা পদ্ধতি নেই। তাই এ বিষয়ে যে বিবরণ রক্ষা করা হ'বে, তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করবার কোনও যৌক্তিক কারণ নেই। তা ছাড়া আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই চিকিৎসক কর্ম্মচারী নেই। সুতরাং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিবরণ সংগ্রহ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। গৃহবিবরণও সকল ক্ষেত্রেই সত্য ও নির্ভরযোগ্য হ'বে বলে মনে করবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই।

একটি বিবরণ পত্রে বৎসরে কতটি অথবা কতবার লেখা হ'বে এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব যে বৎসরে দু'বারের বেশী কৃতিত্বের উল্লেখ অনাবশ্যক।

অতিরিক্ত মন্তব্য বা পরিমাপ আমাদের বোঝবার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। তবে এই বিবরণ পত্র সংরক্ষণ করবার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চল্‌তে হ'বে।

গৃহ বিবরণের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হ'বে। এই বিবরণ সংগ্রহ করবার জন্য শিক্ষকদেরই যাওয়া কর্ত্তব্য কেননা তাহলে যথাসম্ভব সত্য বিবরণ সংগ্রহ করা যাবে। যদি তা একেবারেই সম্ভব না হয়, তবে অবশ্য মাতাপিতা অথবা অভিভাবককে বুঝিয়ে দিতে হ'বে, কি করে এই বিবরণ পত্রে বিবরণের উল্লেখ করতে হয় এবং তথ্য সন্নিবেশ করতে হয়। তারপর তাঁদের উপরই নির্ভর করতে হ'বে। নীচে আমরা এই বিবরণ পত্রের একটি নমুনা দিলাম।

গোপনীয়/প্রবর্ত্তনের তারিখ........ নিম্ন/উচ্চ বিদ্যালয়

শ্রেণী

সর্ব্বাত্মক বিবরণ পত্র

সাধারণ বিবরণ

ছাত্রের নাম (আগে পদবী)....................ছাত্র/ছাত্রী....................

জন্ম তারিখ.................... ....

পিতা/অভিভাবকের নাম..

ঠিকানা..

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা...

....

ভর্ত্তি বহির নম্বর.......................তারিখ............. ....

বিদ্যালয় পরিবর্ত্তন..

....

বর্ত্তি বহির নম্বর............................... তারিখ.................

(প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বৎসরের শেষে একবার মাত্র বিবরণের উল্লেখ করিতে হইবে)

১। স্বাস্থ্যের বিবরণ (Health Record)

বৎসর	সাধারণ স্বাস্থ্যের মান			শারীরিক বিকৃতি	গুরুতর অসুস্থতা	বিশেষ মন্তব্য
	ভাল	সাধারণ	খারাপ			
১৯৬...						
১৯৬...						
১৯৬...						

২। দায়িত্বশীল পদ ও প্রাপ্ত পুরস্কার প্রভৃতি

Position of responsibility heldin school and awards etc.obtained

১৯৬...	
১৯৬...	
১৯৬...	

৩। আগ্রহ (Interest)

বিভিন্ন শ্রেণী	১৯৬...			১৯৬...			১৯৬...		
	উল্লেখযোগ্য	সাধারণ	মন্দ	উল্লেখযোগ্য	সাধারণ	মন্দ	উল্লেখযোগ্য	সাধারণ	মন্দ
(ক) ভাষাগত									
(খ) বিজ্ঞান সম্পর্কিত									
(গ) যান্ত্রিক									
(ঘ) শিল্পকলা সম্পর্কিত									
(ঙ) সঙ্গীত সম্বন্ধীয়									
(চ) কৃষি সম্বন্ধীয়									
(ছ) বাণিজ্যিক									
(জ) গৃহকার্য্য এবং ব্যবস্থাপনা									

৪। বিদ্যালয়ের কৃতিত্ব (School Achievement)

		১৯৬...			১৯৬...			১৯৬...		
বিভাগ	বিষয় সমূহ	সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা গড়	স্থান	মন্তব্য	সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের গড় হিসাব	স্থান	মন্তব্য	সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা গড়	স্থান	মন্তব্য
ভাষা ও সাহিত্য										
অঙ্ক										
সমাজ-বিদ্যা										
বিজ্ঞান										
কলা										
কারুশিল্প										
সঙ্গীত										
শরীর-বিদ্যা										
কার্যকরী										
অন্যান্য বিষয়										

৫। সহ-কার্যসূচীর কর্মাঙ্গ (Co-Curricular Activities)

বিভাগ	১৯৬...			১৯৬...			১৯৬...		
	সাধারণের উপরে	সাধারণ	সাধারণের নীচে	সাধারণের উপরে	সাধারণ	সাধারণের নীচে	সাধারণের উপরে	সাধারণ	সাধারণের নীচে
(ক) খেলাধূলা									
(খ) বুদ্ধিগত ও সাহিত্য সম্পর্কিত									
(গ) প্রমোদজনক									
(ঘ) সমাজসেবা									
(ঙ) অন্যান্য (এন, সি, সি, স্কাউট ইত্যাদি									

৬। ব্যক্তিত্ব (Personality)

বৃত্তি	১৯৬...			১৯৬...			১৯৬...		
	গড়ের উর্দ্ধে	সাধারণ	গড়ের নীচে	গড়ের উর্দ্ধে	সাধারণ	গড়ের নীচে	গড়ের উর্দ্ধে	সাধারণ	গড়ের নীচে
(ক) উদ্যোগ									
(খ) শ্রমশীলতা									
(গ) দায়িত্ব									
(ঘ) সহযোগিতা									
(ঙ) আবেগ-গত সাম্য									
(চ) আত্ম-বিশ্বাস									
(ছ) কাজে স্বভাব									

৭। অন্যান্য বিবরণ (Other Information)

১। যদি আচরণগত সমস্যা থাকে, তবে তাহা উল্লেখ করুন ঃ

(১৯৬...)................. . ...

(১৯৬...)..

(১৯৬...)......................... ....

২। যদি ছাত্রের উল্লেখযোগ্য কোনও ক্ষমতা বা অক্ষমতা থাকে তাহার উল্লেখ করুন ঃ

Year	Skill	Disability
১৯৬...		
১৯৬...		
১৯৬...		

৩। ছাত্রের কোন্ বিভাগে সুপারিশ করেন ঃ সাধারণ/বৈজ্ঞানিক /যান্ত্রিক

৪। আপনার মনোনয়নের কারণ নির্দেশ করুন... ... ...
... ...

৫। কোন্ ধরণের বৃত্তি ছাত্রের পক্ষে উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন...
... ...

৬। সাপেক্ষ এই মনোনয়নের কারণ নির্দেশ করুন ... ...
... ...

৭। ছাত্রের প্রতি নির্দেশ দানের জন্য যে তথ্য প্রয়োজন মনে করেন...
১৯৬... ১৯৬... ১৯৬...

প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর স্বাক্ষর

উডওয়ার্থ (Woodworth) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আবেগের পরীক্ষার জন্য কতকগুলো প্রশ্ন নির্বাচন করেছিলেন। ছাত্র ছাত্রীরা 'হাঁ বা না' উত্তর দিলেই তাদের আবেগ স্থায়ী কিনা, এই উত্তরের মধ্য দিয়ে তারও পরিচয় পাওয়া যায়। উডওয়ার্থ যে প্রশ্নগুলো নির্দেশ করেছিলেন, সেগুলো নিম্নরূপ :—

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) তুমি কি নিজের সম্বন্ধেই বেশী চিন্তা কর?	—হাঁ—না
(খ) তুমি কি অতিথি এলে নিজে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে যেতে পছন্দ কর?	—হাঁ—না
(গ) সভা, সমিতি, যাত্রী বোঝাই বাস বা ট্রাম প্রভৃতিতে নিজের উপস্থিতি তুমি কি পছন্দ কর?	—হাঁ—না
(ঘ) তুমি কি দল বেঁধে অনেক সঙ্গী নিয়ে দূরে কোথাও গিয়ে আমোদ করতে ভালবাস?	—হাঁ—না
(ঙ) সভা সমিতিতে উপস্থিত থাকলে তোমার কি গান বা আবৃত্তি করতে ইচ্ছা হয়?	—হাঁ—না

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে যারা অন্তর্বৃত্ত (Introvert), তাদের উত্তর, বহির্বৃত্তদের (Extrovert) উত্তরের ঠিক বিপরীত হবে। যারা অন্তর্বৃত্ত, তারা দলের সান্নিধ্য এড়াতে চাইবে ও নিজেকে নিয়েই থাকতে চাইবে। তারা ১ নম্বর প্রশ্ন ব্যতীত আর সব প্রশ্নের উত্তরেই না না বলবে। আবার যারা বহির্বৃত্ত, তারা এক নম্বর প্রশ্ন ছাড়া আর সবগুলো প্রশ্নের উত্তরেই হাঁ বলবে।

প্রেসি (S. L. Pressey) অনুরাগ বিরাগ সম্পর্কে পরীক্ষার জন্য কতকগুলো প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত প্রশ্নগুলির উত্তর × এবং O এই চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। তিনি কতকগুলি আচরণের উল্লেখ করেছেন এবং এই আচরণগুলো সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের মনোভাব জিজ্ঞাসা করেছেন। নীচে তাঁর প্রশ্নের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল :—

(ক) নীচে কতকগুলি কাজের কথা বলা হয়েছে। এই কাজগুলোর মধ্যে যেগুলো তোমার কাছে অপরাধজনক বা অন্যায় বলে মনে হয় সেগুলোর পাশে × এই চিহ্ন বসাও।

আচরণ	অনুরাগ/বিরাগ সূচক চিহ্ন
না বলে অন্যের জিনিয় নেওয়া	
ধূমপান করা	
মদ্যপান করা	
মিথ্যা কথা বলা	
শব্দ করে হাসা	
জোরে কথা বলা	

আবার আবেগ সম্পর্কেও প্রশ্ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কতকগুলো মনোভাবের কথা বলা হয়। এইসব মনোভাব সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়, সেই প্রতিক্রিয়ার চিহ্নিত করা হয়। নীচে এই ধরণের প্রশ্নের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হ'ল।

নীচে কয়েকটি অবস্থার কথা হ'ল। এর মধ্যে যে অবস্থা তোমার সঙ্গে মিলে যাবে তার পাশে × এই চিহ্ন ব্যবহার কর।

অবস্থা	× চিহ্ন
একাকীত্ব	
ভীতি	
উদ্বেগ	
বিষাদ	
আনন্দ	

আলপোর্ট এবং ভার্ণন মূল্যবোধ সম্পর্কে এক পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেছেন। তাঁদের বিজ্ঞান অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অনুরাগ আছে কিনা তা নির্ণয় করবার জন্য দুই প্রকার প্রশ্নগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন। প্রথম প্রকার প্রশ্নগুচ্ছের উত্তরে কেবল 'হাঁ' বা না বললেই চলবে কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন-

গুচ্ছের উত্তরগুলো ক্রমানুয়ায়ী সাজাতে হ'বে অর্থাৎ সম্ভাব্যতার দিক থেকে যেটি সবচেয়ে ভাল উত্তর, সেটিকে প্রথম স্থান দিতে হবে।

প্রথম প্রকার প্রশ্নগুচ্ছের নমুনা নিম্নরূপ :—

বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল সত্যানুসন্ধান (হাঁ বা না উত্তর দাও)

দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্নগুচ্ছের প্রশ্ন থাকে একটি। তার সম্ভাব্য উত্তর ৪।৫টি দেওয়া থাকে। এই উত্তরগুলোকে সম্ভাব্যতার ক্রমানুযায়ী সাজাতে হয়।

প্রশ্ন :—ভাল, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠীর লক্ষ্য হ'ল।

(ক) দীন দরিদ্র্যের সমৃদ্ধি।

(খ) শিল্পোন্নয়ন।

(গ) ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।

(ঘ) জাতির সম্মান বৃদ্ধি।

(ক থেকে ঘ পর্য্যন্ত উত্তরগুলোকে ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে বসাতে হ,বে। অর্থাৎ যে উত্তরটি সবচেয়ে ভাল সেটিকে প্রথম স্থানে তার পরেরটিকে পরবর্ত্তী স্থান দিয়ে এইভাবে সাজিয়ে বসাতে হবে।

বৃত্তি নির্ব্বাচন এবং বিশেষ বৃত্তির প্রতি ছেলেদের আগ্রহ নির্ণয় করবার জন্য ষ্ট্রং (E. K. Strong) একটি পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেছেন। তিনি কতকগুলো বৃত্তির নাম লিখে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন। এর মধ্যে যে যে বৃত্তি তাদের ভাল লাগবে ছেলেরা তার পাশে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করবে।

এ ছাড়া আরও তিন প্রকারের পরীক্ষা পদ্ধতি আছে। একটি হল (ক) মুক্ত অনুষঙ্গ প্রণালী (Free Association Method)(খ) কালির ছাপের ব্যাখ্যা (Inkblot Interpretation) এবং (গ) ছবির ব্যাখা Picture Interpretation).

(ক) মুক্ত অনুষঙ্গ প্রণালী (Free Association Method) :

এ সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বেও আলোচনা করেছি। বিভিন্নভাবে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের ডেকে কোনও একটি শব্দ meaningful word বলে। এই শব্দটির চিন্তা করতে গিয়ে তার যা মনে আসবে তাকে সে কথা বলতে বলা হয়। এখানে পরীক্ষক যে শব্দটি উচ্চারণ করেন, সেটি উত্তেজক হিসাবে কাজ করে। তার সাড়া মনে যে ভাবে জাগে, ছাত্রছাত্রীরা তদনুযায়ী উত্তর দেবে। এজন্য সময় খুব কম দেওয়া হয় কেননা বেশী সময় নিয়ে চিন্তা করে বললে সে তার সহজ উত্তর অর্থাৎ যে উত্তরটি সহজে তার মনে আসছে সে উত্তরটি সে দেবে না। সময় যদি বেশী নেয় তবে বুঝতে হবে উদ্দীপক

তার মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তার অবচেতন মনে হয়ত কোন ঘটনার ছাপ গভীরভাবে পড়েছে, সেই ঘটনার প্রতিফলন হওয়ায় চিন্তা করবার জন্য তার বেশী সময়ের প্রয়োজন হবে।

পরীক্ষক যদি 'জল' বলেন তবে ছাত্রছাত্রীরা হয় উত্তরে বলবে, 'তরল', 'শীতল', 'গভীর', 'বর্ণহীন', ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সময়ের পরিমাণ ১—২ সেকেণ্ড প্রয়োজন কিন্তু সে যদি বলে 'ডুবে' যাওয়া। তবে তার সময় বেশী লাগবে। এখানে অনুরূপ কোনও ঘটনার স্মৃতি তার মনকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করে তুলবে যে সে তার বিষয় চিন্তা করতে থাকবে।

প্রশ্ন যদি কোন প্রকার আবেগ সংক্রান্ত হয়, তবে পরীক্ষার্থীর মধ্যে নানা প্রকার আবেগের সৃষ্টি হতে পারে। এই প্রকাশের ভঙ্গী থেকে তার ব্যক্তিত্বের বিশেষ পরিচয় আমরা পেতে পারি।

(খ) কালির ছাপের ব্যাখ্যা (Inkblot Interpretation)

রোরশাক (Hermann Rorschach) এই পদ্ধতির প্রবর্ত্তক। তিনি একটি কাগজে কালির ছাপ দিয়ে তাকেই প্রশ্নপত্র হিসাবে উপস্থাপিত করেন। চোষ কাগজে (ব্লটিং পেপার) কালি ঢেলে মুছে নিলেও তাতে নানারকম ছাপ দেখা যায়। এই ছাপগুলো কিন্তু কোন ছবি বা অর্থদ্যোতক চিত্র নয়—স্বাভাবিক ভাবেই কাগজে এর ছাপ ওঠে। কিন্তু ছাপগুলি ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে দিয়ে এ থেকে তাদের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয় অর্থাৎ ছাপাটির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন কিছুর নাম করতে বলা হয়। বলা বাহুল্য এক একটি ছাত্র এক এক রকম উত্তর দেবে। এই উত্তরের মধ্য দিয়েই তাদের ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হবে। কেউবা প্রকৃত অবস্থা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে ব্যাপক ভাবে অর্থ ব্যাখ্যা করতে সুরু করবে, আবার কেউবা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করবে।

অনেকে মানুষের সঙ্গে এই ছাপের সাদৃশ্য আবিষ্কার করবে, আবার কেউবা কুকুর বা বেড়ালের সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করে নেবে। আবার অনেক ছাত্রছাত্রী অপ্রাণীবাচক কিছু অনুমান করে নেবে।

রোরশাক পদ্ধতিতে কতকগুলি ছাপ পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অবশ্য কেবল কালো ছাপই যে সব ক্ষেত্রে থাকে, তা নয়। এই ছাপ ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থিত করে তাদের মনে এ থেকে যে ধারণা হয়, তা থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মনোভাব বা ব্যক্তিত্ব বোঝা যায়। পরীক্ষক প্রধানতঃ পরীক্ষা করেন,—

(ক) পরীক্ষার্থী ছাপটিকে সামগ্রিক ভাবে দেখ্‌ছে, না তার অংশ বিশেষকে দেখ্‌ছে। (খ) দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া কি রকম হচ্ছে, তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। (গ) তৃতীয়তঃ পরীক্ষার্থী এই ছাপকে মানুষের মূর্ত্তি হিসেবে দেখ্‌ছে, না মনুষ্যেতর জীবজন্তু হিসেবে দেখ্‌ছে, সে বিষয় ভাল করে লক্ষ্য করাও প্রয়োজন।

সাধারণতঃ যে সমস্ত পরীক্ষার্থী সামগ্রিক ভাবে ছাপটিকে দেখে, তারা বিমূর্ত্তচিন্তাই পছন্দ করে। এর মধ্যে দিয়ে পরীক্ষার্থীর মনের উদারতা ও প্রসার প্রকাশ। কিন্তু যে পরীক্ষার্থী এই ছাপের অংশ নিয়ে ব্যাখ্যা করতে চায়, এর সামান্য অংশগুলো নিয়ে যারা ব্যস্ত থাকতে চায়, তাদের মধ্যে ভাব প্রবণতা প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয়তঃ, এই ছাপের মধ্যে যে মানুষের মূর্ত্তি বা গতি লক্ষ্য করে, তাকে অন্তর্বৃত্ত বলে মনে করা যেতে পারে। মনুষ্যের মূর্ত্তি লক্ষ্য করার অর্থই হ'ল চিত্তের প্রসারতার পরিচয়। কিন্তু মূর্ত্তি যদি পশুর মূর্ত্তির হিসেবে দেখে তবে বুঝ্‌তে হ'বে, মন সঙ্কীর্ণ।

তৃতীয়তঃ, ছাপের বর্ণও মনের অনেক ভাব প্রকাশ করে থাকে। এর মধ্য দিয়ে আবেগ প্রকাশ পায়। যদি পরীক্ষার্থী বর্ণকে গতি থেকে স্বতন্ত্র করে দেখে অর্থাৎ ছাপের মধ্যে যদি সে গতি লক্ষ্য না করে কেবলই বর্ণকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তবে বুঝ্‌তে হবে এই আবেগ অসংযত ভাবে চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে। কিন্তু যদি সে গতির সঙ্গে বর্ণকে এক করে দেখে, তবে বুঝ্‌তে হ'বে যে এই আবেগ সুসংযত।

(গ) ছবির ব্যাখ্যা :—(Interpretation of Pictures):—

ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি ছবি উপস্থিত করে তাদের এই ছবির অর্থ ব্যাখ্যা করতে বলা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় কাহিনী-পরীক্ষা পদ্ধতি (Thematic Apperaption Test or TAT) এই পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে মর্গান এবং মারের নাম বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। এই পদ্ধতিতে দুই ভাগে ছবিগুলি রাখা হয়। প্রথম প্রকার ছবিগুলোর বিষয় দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। এগুলো থেকে অর্থ নির্ণয় করতে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। বাস্তব জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকবার জন্য পরীক্ষার্থী এতে কল্পনার বিশেষ সাহায্য না নিয়েও ছবির অর্থবোধ করতে পারে।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার ছবি কোনও বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত নয়। এ ছবি কাল্পনিক। এর মধ্যে কাহিনী থাকে। তাই ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে

ছবিটি উপস্থিত করে তাদের এই ছবি থেকে একটি গল্প বল্‌তে বলা হয়, বলা বাহুল্য, ছাত্রছাত্রীরা তাদের কল্পনাশক্তি অনুযায়ী এবং নিজের মনোভাব অনুযায়ী। ছবি হ'ল ব্যক্তি জীবনের প্রতিফলন। তাই ছবির মধ্য দিয়ে পরীক্ষার্থী নিজের জীবনের ছাপ দেখ্‌তে পায়। তার ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তাদের মন প্রকাশ পায়।

এই প্রসঙ্গে কৃতিত্ব পরীক্ষার (Performance Test) মূল্য অপরিসীম। কৃতিত্ব পরীক্ষার ক্ষেত্রে পিন্‌টনার এবং প্যাটারসনের(Pintner and Patterson) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পিণ্ট্‌নার-প্যাটারসন প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিতে ১৫টি পরীক্ষা পদ্ধতির অবতারণা করা হয়েছে এই পদ্ধতিতে জ্যামিতিক আকারে কোনও ছবি কেটে নিয়ে তাকে ঠিকভাবে সাজাতে বলা হয়। আবার কতকগুলো টুকরো নিয়ে সেগুলো জ্যামিতিক আকারে সাজাতে- বলা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময় কতটা লাগছে এবং ভুলের পরিমাণই বা কত হচ্ছে, সেটা দেখা কর্ত্তব্য। এইভাবে সময় এবং ভুলের পরিমাণের উপরেই কৃতিত্বের পরীক্ষা হয়ে থাকে।

কাঠের টুক্‌রো দিয়ে মানুষের মূর্ত্তি সাজান থাকে। সেগুলো অর্থাৎ টুকরোগুলো আলাদা করে দেওয়া হয়। তারপর আবার সেগুলো একসাথে জুড়ে মানুষের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতে বলা হয়। এ ক্ষেত্রেও সময়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ বিচার এই পরীক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

পিণ্টনার-প্যাটারসন পরীক্ষায় ছবি আঁকতে বলা হয় অথবা কোনও ধাঁধার পথ বার করতে বলা হয়।

গুডেনাফ্‌ ছবি আঁকার পরীক্ষাকে বিশেষ উপযোগী বলে অভিহিত করেছেন। ছেলেরা ছবি আঁকতে গিয়ে যে কেবল তাদের অঙ্কন ক্ষমতারই পরিচয় দেয়, তা নয় তারা এর মধ্য দিয়ে তাদের মনের সৌন্দর্য্যবোধ, কল্পনাশক্তি এবং পর্য্যবেক্ষণ শক্তিও প্রকাশ করে।

নিউইয়র্কের বেলেভু মানসিক হাসপাতালে (Bellevue Phychiatric Hospital) ডাঃ ওয়েক্‌স্‌লে (David Wachsler) কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে সুফল পেয়েছেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতিকে বলা হয় ওয়েক্‌স্‌লে-বেলেভু পরীক্ষা (Wechsler Bellevue Test), তাঁর প্রবর্ত্তিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে মৌখিক পরীক্ষা এবং কৃতিত্বের পরীক্ষা এই উভয় প্রকার পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। তিনি এই পরীক্ষায় যে সমস্ত বিষয় বিচার করে থাকেন, তার মধ্যে

সাধারণ বুদ্ধি, ধারণ ক্ষমতা, সংখ্যাজ্ঞান পরীক্ষা সাদৃশ্যজ্ঞান বিচার, যুক্তির পরীক্ষা প্রভৃতিই প্রধান।

একটি ছবি এঁকে তার মধ্যে কিছুটা অংশ অসম্পূর্ণ রেখে দেওয়া হয়, এবং পরীক্ষার্থীকে তা বার করতে বলা হয়। ছবির মধ্যে অসঙ্গতি রেখে সে অসঙ্গতি নির্ণয় করাও এই পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

কাহিনীমূলক ছবি উপস্থাপিত করবার সময় সেগুলো ঘটনার ক্রমানুসারে সাজাতে বলা হয়। বলা বাহুল্য এর মধ্য দিয়ে ঘটনার পারম্পর্য্য এবং সঙ্গতির পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া নানা রকম নক্সা তৈরী করতে বলা হয়।

পরীক্ষা নেবার পর সেই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নানাভাবে এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে কি রকম পড়াশুনা করছে, তা জানবার জন্য একটি মাপণী ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই মাপণীতে ৫টি ঘর থাকবে। মূলঘর যদিও তিনটি, তবে আরও বেশীভাবে জানতে গেলে ৫টি ঘর নেওয়াই সঙ্গত। পড়াশুনায় অগ্রগতিসূচক মাপনীটি নিম্নলিখিতভাবে সাজান যেতে পারে—

—শ্রেণী বিভাগ ছাত্র শ্রী—— ক্রমিক সংখ্যা

—পড়াশুনায় কি রকম, তা জানান হল।

১	২	৩	৪	৫
মোটেই পড়েনা	উদাসীন	সাধারণ	উৎসাহ আছে	অতিরিক্ত আগ্রহশীল

এখানে ছেলেটির ক্ষেত্রে যে মন্তব্যটি প্রযোজ্য, সেই ঘরে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। যদি ছেলেটি পড়াশুনায় সাধারণ হয়, তবে ৩ নম্বর ঘরে চিক চিহ্ন (✓) দিতে হ'বে, যদি অতিরিক্ত আগ্রহশীল হয়, তবে ৫নং ঘরে এই চিহ্ন বসবে।

ব্যক্তিত্বের গুণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপভাবে পরীক্ষা নিতে পারি ব্যক্তিত্বের এক একটি গুণ সম্পর্কে এক একটি বিবরণ পত্র তৈরী করতে হ'বে। এর মধ্যে ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী ছেলেদের নাম পর পর লিখে নিতে হ'বে। তার পাশের ঘরগুলো থাকবে সে গুণ আছে কিনা অথবা কি পরিমাণ আছে তা সূচিত করবার জন্য। এক্ষেত্রে গুণগুলোর পরিমাণ সংখ্যার সাহায্যেই সূচিত করা যেতে পারে। একেবারেই নেই বোঝাবার জন্যে –২ ব্যবহার

করতে পারি, ক্বচিৎ দেখা যায় বোঝাবার জন্য −১ ব্যবহার করতে পারি মাঝারিভাবে আছে বা সাধারণভাবে আছে বোঝাবার জন্য +১ এবং অতিরিক্ত পরিমাণে আছে বোঝাবার জন্য +২ ব্যবহার করা হ'বে। তা হ'লে নিম্নলিখিত সারণীতে এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা যাবে—

উদারতা

ছাত্রের নাম	আদৌ নেই	কচিৎ দেখা যায়	মোটামুটি আছে	বেশী পরিমাণে আছে
রাম		✓		
শ্যাম		✓		
যদু	✓			
মধু				✓
নবীন			✓	
জয়ন্ত	✓			
শ্যামল			✓	
রবি		✓		
কমল				✓
অরুণ			✓	

একটি পত্রে একাধিক গুণ প্রকাশ করতে গেলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যা দ্বারা সূচিত করা চলে। এর ফলে প্রত্যেকের বিভিন্ন গুণের পরীক্ষার ফল আমরা একখানে দেখ্‌তে পাব।

গুণগুলোকে উপরে সাজিয়ে নিতে হ'বে। প্রত্যেকটি গুণের জন্য একটি করে ঘর থাকবে। বাঁ দিকে ছেলেদের নাম থাকবে। ছেলেদের নামের পাশে গুণের ঘরগুলোতে প্রাপ্ত অভীক্ষার ফল বসালেই আমরা তা থেকে নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারবে। সারণীটি নিম্নলিখিতভাবে সাজান যেতে পারে—

ছেলেদের নাম	দয়া	নম্রতা	সততা	উদারতা	ঔদ্ধত্য	চিন্তা শীলতা	স্বার্থপরতা
রাম	+১	+১	+২	+১	+২	+১	+২
শ্যাম	+১	+২	+১	+১	+২	−২	−১
যদু	−১	−১	+২	−১	+২	−১	−২
মধু	−২	−১	−১	−২	+২	+২	−২
নবীন	−১	−১	−৩	−১	+১	−১	−১
শ্যামল	+১	−১	−১	+১	−১	+২	−২
অরুণ	+২	−১	−২	−১	+২	−১	−১
কিশোর	+১	+১	+১	+২	−১	−১	−২
অমিতাভ	+২	+২	+২	+২	−২	+১	−২
নারায়ণ	+১	+১	+১	+১	+১	+১	−১

উপরের ছকটিতে দশটি ছেলের নাম দেওয়া আছে এবং এই দশটি ছেলের নামের পাশে ৭টি করে গুণের উল্লেখ আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো কোন্ ছেলেটির মধ্যে কি পরিমাণে আছে, সংখ্যা দ্বারা তা সূচিত করা হয়েছে। এই সারণী দেখেই আমরা দশটি ছেলের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারি।

মনে রাখ্‌তে হ'বে পরীক্ষার ফলের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। তাই এ ফল নির্ণয়ে একটি গুণের আধিক্যের ফলে আমরা যদি অযথা অপর গুণের আরোপ করি, তা হ'লে এক ধরণের গুণের মধ্যেও একটি বর্ত্তমান থাক্‌লেও আর একটি নাও থাকৃতে পারে। তেমনই একটি গুণের আদৌ কোনও অস্তিত্ব নেই দেখে আমরা যদি অনুরূপ অপর গুণটিও নাই বলে ধারণা করে নেই, তবে সেটাও ভুল হ'বে কেননা এক ধরণের গুণের মধ্যে একটি থাকা সত্ত্বেও অপরটি নাও থাকৃতে পারে।

এই গুণের মানগুলোর সমষ্টি নেওয়া তখনই চল্‌বে যখন কেবল এক জাতীয় গুণের উল্লেখ থাক্‌বে। অর্থাৎ স্বার্থপরতায় যে—২, সেই ভাল। যে +২ সে খারাপ আবার সততায় যে +২ সেই ভাল এবং যে—২ সেই খারাপ। স্থতরাং এই সারণীর মোট সংখ্যা দ্বারা কিছু ধারণা করা চল্‌তে পারে না।

বৃত্তি নির্ব্বাচনের সঙ্গে বুদ্ধির কোনও সম্পর্ক নেই, এ কথা মনে করা ভুল। বরং আমরা বলতে পারি, বৃত্তি নির্ব্বাচনের সঙ্গে বুদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এমন অনেক বৃত্তি আছে, যার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। সে ক্ষেত্রে যদি অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন কোনও ছেলেকে সেই বৃত্তির জন্য নির্বাচন করা হয়, তবে তাকে কেবল ব্যর্থতার সম্মুখীন হ'তে হ'বে। প্রত্যেকে যদি নিজের বুদ্ধিবৃত্তি অনুযায়ী বৃত্তি নির্ব্বাচন করে নিতে পারে, তবে কোনও অস্থবিধা হতে পারে না। এমন ঘটনাও দেখা গেছে যেখানে কোনও ছেলে যে কাজে নিযুক্ত আছে, সে কাজে যে পরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, তা তার নিজের বুদ্ধ্যাঙ্কের (Intelligence quotient) অনেক নীচে। এ ক্ষেত্রেও ফল ভাল হ'ত পারে না। এ ক্ষেত্রে ছেলেটি যে কাজ করছে, যান্ত্রিকভাবে তা সে করে চল্‌বে। তার বুদ্ধি বেশী বলে স্বভাবতঃই সে তার কাজে কোনও আগ্রহ বা উৎসাহ পাবে না। কার্য্যের প্রতি তার বিরাগ জন্মাবে।

সর্ব্বপ্রথম আমেরিকাতেই বুদ্ধি নির্ণয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির উপযোগিতা স্বীকৃত হয়েছিল। গত দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় সৈন্যনিয়োগ কালে সেনা বিভাগে বিভিন্ন বৃত্তিতে কর্ম্মী নিয়োগের জন্য বুদ্ধির পরিমাপ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কর্ম্মী নিয়োগ করে আমেরিকা যে স্থফল পেয়েছিল সে কথা বলা বাহুল্য। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে কুশলী শ্রমিক এবং অকুশলী শ্রমিক এই উভয় প্রকারের শ্রমিকেরই প্রয়োজন ছিল। এই পরীক্ষাকে বলা হয় সেনাবিভাগেব সাধারণ শ্রেণীভুক্তিকরণ পরীক্ষা। (Army General classification Test or A. G. C. T)

হ্যারেল (Harrell) এই পরীক্ষায় দেখেছেন যে সমস্ত কাজে দায়িত্ব এবং চিন্তাশীলতার প্রয়োজন, অর্থাৎ শিক্ষক ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি পদের বুদ্ধ্যাঙ্ক গড়ে ১২৫। আবার যারা বুদ্ধিজীবী নয় অর্থাৎ কেবল কায়িক শ্রম করলেই যাদের চলে, যেমন ধোপা, নাপিত, সাধারণ শ্রমিক প্রভৃতির বুদ্ধ্যাঙ্ক গড়ে ৯৫।

দক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই বুদ্ধাঙ্ক বেশী হয়। কিন্তু অকুশলী শ্রমিকদের বুদ্ধ্যাঙ্ক ৩৩ বেশী নয়।

যাঁরা পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, তাঁদের বুদ্ধ্যাঙ্ক এবং যাঁরা

সাধারণ সৈন্য হিসাবে যোগদান করবেন তাঁদের বুদ্ধ্যাঙ্ক এক হতে পারে না। স্বভাবতঃই দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের বুদ্ধাঙ্ক বেশী হবে। যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক কম, তাদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করলে কাজে ফল লাভের আশা করা যায় না। অদক্ষ শ্রমিককে যদি যন্ত্র পরিচালনার ভার দেওয়া যায়, তবে ফলও তেমনই হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষার বিষয় এবং বৃত্তি সম্পর্কে তথ্য

বৃত্তি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে তার পর ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ প্রবণতা, ও বুদ্ধি সম্পর্কে আমাদের স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হবে। এ সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে অভিভাবকের মতামতকে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের প্রাধান্য দিতে হয়। তাই এ সম্পর্কে ছাত্রের অভীপ্সার ফল, অভিভাবকের ইচ্ছা, বংশগতি এবং শিক্ষকের মন্তব্য এসব কিছুই আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। এই সন্ধানের ফল একটি পত্রে উল্লেখ করতে হবে। আমরা নিম্নলিখিতভাবে এই তথ্য সাজাতে পারি।

নির্দ্দেশ পত্র

১। ছাত্রের নাম
২। বিদ্যালয়ের নাম
৩। শ্রেণী বিভাগ ক্রমিক সংখ্যা
৪। জন্ম তারিখ বৎসর মাস দিন
৫। পিতার নাম
৬। অভিভাবকের নাম সম্বন্ধ
৭। ঠিকানা

এবারে যে বিচার করা হবে, তাতে বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন ঘর থাকবে। অর্থাৎ যদি (ক) মানবতা, (খ) বিজ্ঞান (গ) বাণিজ্য (ঘ) কৃষি এই চারিটি বিভাগ থেকে কোনও বিভাগ নির্বাচন করতে হয়, তবে চারটি ঘর থাকবে। প্রত্যেক ঘরে আবার পর্য্যায়ক্রমে ১০টি ঘরে বিভাগ থাকবে।

এখানে ছেলেদের সম্পর্কে সন্ধান, অভিভাবক সম্পর্কেসন্ধান এবং বিদ্যালয়ের বিবরণ সম্পর্কে মন্তব্য থাকবে। এগুলো আমরা নিম্নলিখিতভাবে সাজাতে পারি।

১। ছাত্রদের সম্পর্কে সন্ধান :—
 (ক) পছন্দ (Choice)
 (খ) আগ্রহ (Interest)
 (গ) বিষয়ের প্রতি আগ্রহ (Linking for persons)
 (ঘ) লোকদের সম্পর্কে আগ্রহ (Liking for Subject)
 (চ) সহ-পাঠসূচীর অন্তর্গত ও কার্য্যাবলী (Co-curricular Activities)
 (চ) অবসর কালীন কার্য্যাবলী (Leisure time Activities)

২। অভিভাবক সম্পর্কে সন্ধান :—
 (ক) অভিভাবকের ইচ্ছা (Desire of the Guardian)
 (খ) পিতামাতার বৃত্তি (Occupation of the Parents)
 (গ) আগ্রহ (Interests)

৩। বিদ্যালয়ের বিবরণ :—
 (ক) সহপাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত কার্য্যাবলী (Co-curricular activities)
 (খ) বিশেষ আগ্রহ (Special Interest)
 (গ) শিক্ষকের পরামর্শ (Teacher's suggestions)

এ সম্পর্কে আমাদের কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমতঃ ছাত্রদের সম্পর্কে সন্ধান করে তার ফলে লিপিবদ্ধ করবার সময় প্রথম ঘরে আমরা পাই পছন্দ। ছাত্রদের পছন্দ সম্পর্কে যদিও আমাদের তাদের মুখের কথার উপরেই নির্ভর করতে হবে তবুও অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাদের মত বা পছন্দ বিশেষ চিন্তা প্রসূত নয়। বাল্যকাল থেকে কোনও বিশেষ ব্যক্তির প্রতি তার প্রীতি থাকায় সেই ব্যক্তির বৃত্তিকেই ভাল লাগতে পারে। ছোটবেলায় ময়রার দোকানে মিষ্টি দেখে খেতে ইচ্ছে হত হয়ত সেই লোভ বশতঃই মিষ্টির দোকানে কাজ করবার কথা তার শিশু অন্তরে জাগতে পারে। বিভূতিভূষণের অমর চরিত্র অপুকে তার শিশু কল্পনায় আমরা এ ধরণের অনেক লক্ষ্য স্থির করতে দেখেছি। সে কখনও চেয়েছে, দা কাটা তামাকের দোকান দিতে আবার কখনও বা চেয়েছে জেলেদের নৌকায় রাত

কাটাতে। বলা বাহুল্য, শিশু কল্পনার এই রঙীন স্বপ্নগুলোর মধ্যে বাস্তব জীবনের লক্ষ্যের সম্পর্ক অতি সামান্য। তাই দেখতে হবে, ছেলেরা উত্তর দিতে গিয়ে তাদের শিশু কল্পনার আশ্রয় নিচ্ছে কিনা। তাদের আগ্রহ সম্পর্কে আমাদের অনুরূপ সন্ধান নিতে হবে। কোন বিষয়গুলো ভাল লাগে. এই প্রশ্নটির উত্তর অনেকটা বাস্তবানুগ হবে কেননা যে বিষয় তার ভাল লাগে না সে বিষয়ের কথা সে কখনও বলবে না। বিদ্যালয়ের সহ-পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত কার্য্যাবলীর মধ্যে কোন্ কোন্ কাজ তার ভাল লাগে, একথা জিজ্ঞাসা করলেও ছেলেদের কাছ থেকে সত্যি উত্তর পাওয়া যাবে। তারা এই কর্মাঙ্গের মধ্যে কতকগুলো বিশেষ কাজের প্রতিই তাদের আগ্রহ দেখাবে। অবসর-কালীন কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের প্রকৃত আগ্রহ বা ইচ্ছার প্রকাশ পায়। তাই অবসর সময়ে তার কি করতে ভাল লাগে, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তার ছাত্র বা ছাত্রী তার নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাজের কথাই বলবে।

বিবরণপত্রের নমুনা

মানবতা	বিজ্ঞান	বাণিজ্য	কৃষি	যন্ত্রশিল্প
	অ (ক)			
	ছা (চ)			
	ছা (ঙ)			
	অ (গ)			বি (খ)
	ছা (গ)			অ (খ)
	বি (গ)			বি (ক)
ছা (ঘ)	ছা (ক)			ছা (খ)

অভিভাবকদের সম্পর্কে সন্ধান করবার সময় তাঁদের জিজ্ঞাসা করে যে উত্তর পাওয়া যাবে, তার উপরে আমরা নির্ভর করতে পারি কেননা তাঁদের পরিণত বুদ্ধি দিয়ে তাঁরা গুরুত্ব অনুযায়ী উত্তর দেবেন।

বিদ্যালয় সম্পর্কে সন্ধান নেবার জন্য আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও বৃত্তিনির্দ্দেশক শিক্ষকের মতামত নিতে পারি। এ ছাড়া সর্ব্বাত্মক বিবরণ পত্রের মধ্যে আমরা ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে অনেক তথ্য পাব এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে পারব।

ছাত্রদের সম্পর্কে বিবরণগুলো ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়ে ছা (ক) ছা (খ) ছা (গ) প্রভৃতি ভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারি। তেমনই ভাবে অভিভাবকদের এবং বিদ্যালয়ের বিবরণও আমরা অ (ক), অ (গ) এবং বি (ক), বি (খ) প্রভৃতি লিখে সাজাতে পারি। অ (ক) বল্‌লে বোঝা যাবে অভিভাবকের (ক) বিষয় সম্পর্কিত সন্ধানের ফল। তেমনই বি (গ) বল্‌লে বোঝা যাবে বিদ্যালয়ের (গ) বিষয় সংক্রান্ত সন্ধানের ফল।

বর্ণিত সারণীতে আমরা দেখ্‌তে পাই, ছাত্রের মত, অভিভাবকের মত এবং বিদ্যালয়ের বিবরণ এই তিনটি মিলে বিজ্ঞানের পাল্লাই বেশী ভারী হয়েছে অতএব এ ক্ষেত্রে ছাত্রকে বিজ্ঞানের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। এই ভাবে সাজিয়ে যদি দেখা যায় যে দুইটি বিষয় একই উচ্চতা বিশিষ্ট হয়েছে অর্থাৎ দুইটি বিষয় সম্পর্কে যে মতামত পাওয়া গেছে তা সমান হয়েছে, তখন সন্ধান লব্ধ ফলের গুরুত্ব অনুযায়ী শিক্ষক মহাশয়কে বিবেচনা করে দেখতে হবে, কোন্ বিষয়ের জন্য ছেলেটিকে নির্ব্বাচন করা যেতে পারে। তখন এই প্রসঙ্গে আসবে ছেলের কৃতিত্বের চিত্র (Achievement profile) এবং দক্ষতা ও উন্নতির চিত্র (Ability and attainment profile).

এ ক্ষেত্রে চিত্রাঙ্কণের সময় আমরা বিভিন্ন বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর একটি তালিকা প্রস্তুত করব। তার পর বিভিন্ন বিষয়ের ঘরে কোন্ কোন্ গুণের অস্তিত্ব বর্ত্তমান, তার উল্লেখ করব্। যদি আমরা প্রধান তিনটি বিভাগ (ক) মানবতা (Humanities) (খ) বিজ্ঞান (Science) (গ) যন্ত্রশিল্প (Technical) নিই তবে বিভাগ অনুযায়ী গুণগুলোকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজাতে পারি :—

(ক) মানবতা (Humanities) :—

(১) সাধারণ বুদ্ধি (General inteligence)

(২) মৌখিক দক্ষতা (Verbal ability)

(৩) ভাষাগত ক্ষমতা (Attainment in language)

(খ) বিজ্ঞান (Science) :—

(৪) সাধারণ বুদ্ধি (General Ability)

(৫) সংখ্যাগত ক্ষমতা (Number ability)

(৬) গণিতের ক্ষমতা (Mathamatical ability)

(৭) বিজ্ঞানের ক্ষমতা (Scientific ability)

(গ) যন্ত্র শিল্প (Technical)

(৮) সাধারণ বুদ্ধি (General intelligence)

(৯) বিশেষ ক্ষমতা (Special ability)

(১০) ভৌগোলিক ক্ষমতা (Geographical ability)

(১১) যান্ত্রিক ক্ষমতা (Mechanical ability)

এবার বিভাগ অনুযায়ী যদি এই ক্ষমতাগুলো সাজান যায়, তবে নিম্নরূপ হ'বে :—

মানবতা (Humanities)			বিজ্ঞান (Science)				যন্ত্রশিল্প (Technical)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

এ ভাবে ছক থাকলে আমরা ছেলেটির সম্বন্ধে সন্ধান নিয়ে তার যে বিভাগের যে গুণগুলোর যে পরিমাণ উল্লেখ করব তা বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করে নেব। প্রত্যেক বিভাগের উর্দ্ধ ক্রমে ১০টি করে ঘর আছে। অমরা উল্লিখিত গুণাবলীর পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই ক্রসটিকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করব। অর্থাৎ গুণের পরিমাণ নির্দ্ধারণে নীচ থেকে যতই উপরে উঠতে থাকব, ততই গুণের পরিমাণ বৃদ্ধি বোঝাবে। এ ভাবে তিনটি পাঠসূচীর মধ্যে কোন্‌টির প্রতি ছেলের ক্ষমতা বেশী আছে তা নির্ণয় করা যাবে।

আমরা এই বিন্দুগুলোকে এবার একত্র যোগ করে দিয়ে লেখচিত্র অঙ্কন করতে পারি। প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য (৩টি বিভাগের) ঘরগুলো পাশা-পাশি সাজান আছে। আমরা বিভাগ অনুযায়ী এবার বিন্দুগুলো যোগ করে দিলে কোন বিভাগ বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, তা দেখতে পাব। এভাবে ছাত্রের কৃতিত্বজ্ঞাপক চিত্র থেকে যে সিদ্ধান্তে আসি, তা অনেকটা অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই কৃতিত্বের বিবরণ সংগ্রহ করা একটি সমস্যা সন্দেহ নেই। তবে এ জন্য আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্বের পরীক্ষায় যে মান নির্ণয় করা হয়েছে বা যে সাফল্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে তার মূল্যই সর্ব্বাধিক। বিদ্যালয় থেকে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে রচিত এই চিত্র ছাত্রটির পক্ষে উপযোগী বিভাগ কোন্‌টি তা নির্ণয় করতে যে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

আমরা এ পর্য্যন্ত তিনটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছি। এ পরীক্ষাগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিই পরোক্ষভাবে বিষয় নির্ব্বাচনের জন্য নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু পরোক্ষভাবে পরীক্ষা থেকে আমরা যে ফল লাভ করব তার উপরে আমরা কতটা নির্ভর করতে পারি, সেটাও আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হ'বে। এজন্য প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মাধ্যমে ছেলেটির কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বা প্রবণতা আছে। তা নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরণের শ্রেণী বিন্যাস পরীক্ষা নেওয়া হয়। এতে ছেলেদের যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়, তার উত্তর দান থেকেই আমরা বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের কৃতিত্ব সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারি। বিষয়ানুগ কৃতিত্বাঙ্ক ছাত্রের পাঠক্রম নির্দ্ধারণে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে।

এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে অধিকাংশই থাকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন। ছাত্রছাত্রীরা

অতি সংক্ষেপে এর উত্তর দিতে পারছে। এ ক্ষেত্রে সময়ের প্রশ্ন বড়। পরীক্ষা নেবার পূর্ব্বেই সময় নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং কোনও কারণেই সময়ের পরিমাণ বাড়ান হয় না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা যে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। সমগ্র মান বা পূর্ণমানের ভিত্তিতে তার উপর নম্বর দেওয়া হয়। অর্থাৎ সর্ব্ব প্রশ্ন যে উত্তর করতে পারেনি, তাকে অর্দ্ধেক নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া যাবে না তার পরীক্ষার পূর্ণমানও একই ধরা হ'বে। যে ছেলেটি মোট ৩০ নম্বরের উপর উত্তর করেছে, তার কৃতিত্বাঙ্ক যতই হোক্ না কেন, তার পূর্ণমান ৩০ নয়, ১০০ এ কথা মনে রাখতে হ'বে। সময় সম্পর্কে এ ধরণের কড়াকড়ি করবার একটি কারণ আছে। আমরা জানি যদি কোনও ছেলেকে এ ধরণের প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে বলা হয়, তবে সে যে উত্তর দেবে, ভেবে চিন্তে উত্তর দিতে বললে সম্পূর্ণরূপে অন্য উত্তর দেবে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে যে উত্তরটি দেবে, সেই উত্তরটি তার মনের তলায় ভাসছে। কিন্তু সময় নিয়ে সে যদি চিন্তা করতে বসে, তবে সে যে উত্তর দেবে তার অনেকটাই যুক্তিসিদ্ধ। সেখানে সে তার মনের কথা বলবে না।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আছে। উত্তর পত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রেও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। সুতরাং পরীক্ষার ফল যথাসম্ভব শুদ্ধ হবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

এর পর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় কিছু পাওয়া যায় কি না, অভিভাবকের কাছ থেকে এবং শিক্ষকের কাছ থেকে তা জেনে নিতে হ'বে। তাঁরা বল্‌বেন, ছেলেটি উচ্চাভিলাষী অথবা পরিশ্রমশীল অথবা দায়িত্বশীল কি না। যদি আচরণগত কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে।

এইভাবে সন্ধান নিয়ে আমরা ছেলেটি কোন্ বিভাগে পড়াশুনা করবে, তা স্থির করতে পারি।

অবাঞ্ছিত আচরণ ও তার প্রতিকার

(Undesirable behaviour and its remedies)

শিক্ষার ক্ষেত্রে পরামর্শ দান করবার সময় সর্ব্বপ্রথম আমাদের দেখ্‌তে হ'বে শিশুমনের ভাব বৈলক্ষণ্য। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি মনস্তত্বভিত্তিক। মনকে অর্থাৎ শিশুর মনকে সব চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কেননা বাইরের

আচরণ ধারা নিয়ন্ত্রণ করে মন। সুতরাং মনকে যদি জানা যায়, তবেই আচরণধারা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হ'বে। আমরা বিদ্যালয়ে এমন অনেক ছাত্র দেখতে পাই, তারা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক ভাল কিন্তু পড়াশুনা করে না। তাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত আচরণ প্রকাশ পেয়েছে। এই সব ছেলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি পড়াশুনায় না লাগিয়ে অন্য কাজে লাগাচ্ছে বলেই তারা পড়াশুনায় ভাল ফল করতে পারছে না। এই ছেলেদের সুপথে পরিচালিত করবার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের। বিদ্যালয় কক্ষে শ্রেণী পঠনের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলেই শিক্ষাগত নির্দ্দেশদান বা পরামর্শদান কর্ম্মসূচীর প্রয়োজন আছে। এই কার্য্যসূচী অনুসরণ করতে না পারলে আমরা অনেক মেধাবী ছাত্রকে হারাব। অনেক প্রতিভার অপমৃত্যুর দায়িত্ব আমাদের উপরই এসে পড়বে। তাই বিদ্যালয়ে নিজে শিক্ষামূলক নির্দ্দেশদান কার্য্যসূচী অনুসরণ করবার গুরুত্ব এত বেশী।

ছাত্রদের মধ্যে যে অস্বাভাবিক আচরণধারা প্রকাশ পায় তার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। আমরা তৎসম্পর্কে কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমতঃ মনোবিশ্লেষক মতবাদ (Psycho-Analytical Theory) মনের আছে তিনটি স্তর। সবচেয়ে উপরে যে স্তর আছে। সেটি হ'ল অতিমাত্রায় সচেতন স্তর। আমাদের সচেতন কর্ম্ম প্রয়াসের প্রেরণা পাই মনের এই স্তর থেকে। এরই তলে রয়েছে অর্দ্ধসচেতন (Sub-conscious) স্তর। এই স্তরের ভাবনাগুলোর মধ্যে যারা প্রাধান্য লাভ করে, তারাই সচেতন স্তরে (Concious level) ভেসে ওঠে। সবার তলায় আছে অচেতন স্তর (Unconcious level) মনের এই স্তরের চিন্তাধারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং সচেতন স্তরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কশূন্য। এই অন্ধকার দেশেই আমাদের আদিম কামনা বাসনা লুকিয়ে থাকে। এই অন্ধকার তলদেশের অধিপতি হ'ল ঈদ (Id)।

কামস্রোতের উৎস হ'ল এই অজ্ঞান বা অচেতন স্তর। যে আদিম কামনা বাসনারা সমাজের ভয়ে আত্মগোপন করে থাকে, তাদের বাসভূমি হোল এই স্তর। এই তিনটি স্তরের পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই ব্যক্তিত্বের গঠন নির্ভরশীল। ঈগো (Ego) সব সময় চেষ্টা করে মনের তলায় অবাঞ্ছিত কামনাবাসনার উর্দ্ধায়নের (Sublimation) সাহায্যে মনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে এবং সমাজবিরোধী মনোবৃত্তিগুলোকে সমাজ সম্মত পথে পরিচালিত করতে।

বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে কামনার বিকাশ লাভ ঘটে থাকে। প্রাথমিক স্তরে শিশু তার মাতৃস্তন্য পান করে তার কামনা মেটাতে চায়। এতে তৃপ্ত না হ'লে সে আঙ্গুল চোষে অথবা আঙ্গুল কামড়ায়। এ কাজগুলোর মধ্য দিয়ে তার অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষারই তৃপ্তি সাধিত হয়।

পরবর্তী স্তরে এসে শিশু তার সে প্রাক্ বাল্যকালে উপনীত হয়েছে। তাই সে তার যৌন অঙ্গ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। এই সময়ে সে তার যৌন স্থানে হস্তস্পর্শ করে তার কামনা চরিতার্থ করে।

এর পরবর্তী স্তর হ'ল ইডিপাস কমপ্লেক্স (Oediptes complex)। এই সময়ে এসে ছেলেরা মায়ের প্রতি এবং মেয়েরা বাবার প্রতি অতিমাত্রায় প্রীতিপূর্ণ হয়ে ওঠে ফ্রয়েড (S. Freud) গ্রীক উপকথা থেকেই ইডিপাস ও ইলেক্ট্রা (Electra complex) এই দুটো কাহিনী সম্পর্কিত নাম সংগ্রহ করেছেন।

পরবর্তী স্তরকে বলা হয় আত্মরতি (Homo Sexualism)। এই সময় শিশু আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। এই আত্মকেন্দ্রিকতা আবার আপনার দলের প্রতি প্রসারিত হয়ে দল সম্পর্কেও তার প্রীতি জন্মায়। দেখা যায়, কিশোর কিশোরী প্রথম কৈশোরের আবির্ভাবের পর আপনাদের মধ্যেই থাকতে চায় অর্থাৎ ছেলেরা চায় ছেলেদের সঙ্গ এবং মেয়েরা চায় মেয়েদের সঙ্গ। ছেলের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে চায় না।

কিন্তু এর পরই আসে বিপরীত কাম। এই সময় ছেলেমেয়েরা বিপরীত দলের প্রতি আসক্তি অনুভব করে অর্থাৎ ছেলেরা চায় মেয়েদের সঙ্গ এবং মেয়েরা চায় ছেলেদের সঙ্গ।

এই স্তরগুলোর যে কোনও স্তরে এসেই আচরণগত বৈষম্যের সৃষ্টি হ'তে পারে। তাই এ বিষয়ে অভিভাবকদের পূর্ণ মাত্রায় সচেতন থাকতে হবে।

দার্শনিক এ্যাডলার (Adler) আচরণগত বৈষম্য সম্পর্কে একটি মতবাদ প্রচার করেছেন। তাঁর মতে শারীরিক ত্রুটি থেকেই, এই আচরণগত বৈষম্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে সমস্ত শিশু বিকলাঙ্গ অথবা যার শারীরিক কোনও ত্রুটি আছে, তার মনে হীনমন্যতা বোধ জাগ্রত থাক্বে (Inferiority Complex) এই হীনমন্যতাবোধ থেকেই আচরণগত ত্রুটি দেখা দেবে। তারা তাদের এই ত্রুটির প্রতি অতি সচেতনতার জন্য আপনার ক্ষমতা প্রকাশে জড়তা বোধ করবে। অনেক সময় আবার ছেলেরা এই ধরণের ত্রুটি দূর করবার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠ্বে বলে তারা চাইবে

জোর করে ক্ষতিপূরণ করে নিতে। তার ফলেও আচরণগত বৈষম্য দেখা দেবেই।

ব্যবহারবাদী ওয়াটসন (Watson) মনে করেন যে প্রত্যেকটি আচরণের পেছনেই আছে স্নায়ুতন্ত্রী ও শরীরগত সম্পর্ক যা কাজ করছে উদ্দীপক ও সাড়ার উপর (Neuro-physiological relation between stimulus and response)। কিন্তু ব্যবহারবাদী ওয়াটসনের মতবাদ অধিক সংখ্যক লোকের সমর্থন লাভ করতে পারে নি।

এ সম্পর্কে বহুমুখী কারণের প্রবর্ত্তকরা মুখ্যতঃ চারিটি কারণের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন (ক) শারীরিক (Physical) (খ) বুদ্ধিগত (Intellectual) (গ) আবেগগত (Emotional) এবং (ঘ) অবস্থাগত (Situational)

শারীরিক কারণের প্রবক্তারা বলেন যে ব্যক্তিত্ব এবং আচরণ এই দুটোই সর্ব্বাধিকভাবে প্রভাবান্বিত হয় শারীরিক ত্রুটীর জন্য। শরীরে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি থাকলে অথবা মস্তিষ্কের কোনও গোলযোগ থাকলে যে প্রভাব মনের উপর পড়বে, তাকে কিছুতেই এড়ান যাবে না। মস্তিষ্কের স্নায়ুগ্রন্থিগুলোর রসক্ষরণের অভাব অথবা এই কার্য্যে বৈলক্ষণ্যের জন্যও এই ধরণের আচরণ বৈষম্যের সৃষ্টি হতে পারে।

বুদ্ধির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যাদের বুদ্ধির পরিমাণ কম, তারা স্বাভাবতঃই শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রদের মত কাজ করতে পারে না। অন্যান্য ছেলেরা পড়াশুনার দিকে যে ভাবে এগিয়ে চলেছে, হীনবুদ্ধি ছেলে মেয়েরা তা পারে না বলে তাদের মনেও স্বভাবতঃই হীনমন্যতার ভাব জাগে। ক্রমে তারা বিদ্যালয়ের কাজে উৎসাহহীন হয়ে পড়ে এবং নানাপ্রকার অবাঞ্ছিত আচরণ করে থাকে। এর ফলে তারা স্কুল পালায়, নানারকম অপরাধ করে থাকে। অথচ আমরা এই ধরণের ছেলে মেয়েদের অপরাধ প্রবণতা সহজেই নিবারণ করতে পারি। এর জন্য প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সহানুভূতিশীল আচরণ।

আবেগের জন্যও অনেক সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাঞ্ছিভ আচরণ অথবা অপরাধ প্রবণতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। আবেগ যদি যথাযথভাবে প্রকাশ না পায় অথবা যদি আবেগ নিয়ন্ত্রিত না করা যায়, তবে অচরণ এবং ব্যক্তিত্বের উপর তার প্রভাব পড়বেই। অনেক সময় দেখা যায় ছেলেমেয়েরা অদ্ভুত আচরণ করে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে থাকে আবেগের ফলে

মনোরাজ্যে যে বিরাট বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় নানাভাবে তার প্রকাশ ঘটতে পারে। প্রধানতঃ এই প্রকাশ দেখা যায় বিপরীত আচরণের মধ্য দিয়ে। দুঃখ পেলে অথবা আপনার প্রার্থিত বস্তু না পেলে কোন কোন ছেলে নাটকীয়ভাবে চীৎকার করে ওঠে। এভাবে তারা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে থাকে। এ ছাড়া আছে ভয়, উদ্বেগ প্রভৃতি। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে তোঁৎলামি (Stammering) কোনও শারীরিক ব্যাধি নয়—ওটা মানসিক ব্যাধি। সাধারণতঃ ভয় বা উদ্বেগের ফলেই এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়ে থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, ছেলেমেয়েরা মাথা ঘোরা রোগে ভোগে, এই রোগটির মূলে আছে মানসিক বিকার। মাথা ঘোরার মূলে শারীরিক কোনও ব্যাধি বা ত্রুটি নাও থাকৃতে পারে। অতিরিক্ত ভয় বা উদ্বেগ থেকেই সাধারণতঃ এই সমস্ত ব্যাধির উৎপত্তি হয়ে থাকে।

আবেগের প্রকাশ কেবল আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শারীরিক প্রকাশও ঘট্‌তে পারে, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া আবেগেরই ফল। এ ছাড়া বহুখ্যাত পরীক্ষাকালীন পেটের ব্যামোর মূলেও আছে ভীতিসৃষ্ট আবেগ। অথচ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে এই ব্যামোটি মিথ্যা নয়। অবদমিত ও অনিয়ন্ত্রিত আবেগ ক্রমে শরীরকেও প্রভাবান্বিত করে তোলে। এছাড়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে শয্যামূত্র দেখা যায়, তারও মূলে আছে মানসিক বিকার অসংযত আবেগের প্রকাশ ঘটে এই ব্যাধির মধ্য দিয়ে। অনেক সময় দেখা যায় ছেলেমেয়েরা অকারণে জ্ঞান হারাচ্ছে, এখানেও আবেগ কাজ করে।

অবস্থানগত কারণগুলো বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা প্রধানতঃ গৃহ পরিবেশের কথা আলোচনা কর্‌তে পারি। বাড়ীতে মাতাপিতার আচরণ শিশুর আচরণ ধারাকে যে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে তোলে, এ কথা বলাই বাহুল্য। মাতাপিতার আবেগ সন্তানের উপর অতিমাত্রায় প্রভাবশীল। যে সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাতাপিতার আবেগ সুনিয়ন্ত্রিত নয়, তাদের সন্তানের কাছ থেকেও আমরা ভাল ব্যবহার আশা কর্‌তে পারি না। যে মাতাপিতা সর্ব্বদা প্রকাশ্যে কলহপরায়ণ তাঁদের সন্তান যে ভালভাবে চল্‌তে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। অনেক সময় সন্তানের ভাবী জীবনকে এই ভাবেই তার মাতাপিতা আপনাদের অসংযত আচরণের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলেন। এ দায়িত্ব আমরা কিছুতেই অস্বীকার কর্‌তে পারি না। আমাদের ছেলেমেয়েদের স্বার্থে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণ কামনায়

আমাদের আচরণ সংযত করা কর্ত্তব্য। যদি আমরা এ বিষয়ে সতর্ক না হই, তবে আমাদের সন্তানদের জীবনকে আমরা অভিশপ্ত করে তুলব।

মাতাপিতার অসংযত আবেগই কেবল ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের সুখ শান্তি নষ্ট করে না। অনেক সময় সন্তানের প্রতি তাঁদের আচরণও ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মাতাপিতা সন্তানের কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণও সাধন করে থাকেন। অতিমাত্রায় স্নেহ-প্রবণ তাঁরা আপনাদের অজ্ঞাতসারে সন্তানের কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই সাধন করে থাকেন। অতিমাত্রায় স্নেহ করবার ফলে স্বভাবতঃই ছেলে-মেয়েরা তাদের স্নেহের দাবীর মাত্রা এতদূর বাড়িয়ে তুলবে যে সেটা স্বাভাবিকতার মাত্রা অতিক্রম করবে। সব সময় অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী দাবী নিয়ে তারা তাদের মা বাবার কাছে উপস্থিত হবে। মা বাবা অতিরিক্ত স্নেহ করলে তার মনে হ'বে যে অন্যান্য ভাইবোনদের থেকে তার একটা স্বতন্ত্র মূল্যবোধ ও মর্য্যাদা আছে। তাই সে অন্যান্য ভাইবোনদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতে সুরু করবে। মা বাবা কেবল অপরের চেয়ে পৃথক করে চেয়েছেন, এইটেই তার পক্ষে মা বাবাকে ভক্তি করার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং যেদিন সে স্নেহের মাত্রার সামান্যতম হ্রাস লক্ষ্য করবে, সেদিন তার ভক্তি অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে পড়বে এবং ক্রমে সে মা বাবাকে অবজ্ঞা করতে সুরু করবে।

মাতাপিতার উপেক্ষাও সমভাবে সন্তানের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যে ছেলে তার মাতাপিতার কাছ থেকে কেবল অনাদর এবং উপেক্ষা পেয়ে আসছে, তার মনে একপ্রকার হীনমন্যতা বোধ হয়। সে মাতাপিতার প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে আচরণকালেও তার আচরণ ধারা নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে না। তখনও সে বিপরীত আচরণ প্রকাশ করে থাকে। এ ধরণের ছেলেরা কেবল বিদ্যালয় নয়, সমাজের কাছেও এক বিরাট সমস্যা নিয়ে এসে দাঁড়ায়। ছেলেকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দেবার ফলও যে কখনই ভাল হ'তে পারে না, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। শৈশবকাল থেকেই যদি মাতাপিতা অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেন, তবে ছেলে বড় হলে তার আচরণ ধারা নিয়ন্ত্রিত করা আর মাতাপিতার পক্ষে সম্ভব হ'বে না। কখন কঠোরতা অবলম্বন করলে তার প্রতিক্রিয়া ছেলেকে অপরাধপ্রবণ করে তুলতে পারে। সে জন্য প্রথম থেকেই ছেলে-মেয়েদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করা মাতাপিতার কর্তব্য। অনেক মাতাপিতা তাঁদের

ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার সাফল্য সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত আশা পোষণ করে থাকেন। যে ছেলের পক্ষে পাশ করা কঠিন, স্নেহাধিক্যবশতঃ মাতাপিতা আশা করে বসেন যে সেই ছেলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'বে। তাঁদের এই আশা যে অনুচ্চারিত থাকে না সে কথা বলাই বাহুল্য। এ কথা শুনে শুনে ছেলের মনেও এই ধরণের একটা ধারণা জন্মে। তার ফলে যখন নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই ছেলেটি কোনরকমে পাশ করে, তখন মাতাপিতা তার প্রতি অকারণ বিরক্তি বোধ করেন। ছেলেটির মনে পরীক্ষার খারাপ ফল করবার জন্য হীনমন্যতাবোধ জাগ্রত হয়েছে, তার উপর আবার মাতাপিতার অবজ্ঞা তার জীবন দুর্ব্বিষহ করে তোলে। এর ফলে তার মনে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

পরিবেশের দিক থেকে বিদ্যালয়ও ছাত্রের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের প্রীতিমধুর সম্পর্কের উপরই শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে।" শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে যেখানে সদ্ভাবের অভাব, সেখানে আমরা উপযুক্ত শিক্ষা বা উপযুক্ত আচরণও প্রত্যাশা করতে পারি না। এদিক থেকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আচরণগত ত্রুটির জন্যে যদি কোনও ছাত্রের জীবন বিষময় হয়ে ওঠে, তবে তার চেয়ে লজ্জার কথা আর কিছুই হতে পারে না। শিক্ষক সর্ব্বদাই ছেলেদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন এবং তাদের মনের খোঁজ যিনি যতটা রাখ্‌তে পারবেন, তাঁর পক্ষে শিক্ষার কাজ তত সহজ হয়ে উঠবে। অতিরিক্ত শাসন অথবা অতিরিক্ত স্নেহ, এর কোনটিই শিক্ষকের পক্ষে সঙ্গত নয়। তিনি লক্ষ্য রাখবেন ছেলেটি কিভাবে চল্‌ছে, তার কি অসুবিধা হচ্ছে এবং তার অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করবেন।

বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের আচরণধারাও ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যে ছেলেকে সব সহপাঠী মিলে কেবল ব্যাঙ্গ করে তার জীবন দুর্ব্বিষহ করে তুলেছে, সে ছেলের মধ্যে স্বাভাবিকতার বিকাশ ঘটা অত্যন্ত কঠিন। ক্রমে তার অবাধ ধারণা বিপথে চলবে এবং সে অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠবে। এজন্য বিদ্যালয়ের সহপাঠীদের সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণ করা কর্ত্তব্য। তাদেরই সহপাঠী তাদের আবেগের ফলে যদি বিব্রত হয়ে পড়ে, তবে সেটা তাদের পক্ষে চরম অগৌরবের কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মন ডানা মেল্‌তে শেখে। তাই আচরণে তাদের মনের ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থা রাখা বিদ্যালয়ের পক্ষে আবশ্যিক। দেখা যায় যে মানসিক

বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবেও অনেক ছেলে বিপথগামী হয়ে পড়ে। অথচ তারা যদি সুযোগ পেত, তবে তাদের ক্ষমতাও দক্ষতা সমাজের কল্যাণ করতে পারত। যে সমস্ত ছেলের বুদ্ধি বেশী বা যারা দুর্ব্বল তারাই সহ-পাঠীদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে না। সহশিক্ষাসূচীর মাধ্যমে তাদের উদ্বৃত্ত শক্তিকে কাজে লাগান যেতে পারে।

ঘন ঘন বিদ্যালয় পরিবর্ত্তনের ফলে ছেলেরা নিত্য নূতনতর অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এজন্য তাদের শিক্ষা ব্যাহত হয় আবার তাদের আচরণধারাও এজন্য বিপথগামী হ'তে পারে। ছাত্রজীবনে পরিবেশের প্রভাবও অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, যে সমস্ত ছেলে সুস্থ পরিবেশে থাকে তাদের মধ্যে পড়াশুনার ফল ভাল এবং তারা সুশৃঙ্খল। আবার মন্দ অঞ্চলে অর্থাৎ বস্তি অঞ্চলে যে সমস্ত বিদ্যালয় অবস্থিত, সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ নয়। এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার মাত্রাও বেশী। ভাল স্কুল, মন্দ স্কুল বলে যে কথা শুনতে পাওয়া যায়, সেখানেও এই পরিবেশই ক্রিয়াশীল। ভাল ভাল ছেলেরা অর্থাৎ সৎ আচরণকারী ব্যক্তিদের সন্তানেরা যে সমস্ত বিদ্যালয়ে পড়ে, সেখানে ভাল পরিবেশ পাওয়া যাবে। আবার যেখানে মন্দ লোকদের ছেলেমেয়ে পড়ে,সেখানে পরিবেশ হ'বে কলুষিত।

আমরা যে সমস্ত সমস্যার কথা আলোচনা করেছি, তার প্রভাব থেকে ছেলেমেয়েদের মুক্ত করবার ব্যবস্থাও বিদ্যালয়কে নিতে হবে। মাতাপিতা মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ বলে ছেলেদের মনোজগৎ সম্পর্কে তাঁরা চিন্তা করাও প্রয়োজন বলে মনে করেন না। বিদ্যালয়ের কার্য্যসূচীর মধ্যেও এই সমস্যাকে টেনে আনা চলে না কেননা শিক্ষাদান ছাড়া বিদ্যালয়ের কর্ম্মসূচীতে অন্য কিছুর স্থান নেই। তাই শিক্ষামূলক নির্দ্দেশদান (Educational guidance) ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা একথা বলতে পারি যে এই কর্ম্মসূচী প্রবর্তিত হবার পর থেকে বিদ্যালয়ের কাজে অনেক ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে এবং অনেক বিপথগামী ছেলেকে সুপথে পরিচালিত করা সম্ভব হয়েছে। এই কর্ম্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হল যে সমস্ত ছেলে এই সমস্যার ভারে জর্জরিত, তাদের সমস্যামুক্ত করে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা এবং সমাজ জীবনে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলা। তাই এই পরিচালন ব্যবস্থায় কতকগুলো ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ ছেলের সঙ্গে সাক্ষাত করে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। তারপর পরিবারের সঙ্গেও কাজ করতে হবে।

ছেলেটির এই অবস্থার মূল কারণ জানতে গেলেই এ বিষয়ে উপযুক্ত বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। এই বিবরণের যথার্থ্যের উপর অনেক বিষয় নির্ভর করছে সুতরাং বিবরণ সংগ্রাহককে এ বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। এই বিবরণ নেবার সময় অনেক সময়েই প্রকৃত তথ্য লাভ করা কঠিন হবে। এই বিবরণ সংগ্রহের কাজকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে ঃ

১। পরিচয় সূচক তথ্য (Identifying data)

এই অংশে ছেলের নাম, বয়স, পরিবারের অন্যান্য লোকদের সম্পর্কে বিবরণ প্রভৃতি থাকবে।

২। সমস্যার বিবরণ। (Statement of the problem)

এই অংশে থাকবে ছেলেকে নিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তার পূর্ণ বিবরণ। এর মূলে সম্ভাব্য কারণগুলিও এই সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে।

৩। জন্মগত ও শরীরগত কারণ (Congenital and physical factors)

এই অংশে থাকবে জন্ম থেকে শিশু কোনও বিকারে ভুগছে কিনা তার বিবরণ। তার মধ্যে মানসিক অবস্থার অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে সে সম্পর্কেও উল্লেখ করতে হবে।

শারীরিক কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গেলে প্রথম শিশুর জন্মকালীন অবস্থা সম্পর্কে সন্ধান নিতে হবে। তার জন্ম সময়ে কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকলে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন। জন্মকালে জননীর অবস্থা শিশুর জীবনে বিশেষভাবে প্রভাবশীল। সুতরাং এ সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ বিশদভাবে উল্লেখ করতে হবে। জন্মের পর থেকে শিশুর ক্রমবিকাশ ঘটে বিভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে। এই স্তরগুলো আসে সুনির্দ্দিষ্ট কালের ব্যবধানে এবং এক একটি স্তরে বিকাশের ধারা এক এক প্রকার হয়ে থাকে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কোনও স্তরে এসে শিশুর এই বিকাশের ধারা ব্যাহত হয়েছে কিনা অথবা যথাযথভাবে বিকাশ ঘটেছে কিনা। তার প্রথম কথা বলতে শেখা, অর্থযুক্ত ধ্বনি উচ্চারণ, বসতে শেখা, হামাগুড়ি দিতে শেখা, হাঁট্তে শেখা প্রভৃতি বিকাশের স্তরগুলো হঠাৎ কোনও কারণে ব্যাহত হলে সেটা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যদি এ বিষয়ে লক্ষ্য না করা হয় তবে স্বভাবতঃই শিশুর জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে যথাযথভাবে বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

এছাড়া তার বাল্যের অভ্যাসগুলো সম্পর্কেও যথাযথ বিবরণ দান করা কর্ত্তব্য। কোন্ বিশেষ বয়সে এসে শিশু তার মাতৃস্তন্য ছেড়েছে, তার

নিজের বাল্যের ত্রুটিগুলো সংশোধন করেছে, সে সম্পর্কে সন্ধান করে তার ফলও যথাযথভাবে জানতে হ'বে।

৪। **পারিবেশিক কারণ** (Evironmenta: factors)

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে শিশুর ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখানে যদি শিশুর সম্পর্কে ডাক্তারের কোনও বিবরণ থাকে তবে সে বিবরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হ'বে। পারিবেশিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখতে হ'বে শিশুর মাতা ও পিতার আচরণ শিশুর জীবনে প্রভাব বিস্তার করে শিশুর আবেগগত প্রকাশ ব্যাহত করেছে অথবা এই প্রকাশে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মাতা-পিতা আপনাদের আচরণ দিয়ে, সন্তানদের জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে তোলে। মাতাপিতার অসংযত ক্রোধ সন্তানের জীবনে যে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে, সারা জীবন ধরে সন্তানকে তার মূল্য জোগাতে হয়। বাড়ীর অন্য সকলের সঙ্গে মাতাপিতার আচরণ, তাঁদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি সন্তানের জীবনে বিশেষভাবে প্রভাবশীল। তাঁদের আগ্রহ, প্রবণতা দক্ষতা প্রভৃতি সম্পর্কেও আমাদের উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হ'বে।

মাতাপিতা অন্যান্য সন্তানদের প্রতিই বা কি রকম আচরণ করে থাকেন, সে সম্পর্কে বিবরণও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। তাঁরা শৃঙ্খলা সম্পর্কে কি রকম মনোভাব পোষণ করেন, এ সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করে সেটাও জানাতে হ'বে। সন্তানের দোষত্রুটির প্রতি মাতাপিতার আচরণ কি রকম সেটা জানা প্রয়োজন। ছেলের অন্যায়ের প্রতি তাঁরা যদি প্রশ্রয় প্রদর্শন করেন তবে সে ছেলে কখনও ভাল হতে পারেনা।

শিশু যে সমাজে বাস করছে, সেই সমাজের প্রভাব সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। সে সমাজে যদি কেবল সৎস্বভাবযুক্ত লোক থাকে তবে শিশুর জীবনে তার নৈতিক প্রভাব পড়তে পারে। যেখানে শিশু নৈতিক অধঃপাতিত সমাজের বা পরিবেশের মধ্যে বাস করছে, সেখানে তার কাছ থেক আমরা নৈতিক জীবনের কোনও সন্মান আশা করতে পারিনা।

শিক্ষাগত যোগ্যতাও এ সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচ্য। শিক্ষা মানুষের রুচিবোধ উন্নত করে তোলে। পারিবারিক জীবনে শিক্ষার স্থান এবং পারিবেশিক জীবনে শিক্ষার স্থান ছাত্রের জীবনকে স্বাভাবিক করে।

৫। প্রমোদজনক তথ্য (Recreational factors) :—

প্রমোদ যাপনের রীতির উপর ও ছেলেদের স্বভাব এবং কৃতিত্ব অনেক

পরিমাণে নির্ভর করে। অবসর কালে ছেলে কি কাজ করে বা কি ভাবে প্রমোদ করে, তা জানা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রমোদ জীবনের উপর ছেলের জীবনের অনেক সম্ভাবনার বীজ নিহিত থাকে। কোন্ ধরণের কাজে সে আমোদ অনুভব করে, কোন্ ধরণের কাজের উপর তার বিরাগ, এ সম্পর্কেও বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন।

৬। বাল্যের প্রতিক্রিয়া (Reactions in childhood):—

বাল্যে আবেগের ফলে শিশুর জীবনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার উপরেও শিশুর ভাবী জীবন অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভয়, ক্রোধ, প্রীতি প্রভৃতি তিনপ্রকার আবেগ জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে তোলে। অনেক সময় দেখা যায়। এ থেকে শিশুর কতকগুলো বদভ্যাসের সৃষ্টি হয়, যথা, আঙ্গুল চোষা, নখখোঁটা ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে এগুলো শিশুর আবেগ জীবনেরই প্রতিফলন।

কেবল বাল্যের নয়, কৈশোরে পরিবর্ত্তনও জীবনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কৈশোরের পরিণতি জীবনকে নূতন পরিবর্ত্তনের পথে নিয়ে যেতে পারে তাই কৈশোরের এই পরিবর্ত্তন সম্পর্কেও বিবরণ নিতে হ'বে।

ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কালে যিনি এই সাক্ষাৎকার নেবেন, তিনি শিশুর জীবনের কতকগুলো বিশেষ দিক এবং তার আচরণ সম্পর্কে বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

এর পর তার মানসিক অভীক্ষার ফল সংযোজন করতে হ'বে। শিশুর জীবনের এই ত্রুটি দূর করবার জন্য প্রতিকারের কয়েকটি উপায় নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ প্রয়োজনীয় স্থলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে হ'বে। যেখানে ছেলেটি শারীরিক ব্যাধিতে ভুগ্ছে, সেখানে চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী না চল্লে এবং চিকিৎসার যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে কোনও ফল পাওয়া যাবেনা।

পরবর্ত্তী স্তর হ'ল মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা। মনোবিজ্ঞানী শিশুর জীবনের অপ্রকাশিত অধ্যায় নিয়ে কাজ করবেন। তাঁকে শিশুর মনোজগতে প্রবেশ করতে হ'বে কেননা তা ছাড়া তিনি শিশুর কোনও উপকারে লাগতে পারবেন না। এজন্য শিশুর বিশ্বাস তাঁকে অর্জ্জন করতে হ'বে। শিশুর সঙ্গে তিনি যদি সহজ ভাবে না মিশ্তে পারেন, তবে সে তার মনের কথা তাঁর কাছে খুলে বল্বে না। আর তা হ'লে মনস্তাত্ত্বিকের পক্ষে কোনও সাহায্য

করাই সম্ভব হ'বে না। তিনি এমন ভাবে শিশুর সঙ্গে তার জীবনের সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবেন যেন শিশুর মনে লজ্জা সঙ্কোচ বা ভীতির সৃষ্টি না হয়। তা হ'লেই শিশু তার মন খুলে সব কথা বল্‌তে পারবে। শিশু যদি তার মন প্রকাশ করতে চায়, তবে তার মধ্যেও আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করতে হ'বে। শিশু আপনাকে প্রকাশ করবে দৃঢ়ভাবে আপনার অসুবিধার কথা আলোচনা করবে।

যদি দেখা যায়, শিশুর জীবনের সমস্যার ফলে তার জীবনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং তার ফল খারাপ হচ্ছে, তবে তার এই ত্রুটি দূর করবার দায়িত্বও তাকে নিতে হ'বে। তার ত্রুটি পূর্ণ আচরণ সংশোধন করতে গেলেও শিশুর মনে আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন। শিশুকে যদি তার অসুবিধার কথা প্রকাশ করতে দেওয়া হয় এবং তাকেই তার ত্রুটি দূর করবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে সবচেয়ে ভাল কাজ হ'বে বলে আশা করা যেতে পারে।

খেলাধূলার মাধ্যমে মনের অনেক জটিলতা মুক্তি পায়। খেলা সম্পর্কে উদ্বৃত্ত শক্তিতত্ত্বে (Surplus energy theory) বলা হয় যে স্বাভাবিক কাজগুলো করেও শিশুর মধ্যে যে শক্তি উদ্বৃত্ত থাকে, খেলাধূলার মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে থাকে। খেলার মধ্য দিয়ে ছেলেরা মানসিক স্ফূর্তি লাভ করে এবং তাদের মন নানাপ্রকার কাজের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করতে পারে। ছবি আঁকা, পুতুল তৈরী করা, প্রভৃতি খেলার মাধ্যমে শিশুর মন নূতন সৃষ্টি কর্মে আত্মনিয়োগ করে তৃপ্তি লাভ করে। অসংযত আবেগ তাদের মনে যে ভাবজটের সৃষ্টি করে, খেলার মধ্য দিয়ে তা দূর করা যায়।

ফ্রয়েড্ তাঁর মনোবিকলন তত্ত্বে (Prycho analytic theory) বলেছেন, মনের সচেতন স্তরকে যদি অচেতন স্তরের জটিলতা মুক্ত করা যায়, তবেও মানসিক অশান্তি অনেক পরিমাণে দূর হ'বে এবং শিশু স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।

দলগতভাবে কাজ করতে দিলে তার মধ্য দিয়ে ছেলেদের মনে এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার হয়। তাদের যূথবদ্ধতার প্রবৃত্তি (instinct of gregariousness) এই দলের সাহচর্যে এসে তৃপ্তি লাভ করে। তা ছাড়া পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কোনও কাজ সুষ্ঠুভাবে করবার প্রেরণা তারা আপন অন্তরে অনুভব করে। খেলাধূলা, মনস্তাত্ত্বিক নাটকাভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে এ ভাবে দলগতভাবে কাজ করা চলে। অনেক ক্ষেত্রে আলোচনা চক্রও এই উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করে।

বিদ্যালয় বা শিক্ষক ছেলেকে অতি অল্প সময়ের জন্যই কাছে পান। ছেলে অধিকাংশ সময়েই থাকে তার মাতাপিতার কাছে। তাই মাতা-পিতাকে এবং পরিবারের অন্য সকলকে একাজে সক্রিয় অংশ নিতে হবে। মনে রাখতে হ'বে অতিমাত্রায় শাসন এবং প্রশ্রয় এ দুটোই সমানভাবে কুফল প্রসব করে। সুতরাং এ দুটো পরিহার করে স্বাভাবিকভাবে যাতে শিশু চল্‌তে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিদ্যালয়েও এই কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমরা দেখেছি বিদ্যালয়ের ছেলেরাই হয়ত একটি ছেলের পেছনে লেগে তার জীবন অতীষ্ঠ করে তুলল। সহপাঠীদের বিরূপতা ছাত্রজীবনকে যে কেন বিড়ম্বিত করে তোলে, এরকম আর অন্য কিছুতে হয় না। তাই সহপাঠীরা এবং শিক্ষক মহাশয় যেন ছেলেটির প্রতি স্বাভাবিক আচরণ করেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হ'বে। বাড়ীতে অতিরিক্ত আদরের ফলে যেমন ছেলে, বিপথগামী হ তে পারে, বিদ্যালয়ে অতিমাত্রায় সতর্কতার ফলেও তেমনই শিশুর জীবনে অবাঞ্ছিত বৃত্তি প্রকাশ পেতে পারে।

বাড়ীর পরিবেশকে যদি প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করা না যায় এবং যদি দেখা যায় যে গৃহ পরিবেশই ছেলেটির স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে তবে পারিবেশিক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনিবার্য্য রূপেই দেখা দেবে। সে ক্ষেত্রে ছেলেকে ছাত্রাবাসে রাখা বা অনুরূপ ভাবে স্থানান্তরিত করবার প্রয়োজন হ'তে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ছেলেকে গৃহ পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরবর্ত্তী স্থানে পাঠাবার ফলে সে নিজেকে অবহেলিত বলে বোধ করছে এবং তার ফলে তার আচরণ ধারা আরও খারাপ পথে চল্‌ছে। তাই এভাবে পরিবেশের আমূল পরিবর্ত্তন করবার আগে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

তথ্যের বিস্তার (Dissemination of Information) :—

আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল শিক্ষার দিকটি সম্পর্কেই আলেচেনা করেছি কিন্তু অন্যতর দিকটি অর্থাৎ বৃত্তির দিকটি সম্পর্কে আমরা যথাযথ ভাবে আলোকপাত করিনি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে বৃত্তি নির্বাচন একটা লক্ষ্য নয় লক্ষ্যে ভাল ভাবে উপনীত হ'বার একটি পদ্ধতি মাত্র। ছেলে যদি তার বৃত্তির সঙ্গে যথাযথভাবে উপযোজনা করতে না পারে, তবে তার শিক্ষার কোনও মূল্যই থাকবে না। বৃত্তির সঙ্গে যাতে সে যথাযথ ভাবে সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে পারে, এই উদ্দেশ্যই তাকে তৈরী করে নেওয়া প্রয়োজন।

ছেলেরা যতই তাদের ক্ষমতা, দক্ষতা ও আগ্রহ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে, ততই তারা তাদের বৃত্তির সঙ্গে অথবা বৃত্তি নির্বাচনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে শিখবে। কিন্তু এই ভাবে ছেলের মনে যে সচেতনতা গড়ে উঠবে, তাতে বহিরারোপ না থাকাই বাঞ্চনীয় অর্থাৎ ছেলে যেন নিজেই নিজের বিকাশকে উপলব্ধি করতে শেখে। যদি তা না হয়, তবে কয়েকদিন পরই আবার তার মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'বে। তাই ছেলের দিক থেকে আত্মসচেতন হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের অর্থনৈতিক সমাজের বুনিয়াদ রচিত হয়েছে সাধারণ শ্রমিকদের দ্বারা। যদি শিশু নিজের বৃত্তি নির্বাচন ব্যাপারে সচেতন ভাবে সক্রিয় অংশ নিতে পারে, তবে সে কর্ম্ম-জগতের সংস্পর্শে আসতে পারবে। তার ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে যেখানে অবিরত ভাবে বিশ্বকর্ম্মার জজ্ঞশালায় কাজ চলেছে, সেই কর্ম্মজগতের সঙ্গে তার পরিচয় সাধন প্রয়োজন। তা ছাড়া যে অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ রচনায় তাকেও সক্রিয় ভাবে সাহায্য করতে হ'বে, তার সঙ্গেও তার প্রাত্যক্ষিক পরিচয় থাকাই বাঞ্ছনীয়।

যখন আমরা কোনও বিশেষ শিক্ষাধারার জন্য কোনও ছাত্রকে মনোনীত করতে যাব, তখনই তাকে জানিয়ে দিতে হ'বে যে এই শিক্ষা শেষে সে যখন কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করবে, তখন সে কোন্ কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবে। যদি ছেলে অন্ধভাবে কেবলই অপরের নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ করে চলে, তা হ'লে এই বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশ দান কার্য্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'বে কেননা সমাজের সঙ্গে তার যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করে চলা সম্ভব নাও হতে পারে। কর্ম্ম-জীবনে তাকে যে বৃত্তি গ্রহণ করতে হ'বে, সেই বিশেষ বৃত্তির প্রতি যদি তার বিরাগ থাকে, তবে তার পক্ষে সেই বৃত্তিগ্রহণ করে জীবনে স্বার্থকতা লাভ করবার চেষ্টা দুরাশা মাত্র।

মনে করি, কোনও ছেলের মানসিক অভীক্ষা, বুদ্ধ্যাঙ্ক, মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেল যে ছেলেটি চিকিৎসা বিদ্যার পক্ষে উপযুক্ত ছাত্র। অভিভাবক এবং শিক্ষকের অভিমতও এরই স্বপক্ষে পাওয়া গেল। তখন ছাত্রটিকে সেই দিকেই শিক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা চল্‌ল। কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা যাবে যে ছেলেটি যদি এ পর্য্যন্ত বেশ ভাল ফল করে এসেছে, তবুও এই বিশেষ পরীক্ষায় সে অত্যন্ত খারাপ ফল করেছে। আবার এমনও হ'তে পারে যে ছেলেটি পরীক্ষায় ভাল ফল করল কিন্তু ডাক্তারী করতে পারল না। ডাক্তারি কাজটির উপরেই তার কেমন একটা মিথ্যা সংস্কার জন্মে

গিয়েছিল, যার ফলে জীবনে ডাক্তার হ'বার আশাকে কোন দিনই পোষণ করেনি বরং স্থির করে এসেছে সে কখনও ডাক্তার হ'বে না। এক্ষেত্রে ছেলেটির কর্ম্মজীবন হ'বে বিড়ম্বনাময়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে এ কথাটি আরও বেশী করে প্রযোজ্য।

তাই যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা ছেলেটিকে নির্বাচিত করছি, আমাদের নির্বাচনের পূর্বেই যেন সে জানতে পারে, সেই বিষয়ে শিক্ষালাভ করলে সে জীবনে কোন্ কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করতে পারবে।

সংবাদপত্রে সাধারণতঃ চাকুরীর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যারা চাকুরি প্রার্থী, তারা সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই নিয়োগ সম্পর্কে সংবাদ জানতে পারে। কিন্তু সংবাদপত্রে কর্ম্মখালি স্তম্ভে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকে তার মধ্যে কোনও শ্রেণীবিভাগ থাকে না। তাই তাকে শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়া প্রয়োজন। সংবাদপত্রে প্রাপ্ত তথ্যকে মোট শ্রেণী অনুযায়ী সাধারণতঃ ১৩টি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। বিভাগগুলোর নাম নীচে দেওয়া হল :—

(১) বৃত্তিমূলক (যান্ত্রিক ও অন্যান্য) (Professoinal technical and related occupation.)
(২) শাসন সংক্রান্ত বিচার ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কিত (Administratinve, Executive and managerial occupations.)
(৩) করণিক ও তৎসংক্রান্ত (Clerical and secretarial occupations.)
(৪) যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যানবাহন (Communication and Transport.)
(৫) প্রতিরক্ষা কৃত্যক (Defence services.)
(৬) স্বাস্থ্য কৃত্যক (Health services.)
(৭) খনি ও তৎসংক্রান্ত বৃত্তিসমূহ (Mines and releted occupations.)
(৮) ভ্রমণ, গৃহ নির্ম্মাণ ও ক্রীড়াসংক্রান্ত (Tourism, building and sports.)
(৯) শিক্ষা ও সমাজ সেবা (Teaching and social service.)
(১০) যন্ত্রশিল্প ও চারুশিল্প (Technical and crafts.)
(১১) ব্যবসায় ও বাণিজ্য (Trade and Commerce.)
(১২) শিল্প ও প্রমোদ (Arts and recreation.)
(১৩) বিবিধ (Miscellaneous,)

এই ভাবে মোট কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্রটিকে ১৩টি ভাগে ভাগ করে নিলে আমাদের পক্ষে প্রত্যেকটি কর্ম্মের প্রকৃতি জানবার পক্ষে অনেক সুবিধা হ'বে। যদি ছাত্র প্রতিটি কর্ম্ম এবং তার প্রকৃতির সঙ্গে যথাযথ ভাবে পরিচিত হ'তে পারে তবে তার পক্ষে বিচার করা সহজ হ'বে, এ কাজ তার পক্ষে কতটা উপযোগী হ'বে। তার কাছে যে বিভাগের কাজগুলো ভাল বলে মনে হ'বে, সেই বিভাগের কাজের জন্য সে নিজেকে তৈরী করে নিতে পারবে। আগ্রহ, দক্ষতা প্রভৃতি পরীক্ষার পরও বিশেষ বৃত্তি নির্বাচন সম্পর্কে যে সমস্যা থেকে যায়, এ ভাবে ব্যাপকভাবে তথ্যানুসন্ধান করে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করলে তার পক্ষে আর সে সমস্যা কোনও অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারবে না।

এ ভাবে যে মোট ১৩টি বিভাগ করা হয়েছে, এটা একটা সাধারণ বিভাগ মাত্র। আবার একে অন্য ভাবেও ভাগ করা যেতে পারে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিভাগের উদ্দেশ্য হ'ল ছাত্র যেন ভাল ভাবে জানতে পারে, কোন্ প্রকার বিশেষ বৃত্তিকে কর্ম্মজীবনে গ্রহণ করতে পারবে।

এখন প্রশ্ন হ'ল, আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করব, সেগুলো কি ভাবে সাজাতে হ'বে! আমরা ১৩টি বিভাগের কথা উল্লেখ করেছি। প্রথম ঘর হ'ল যন্ত্রশিল্প ও তৎসম্পর্কিত বৃত্তিসমূহ। এখানে ফিটার, ওয়েল্ডার, মেকানিক, অপারেটর, টুলম্যান প্রভৃতি নিম্ন পর্যায়ের এবং কার্যকরী শিল্পের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারের পদের চাকুরীও বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ধরণের কাজে উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন পদের চাকুরীও আছে।

দ্বিতীয়তঃ শাসন সম্পর্কিত চাকুরীর। এ কাজগুলোর মধ্যে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্র ভৃত্য কৃত্যকের (Public Service Commission) অধীনে পরীক্ষা নিয়ে (I.A.S. and allied) যে সমস্ত পদ পূর্ণ করা করা হয়, সেগুলো এবং ইঞ্জিনীয়ারীং বা অনুরূপ ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য কারখানায় পরিচালকের পদ। রাষ্ট্রভৃত্যকৃত্যকের পদগুলি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতেই পূর্ণ করা হয়ে থাকে। শাসন বিভাগীয় দায়িত্বশীল পদগুলিতে এই ভাবেই প্রার্থী নিয়োগ করা হয়। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। এখানে বিভাগীয় শিক্ষার মূল্য এবং গুরুত্বই সর্ব্বাধিক। ব্যবসায় সংঘঠনে পরিচালকের মত অন্যান্য দায়িত্বশীল পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রেও শিক্ষাগত যোগ্যতার একটি মান আছে। এই ধরণের চাকুরী বা পদগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় বিভাগে আছে করণিকের পদ। সকল ক্ষেত্রেই অফিসের কাজের জন্য করণিকের প্রয়োজন। সরকারী চাকুরীতে উচ্চশ্রেণীর (Upper Division) এবং নিম্নশ্রেণীর (Lower Division) এই দুই শ্রেণীর করণিকের পদ থাকে। বলা বাহুল্য এই দুই শ্রেণীর পদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়। সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর করণিকের পদের জন্য স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা তার সমান কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের আবেদন করতে বলা হয় অর্থাৎ এই হ'ল ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চশ্রেণীর করণিকের জন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (Graduate) চাওয়া হয়।

যত প্রকার পদ শূন্য হয় এবং যে পরিমাণ লোক নিয়োগ করা হয়, তার মধ্যে সর্ব্বাধিক সংখ্যা লোকই নিয়োগ করা হয় করণিকের পদের জন্য। কারখানাই হোক্ ব্যবসায় সংগঠনই হোক্, শিল্পপ্রতিষ্ঠানই হোক্ অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হোক্, করণিক ছাড়া চল্‌তে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এই পদে নিযুক্ত হ'বার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতায় কোনও বিশেষ বিধি নিষেধ নাই, অর্থাৎ স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ থেকে সুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই এই পদের জন্য আবেদন করতে পারে এবং এই ধরণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সকল করণিকেরই আছে। বলা বাহুল্য এই পদের জন্য যেমন সর্ব্বাধিক সংখ্যক প্রার্থী দেখা যায়, তেমনই এই পদেই সর্ব্বাধিক সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হয়।

চতুর্থ পদ হ'ল যোগাযোগ এবং যানবাহন। সরকারের অধীনে যে যোগাযোগ এবং যানবাহন আছে, সেই বিভাগ ছাড়াও জনসাধারণের সাহায্যেও যোগাযোগ এবং যানবাহন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

আমাদের দেশ স্বাধীন হ'বার পর থেকে যে দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাই দেখা যায় আজকাল অনেক 'জাতীয় সড়ক' নির্মিত হয়েছে এবং যানবাহনের সাহায্যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া আসা করা এবং মালপত্র পাঠানোর অনেক সুবিধা হয়েছে। অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই কাজে লিপ্ত আছে।

প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত কাজ নিছক সরকারী। এখানে বেসরকারী উদ্যোগের কোনও প্রশ্নই আসতে পারে না। সরকার প্রতি বৎসর প্রতিরক্ষার বিভিন্ন বিভাগে (নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও পদাতিক বাহিনীতে) লোক নিয়োগ করে থাকেন। এই বিভাগেও বিভিন্ন ধরণের চাকুরীতে। দক্ষ শিল্পী হিসাবে

লোক বিমানবাহিনী বা নৌবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। তার জন্য নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়ঃসীমা থাকা প্রয়োজন। সাধারণ সৈনিক বা সেনাবাহিনীর অ-দক্ষ (Unskilled) শ্রমিকের পদে যে লোক নিয়োগ করা হয়, তার জন্য সাধারণ জ্ঞান থাকলেই চলে। স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই নির্দ্দিষ্ট বয়ঃসীমার মধ্যে এই পদের জন্য আবেদন করতে পারে।

স্বাস্থ্য বিভাগে নানাপ্রকার পদে লোক নিয়োগ করা হয়। বলা বাহুল্য, দায়িত্বশীল পদে লোক নিয়োগের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বাঞ্ছনীয়। সাধারণ চিকিৎসকদের মধ্যে আবার শ্রেণী বিভাগ করা চলে। একদল আছেন, যাঁরা স্বাধীন ভাবে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছুক অর্থাৎ চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করতে চান। আর একদল আছেন যাঁরা সরকারী অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে চিকিৎসকের পদে চাকুরী নিতে চান। হাসপাতালের ডাক্তার, চা বাগানের ডাক্তার, শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের ডাক্তার প্রভৃতি এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত, এ ছাড়া চিকিৎসকদের কার্য্যের সাহায্যের জন্যও কিছু লোক নিয়োগ করা হয়। এদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মান ডাক্তারদের মানের চেয়ে নীচে। যাঁরা কম্পাউণ্ডার বা কেমিষ্ট প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হ'ন তাঁদের বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য্য। বলা বাহুল্য, এই বিজ্ঞানটি অত্যন্ত দায়িত্বপুর্ণ বিভাগ। এজন্য এই বিভাগে দক্ষ ব্যক্তি ছাড়া অন্য লোক নিয়োগ করা চলে না।

খনি বিভাগে চাকুরীর জন্যও বিশেষ বিভাগীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হয়। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে এই বিভাগে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী দান করা হচ্ছে। এই কাজগুলোতেও নিতান্ত সূক্ষ্মব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন। তাই এই বিভাগ সম্পর্কে যাদের বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই, তাদের দিয়ে এ বিভাগের কাজ চল্‌তে পারে না। ভারতের খনিতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। কিন্তু এই বিভাগে উপযুক্ত শিক্ষাসম্পন্ন এবং যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর এখনও অভাব দেখা যায়।

খেলাধুলা প্রভৃতি কার্য্যের দিকে আজকাল অনেকেরই ঝোঁক দেখা দিয়েছে। সরকারী উদ্যোগে ভ্রমণ সংস্থাও স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারী উদ্যোগেও কয়েকটি সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। এ কার্য্যেও যোগ্য ব্যক্তির অভাব আছে।

শিক্ষা ও সমাজ সেবার কার্যে সর্ব্বধরণের লোকই প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পবিদ্যালয়, শিল্প মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রভৃতিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য উচ্চ যোগত্যা সম্পন্ন ব্যাক্তি নিয়োগ করা হয়। সধারণ ভাবে মাধ্যমিক পর্য্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকেই

ন্যূনতম যোগ্যতা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলোতে সমস্ত বিভাগেই শিক্ষাদান করা হয়। ফলে বিভিন্ন বিভাগেই শিক্ষাগত যোগত্যা থাকা দরকার। মানবতা, বিজ্ঞান কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাগত যোগত্যাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিভাগে শিক্ষাদান করে থাকেন। এখানে নিয়োগের ক্ষেত্রেও সরকারী ও বেসরকরী এই উভয় প্রকার সংস্থা আছে। সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ জনভৃত্যাকৃত্যকের (Public Service Commission) মাধ্যমে লোক নিয়োগ করা হয়।

বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষই নিয়োগ কর্ত্তা। তাঁরা প্রার্থীদের যোগ্যতার বিচার করে নিয়োগ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যদিও এই শিক্ষাদান কার্য্যের সফলতার উপরেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভরশীল তবুও দেখা যায় যে এই বিভাগের বেতন অতি সামান্য। এ জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এ দিকে আকর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

শিল্পের ক্ষেত্রেও নানা বিভাগ আছে। সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো চালাবার জন্য যে লোক নিয়োগ করা হয়, তাদের ক্ষেত্রে শিল্পগত যোগ্যতার দাবী করা হয়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত আজ এক নূতন যুগের সম্মুখীন হয়েছে কেননা শিল্পায়নের উপর এখন বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই দক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন আজ অত্যন্ত বেশী। এখন যদিও শিল্প শিক্ষা লাভের জন্য ছাত্রছাত্রীরা শিল্প শিক্ষালয় গুলোতে ভিড় করছে তবুও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। আরও অনেক পরিমাণে শিল্প বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে।

ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা ছাড়াও চাকুরির জন্য লোকের প্রয়োজন যারা নিজের ব্যবসায় পরিচালনা করবেন তাঁরা এ কার্য্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকে অত্যাবশ্যক বলে বিবেচনা করেন না। আমাদের মনে একটি সংস্কার জন্মে গিয়েছে যে যাদের অর্থ আছে কেবল তারাই স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় চালাবার জন্য এগিয়ে আসতে পারে। যারা চাকুরি করবেন তাঁদের মধ্যে যে দুই শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন অর্থাৎ পরিচালক এবং করণিক তাঁদের কথা পূর্ব্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই প্রয়োজন অর্থাৎ চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবসায়ে যে উচ্চপদস্থ কর্ম্মী নিয়োগ করা হবে তার জন্য চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন।

কৃষি শিল্প এবং প্রমোদের ক্ষেত্রেও সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়।

একই বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মীর প্রয়েজন হয় সেজন্য অনেকে বিভাগ-ভূক্তি শ্রেণীভুক্ত করণ পছন্দ করেন। নীচে আমারা একটি উদাহরণ দিলাম

ব্যবসায় বানিজ্য

মানবতা (Humanities	বিজ্ঞান (Science)	যান্ত্রিক (Technical
অফিস পরিচালক, (Office Manager)	ইঞ্জিনীয়ার (Engineers)	কয়লা ও তেলের উৎপাদন কার্য (Manufacturing of products of Coal and Petroleum)
কর্ম্মী পরিচালক (Personal Manager)	কয়লা খনি (Coal Mining)	ধাতব শিল্প উৎপাদন (Metalic Manufacture)
জনসংযোগ কর্ম্মচারী (Public relations) officer)	তৈল বিভাগ (Petroleum)	যন্ত্র শিল্প উৎপাদন (Manufacture of Machinery)
অর্থনৈতিক কর্ম্মচারী (Finance Officer)	ধাতব বিভাগ (Metalic Department)	যানবাহন সংক্রান্ত উৎপাদন ব্যবস্থা (Manufacture of transport Equipment
পরিচালন বিভাগের কর্ম্মচারী (Maintenance Staff)	খাদ্য উৎপাদন শিল্প (Food Manufacturing Industries)	
পরিচালক (Director)	ভেষজ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান (Medical)	
তত্ত্বাবধায়ক (Super-intedent)	তামাক উৎপাদন শিল্প (Tobacco Manufacturing Industries)	
করণিকবৃন্দ (Clerks)	বস্ত্র বয়ন শিল্প (Textile Industris)	
কোষাধ্যক্ষ (Treasurer)	কাগজ উৎপাদন (Manufacture of paper)	
সময় রক্ষক (Tim - Keeper)	মুদ্রণ ও প্রকাশ (Printing and Publishing)	
হিসাব রক্ষক (Accountant)	চর্ম্ম উৎপাদন শিল্প (Leahter Manufacturing Industries)	
বিভাগীয় পরিচালকবর্গ (Departmental-Manager)	রবার উৎপাদন শিল্প (Rubber Manufacturing Indnstris)	
	ভারী শিল্প সংস্থা (Heavy Industries Corporation)	

উপরের তালিকাটি সামগ্রিক তালিকা নয়। এর সাহায্যে আমরা মোটামুটি একটি ধারণা দেবার চেষ্টা করছি মাত্র।

এবার কর্ম্মখালি এবং কর্ম্মপ্রার্থী সংক্রান্ত বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করেই আমাদের এই সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহকরতে হবে। ধারাবাহিক ভাবে যদি আমরা বিবরণ সংগ্রহ করতে পারি তবেই কর্ম্মজগত সম্পর্কে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা হবে। তখন আমরা বুঝতে পারব কোন পদের জন্য প্রার্থী খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং কোন পদের জন্য প্রার্থী আদৌ পাওয়া যায় না। নীচে এই তথ্যসংগ্রহের জন্য আমরা একটি নমুনাপত্র দিলাম। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন আমরা যে সমগ্র কর্ম্মসংস্থানের জন্য একটি বিভাগ করেছি সেই বিভাগ ভিত্তিক ভাবেই আমাদের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে অর্থাৎ এক একটি বিভাগের জন্য এক এক ধরণের তথ্য (নিয়োগ সংক্রান্ত) সংগ্রহ করতে হবে। যে বিভাগের তথ্যের প্রয়োজন সেই বিভাগেরই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, মনে করি আমরা ৯ নম্বর বিভাগের তথ্য সংগ্রহ করছি। এখানে আমাদের এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপিত কর্ম্মখালি বিবরণই লিপিবদ্ধ করতে হবে ৯ নম্বর বিভাগে আছে শিক্ষদান ও সমাজ সেবা। এই প্রসঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ সংগ্রহ করব।
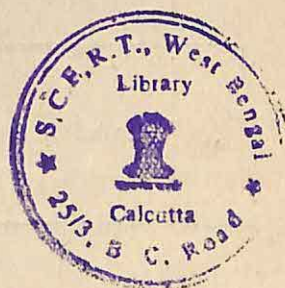
কর্ম্মখালি (৯ নম্বর বিভাগ)

১		২	৩	৪
বিজ্ঞাপনের তারিখ (Date)		চাকুরির পদ (Name of the occupation)	চাকুরির স্থান (Place of occupation)	নিয়োগ কর্ত্তার নাম ও ঠিকানা (Name of Employer and Address
অমৃত বাজার পত্রিকা	১৭।১২।৬৪	সহকারী শিক্ষক বাংলা পড়াইবার জন্য	কালনা (বৰ্দ্ধমান) পোঃ-কালনা বৰ্দ্ধমান	সম্পাদক কালনা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
,,	১২।১২।৬৪	সহকারী শিক্ষক ইংরাজী পড়াইবার জন্য	আদর্শ শিক্ষায়তন কলিকাতা-৩১ (ঝিল রোড)	সম্পাদক আদর্শ শিক্ষায়তন
,,	১৫।১২।৬৪	সহকারী শিক্ষক রসায়ণ শাস্ত্র পড়াইবার জন্য	স্বরূপনগর বিদ্যালয় নদীয়া পোঃ- স্বরূপনগর	সম্পাদক স্বরূপনগর বিদ্যালয়
,,	১৫।১২।৬৪	সহকারী শিক্ষক ইংরাজী পড়াইবার জন্য	নবগ্রাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পোঃ-নবগ্রাম (২৪ পরগণা)	সম্পাদক নবগ্রাম উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়
,,	১৫।১২।৬৪	সহকারী শিক্ষক পদার্থ বিদ্যা পড়াইবার জন্য	রামকান্ত উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৭সি, নন্দদুলাল সরকার রোড কলিকাতা-২৭	সম্পাদক, রামকান্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
,,	১৮।১২।৬৪	প্রধান শিক্ষক	দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড, পোঃ-দুর্গাপুর (বৰ্দ্ধমান)	জেনারেল ম্যানেজার দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড

৫	৬		৭
ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা (Minimum Qualifications)	প্রয়োজন (Requirements)		বেতন হার (Pay scale)
	অভিজ্ঞতা	অভিজ্ঞতার কাল	
বাংলা সাহিত্য অনার্স সহ বি. টি.	হ্যাঁ	৫ বৎসর	২১০/১০/২৭০/১৫/৪৫০
ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স বা ইংরাজীতে এম. এ.	না	×	২১০/১০/…৪৫০
রসায়ণ শাস্ত্রে অনার্স (বি.টির আবেদন অগ্রাধিকার লাভ করিবে	না	×	২১০/১০/…৪৫০
ইংরাজী সাহিত্যে এম.এ. বা অনার্স (বি.টি. কাম্য	হ্যাঁ	৩ বৎসর	২২০/১০/…৪৫০
পদার্থ বিদ্যায় এম.এস্.সি. বা অনার্স	না	×	২১০/১০/…৪৫০
ইংরাজীতে এম.এ. সহ বি. টি	হ্যাঁ	অন্যূন ১০ বৎসর	৩০০—৫০০

৮	৯	১০	১১	১২
স্থায়ী (Permanent) অস্থায়ী (Temporary) বা চুক্তি ভিত্তিক (Contract basis)	কার্য্যের প্রকৃতি (Nature o f work)	বয়স	ক্রিয়ার পদ্ধতি (Selection Procedure)	মন্তব্য
অস্থায়ী ডেপুটেশন ভেকান্সী	শিক্ষাদান	কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার উল্লেখ নাই	সাক্ষাৎকার (কার্য্যকরী সমিতির নিকট	
স্থায়ী	শিক্ষাদান	অনূর্দ্ধ ৪৫ বৎসর	কার্য্যকরী সমিতির নিকট সাক্ষাৎকার	
স্থায়ী	শিক্ষাদান	অনূর্দ্ধ ৪০ বৎসর	কার্য্যকরী সমিতির নিকট সাক্ষাৎকার	
অস্থায়ী	শিক্ষাদান	নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা নাই	আবেদন ক্রমে	
স্থায়ী	শিক্ষাদান	নির্দ্দিষ্ট বয়ঃসীমা নাই	কার্য্যকরী সমিতির নিকট সাক্ষাৎকার	
স্থায়ী	পরিচালনা ও শিক্ষাদান	অনূর্দ্ধ ৪৫ বৎসর	কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নিয়োজিত বোর্ডের নিকট সাক্ষাৎকার	

কর্ম্মখালির ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করবার সময় আমরা ১২টি ঘর নিয়েছি। বিভিন্ন তথ্য এই নির্দ্দিষ্ট ঘরগুলোতে সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে তথ্য সংগ্রহ করবার পর পর যে যে পদের জন্য আবেদন করা হয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে। তা ছাড়া যে সকল ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা আছে বা অন্য উপায় চাকুরি লাভের সম্ভাবনা আছে সেগুলোতেও সে সম্পর্কে মন্তব্য লেখা যেতে পারে।

আমরা মোট কর্ম্মসংস্থানকে সাতটি বিভাগে ভাগ করেছি। মোট ভাগ অবশ্য ১২টি। তবে যদি কোনও নিয়োগ এই ১২টি শ্রেণীর কোনটির সঙ্গেই

সম্পর্কিত না হয়, তবে তাকে বিবিধ অর্থাৎ ১৩ নম্বর ঘরে চিহ্নিত করে রাখতে পারি। এভাবে যদি আমরা নিয়োগের বিবরণ সংগ্রহ করি, তবে কর্ম জগতের একটি সামগ্রিক চিত্র আমাদের সম্মুখে থাকবে। যে ১৩টি বিভাগ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি বিভাগ অনুযায়ী তথ্য এই ভাবেই সংগ্রহ করতে হবে।

অনুরূপভাবে কর্ম্মপ্রার্থীদের সম্বন্ধেও আমাদের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কর্মপ্রার্থীদের সম্পর্কে যে বিবরণ সংগ্রহ করা হবে, তার জন্য মোট ৮টি ঘরের প্রয়োজন। এই তথ্য সংগ্রহ করে আমরা নিম্নলিখিতভাবে সাজাতে হবে।

কর্ম্মপ্রার্থী

১	২	৩	৪ (ক)
চাকুরিয়া পদের নাম (Name of occupation)	শিক্ষাগত যোগ্যতা (Educational qualification	যে স্থানে বাস করে (Place where he lives)	অভিজ্ঞ কিনা
শিক্ষকতা	স্নাতক (কলা বিভাগে)	১১সি, রামরতন সরকার লেন, কলিকাতা-১১	না
করণিক	বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক	২৪৭, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬	হ্যাঁ
শিক্ষক	বাংলায় অনার্স	কাঁচড়াপাড়া (নদীয়া)	হ্যাঁ
করণিক	স্কুল ফাইন্যাল	১৭, প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা-২৬	না
করণিক	উচ্চ-মাধ্যমিক ফাইন্যাল পাশ বাণিজ্য বিভাগ	পোঃ আরামবাগ (হুগলী)	না
করণিক	এম্, কম্	১৮, কাঁকুলিয়া রোড কলিকাতা-১৯	হ্যাঁ

(খ)	৫	৬	৭
অভিজ্ঞতা কাল (Period of Experience)	কোনও বিশেষ ট্রেণিং আছে কিনা (If specially trained)	প্রত্যাশিত বেতন (Salary expecteb)	পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চাকুরী করিতে ইচ্ছুক কিনা (If willIng to serve out side West Bengal)
×	না	১৬০৲	না
৩ বৎসর	×	২৫০৲	হ্যাঁ
৫ বৎসর	বি, টি,	১৮০৲	না
×	×	১৫০৲	হ্যাঁ
×	×	১৫০৲	হ্যাঁ
৫ বৎসর	×	৪০০৲	হ্যাঁ

৮	৯
কোন প্রকার চাকুরী চাই (ক) স্থায়ী (Permanent) (খ) অস্থায়ী (Temporary) (গ) চুক্তিবদ্ধ (Contract)	মন্তব্য (Remarks)
স্থায়ী	
স্থায়ী	
স্থায়ী	
স্থায়ী বা অস্থায়ী	
অস্থায়ী	
চুক্তিবদ্ধ	

বৃত্তি সম্পর্কে শিক্ষাদান এবং তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে, আমরা আলোচনা করেছি। এখন প্রশ্ন হল, যে তথ্য আমরা পেয়েছি, সেগুলো নিয়ে আমরা কি করব। তথ্য বিস্তারের (Disseminuation of Information) উদ্দেশ্য হ'ল ছাত্র এবং অভিভাবকদের কাছে আমাদের সন্ধান লব্ধ তথ্য পৌঁছে দেওয়া।

বর্ত্তমানে জীবন যাত্রায় বহু পরিমাণে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার সঙ্গে সমাজকেও সমানভাবে চল্‌তে হ'চ্ছ। তাই কর্মজগতেও বৈচিত্র্য এবং জটিলতা দেখা দিয়েছে। দেশের ও সমাজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নিত্য নূতন নূতন বিভাগ সৃষ্টি হচ্ছে। এ ভাবে একটার পর একটা বিভাগ তৈরী হয়ে চলেছে তার সংবাদ অভিভাবক বা ছাত্র কেউ রাখে না। তার ফলে ছেলে যখন শিক্ষাপর্ব শেষ করে কর্মজগতে পা দিতে চায়, তখন সে কোনও আশ্রয় খুঁজে পায় না তাই বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচীতে তথ্য বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর মুখ্য উদ্দেশ্যই হ'ল ছাত্র এবং অভিভাবকদের কাছে বৈচিত্র্যময় জটিল কর্ম্মজগত সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করা।

উপযুক্ত কর্ম্মজীবন তৈরী করবার জন্য চাই সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা। কিন্তু এই পরিকল্পনা কেবল ধারণার উপর নির্ভর করেই করা চলে না। যে পরিকল্পনা বাস্তবানুগ নয়, তার ব্যবহারিক মূল্য থাকতে পারে না। ছাত্রদের যদি কর্ম্ম-জগতের সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত তথ্য সরবরাহ করতে পারি এবং অভিভাবকদের যদি এই কাজের উপর আগ্রহশীল করে তুলতে পারি, তবে ছাত্রদের জীবনে সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা গ্রহণ এবং তৎসম্পর্কিত পরিকল্পনা সার্থক হয়ে উঠ্‌তে পারে।

এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে তথ্য বিস্তারের মূল্য এবং উপযোগিতা অপরিসীম এবং নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচীর অন্যতম প্রধান অঙ্গই হ'ল তথ্য পরিবেশন। এই কর্ম্মসূচীকে সার্থক করতে গেলে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। নীচে আমরা কয়েকটি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলাম।

(ক) বৃত্তিমুলক তথ্যের গ্রন্থাগার
(Occupational Information Library.)

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে বৃত্তি সম্পর্কে তথ্য প্রচার করবার জন্য এবং ছাত্রদের এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলবার জন্য একটি গ্রন্থাগার থাকা বাঞ্ছনীয়। ছাত্রদের মাতাপিতা এবং অভিভাবকদের এই গ্রন্থাগার দেখবার

এবং এখানে এই ধরণের লেখা পড়্‌বার সুযোগ দিতে হ'বে। সাধারণতঃ অভিভাবকেরা সারাদিন তাঁদের কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাই প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দু'ঘণ্টা করে এই গ্রন্থাগার খোলা রাখবার ব্যবস্থা করতে হ'বে। এ বিষয়ে ছেলেদেরও আগ্রহশীল করে তুল্‌তে হ'বে। দশম বা একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের উপর এ কাজের ভার দিতে হ'বে। প্রতিদিন দু'জন করে ছাত্র এই গ্রন্থাগারের কাজ করবে। অবশ্য দৈনিক একজন করে ছেলে রাখ্‌লেও চল্‌তে পারে। এই ব্যবস্থায় প্রতি দিন দু ঘণ্টা করে কাজ করলে ৬ জন ছেলেকে দিয়েই কাজ করান যেতে পারে। এই ব্যবস্থা করলে একটি ছেলে দেড় মাসে মাত্র একদিন কাজ করলেই চল্‌বে। প্রথম দিকে অভিভাবকদের আসা যাওয়া অনিয়মিত হ'বে বলে প্রতি সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা খোলা রাখ্‌তে হ'বে। কিন্তু পরে রোজ এক ঘণ্টা করে খোলা রাখ্‌লেই চল্‌বে। মনে রাখ্‌তে হ'বে, কেবল অভিভাবকদের জন্যই এই গ্রন্থাগার খোলা রাখা প্রয়োজন। ছেলেরা যদি এই গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়, তবে বিদ্যালয়ের কার্য্যসূচীতে নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাগারের কার্য্যকালেই তারা এখানে কাজ করতে পারে। বৃত্তি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য ছাত্রদের এই গ্রন্থাগারে অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল পড়্‌বার সুযোগ দিতে হ'বে।

(খ) **কর্ম্মজীবন সম্পর্কিত আলোচনা** (Career talks) :—

ছাত্রদের বৃত্তিগ্রহণের পূর্ব্বে অর্থাৎ তাদের প্রাক্ কর্ম্মজীবনে ভবিষ্যতের প্রস্তুতির জন্য এই আলোচনার প্রয়োজন। এ ধরণের আলোচনা হ'বে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ছেলেদের অন্তরে উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারে এরকম ভাবেই আলোচনা করতে হবে। ছেলেদের মনে বিশেষ কোনও বৃত্তির প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করবার জন্য এই আলোচনা করতে হ'বে; এই ধরণের বিশেষ আলোচনা ছাড়াও শিক্ষক উপদেষ্টা শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের এ সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিতে পারেন। এ ধরণের আলোচনা নীচের ক্লাসে করবার কোনও প্রয়োজন নেই। কেননা নীচের ক্লাসের ছাত্ররা ভবিষ্যতের বৃত্তি সম্পর্কে চিন্তা করবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। অষ্টম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রদের কাছেই এ ধরণের আলোচনা করা চল্‌তে পারে। সোজা ভাষায় সহজভাবে কোনও বিশেষ বৃত্তি সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এ কাজটি পরিচালনার ভারার্পণ করা হ'বে শিক্ষক উপদেষ্টার উপর এ ধরণের যে আলোচনাগুলো হবে, সেগুলো হ'বে পরস্পর সম্পর্কিত এবং এই আলোচনার লক্ষ্য হ'বে সামগ্রিকভাবে

কোনও বিশেষ ধরণের বৃত্তির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের নিজ নিজ বিভাগ অনুযায়ী বৃত্তি সম্পর্কিত নির্দ্দেশ দেওয়া হ'বে।

এই আলোচনার ধারা হ'বে নিম্নরূপ। প্রথমতঃ ছাত্রদের বলা হ'বে বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত এই নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচী সম্পর্কে তাদের ধারণা কি, তারা এই কর্ম্মসূচী সম্পর্কে কি ধরণের মনোভাব নিয়েছে এবং কিভাবে এর কর্ম্মসূচীকে সার্থক করে তোলবার জন্য তারা সহায়তা করতে পারে, সে সম্পর্কেও তাদের প্রশ্ন করা হ'বে। তারপর তারা নিজেরা বল্‌বে, তাদের প্রশ্ন করা হ'বে তারপর তারা নিজেরা বল্‌বে, তাদের বিদ্যালয়ে কি কি বিভাগে শিক্ষা দেওয়া হয়। যে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, মানবতা, বাণিজ্য এই তিনটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, তারা এই তিনটি বিভাগেরই নাম করবে। প্রত্যেক বিভাগে শিক্ষা গ্রহণ করবারই একটা উদ্দেশ্য থাকে। ছেলেরা যে বিভাগে পড়ছে সেই বিভাগে পড়ে তারা কি করতে চায় সে সম্পর্কেও তাদের জিজ্ঞাসা করা হ'বে। তারপর স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক বিভাগের ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করা হবে. তারা যে যে বিভাগে পড়াশুনা করছে, সেই বিভাগ থেকে তারা কর্ম্মজীবনে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়। এ ধরণের আলোচনা প্রত্যেক ছাত্রকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে করা যেতে পারে। আবার ছেলেদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিয়ে তা থেকেও প্রশ্ন করা যেতে পারে। যে সমস্ত ছেলে নবম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে, তাদের জন্যই এই আলোচনা ব্যবস্থার প্রয়োজন কেননা তারা এর পরই কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করবে। অবশ্য দশম এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদেরও এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে বলা হ'বে।

(গ) **কর্ম্মসম্পর্কিত সম্মেলন** (Career Conference)

নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল কর্ম্মসম্পর্কিত সম্মেলন আহ্বান। এই সম্মেলন বার্ষিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই কর্ম্মসূচীর মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক কাজ হ'ল এই সম্মেলন। কেননা এই সম্মেলনে ছেলেদের অভিভাবকদের সকলকেই অহ্বান করা হচ্ছে তাই এর জন্য আয়োজনও ব্যাপকতর হওয়া প্রয়োজন। এই বার্ষিক সম্মেলন কেবল বিদ্যালয়ের কর্ম্মীবৃন্দের উপরই নির্ভর করলে চলবে না। এই সময় রাষ্ট্রীয় সংস্থা থেকে প্রতিনিধি আহ্বান করতে হ'বে তাছাড়া স্থানীয় কর্ম্মসংস্থান দপ্তরের কর্ম্মীবৃন্দ এবং ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিসার প্রভৃতিকেও এই সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করা হ'বে।

তাঁরা আঞ্চলিক ভিত্তিতে এবং রাষ্ট্রীক ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের সম্পর্কে ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দেবেন। এখানে ছেলেরা যাতে কেবল নীরব শ্রোতার ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়, শিক্ষক উপদেষ্টা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন। ছাত্রদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। তারা তাদের আগ্রহ মেটাবার জন্য যাঁরা বক্তৃতা দেবেন, তাঁদের কাছে সব কিছু খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন।

এই কর্ম্মসূচী অনুযায়ী সাধারণভাবে সব ছেলে এক সঙ্গে অনেক কাজ করবে সত্য, কিন্তু তাদের স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবার এবং তাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা না করতে পারলে এই কর্ম্মসূচী অর্থহীন হয়ে পড়বে।

এই কর্ম্মসূচীটিকে যদি ছাত্র শিক্ষক এবং অভিভাবক এই তিন শ্রেণীর জন্য আলাদা করে দেওয়া হয়, তবে কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। ছাত্রদের জন্য যে অধিবেশন হবে তাতে কেবল ছাত্রদের নিয়েই কাজ করা হবে। ছাত্রদের এবং অভিভাবকদের আলোচনা কখনও এক রকম হতে পারে না। ছাত্রদের আলোচনার জন্য যে অধিবেশন বসবে, তাকে পরিচালিত করবার ভারও ছাত্রদের উপরই ছেড়ে দিতে হবে। তারাই তাদের কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণ করবে। তাদের কাজের মধ্যে বিতর্ক একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসাবে নির্দ্দিষ্ট থাকবে। তারা মাধ্যমিক পরীক্ষার পর সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জন্য ছুটবে কিনা, অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করবে কিনা এটি একটি বিতর্কের বিষয় করা যেতে পারে। ছেলেরাই এই বিতর্ক করবে। তবে এই বিতর্ক বিচারের ভার শিক্ষক উপদেষ্টার হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয় কেননা তিনি ছেলেদের কাছে বিষয়টি ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। বিভিন্ন বৃত্তি এবং কর্ম্ম সম্পর্কে ছেলেরা প্রহসনের আয়োজন করতে পারে। লঘুভাবে এবং সরসভাবে বিষটি যদি উপস্থিত করা যায়, তবে তা ছেলেদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রত্যেক ছেলেকে রচনা লিখতে বলা যেতে পারে। অবশ্য সমস্ত কার্য্যসূচীর কেন্দ্রেই থাকবে ছেলেদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবন। তাই ছেলেরা যদি কে কোন্ প্রকার কর্ম্ম বেছে নিতে চায়, সে সম্পর্কে রচনা লেখে, তবে সেই রচনা থেকে তাদের মানবিকতা সম্পর্কে আমরা একটা সুষ্ঠু ধারণা করে নিতে পারব। এ ছাড়া বিষয়টিকে তারা আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারবে, যদি তারা এই বিষয় নিয়ে কোন নাটকের অবতারণা করে, কেননা নাটকের আবেদন অত্যন্ত গভীর।

শিক্ষকদের জন্য যে অধিবেশনের আয়োজন করা হবে, তাতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। প্রশ্নকর্তা হিসাবে একজন থাকবেন। কিন্তু উত্তর দেবার ভার একজনের উপর না দিয়ে কয়েকজন সদস্য নিয়ে একটি সংস্থার উপর দেওয়াই ভাল। এই সংস্থার সদস্য থাকবেন কেবল তাঁরা, যাঁরা এই বিষয়ে বিষেষজ্ঞরূপে বিবেচিত। এজন্য রাষ্ট্রীয় শিক্ষা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক উপদেষ্টা, জাতীয় নিয়োগ সংস্থার প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রীয় নির্দ্দেশদান বিভাগের কর্ম্মচারী প্রভৃতিই। এ ছাড়া শিক্ষকগণও দলগতভাবে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে।

অভিভাবকদের নিয়ে যে সম্মেলনের আয়োজন করা হবে, তার গুরুত্ব অনেক বেশী কেননা নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর। শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের সম্পর্কও এই সম্মেলনের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠবে। নির্দ্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে, তার সমাধানের ইঙ্গিত যদি দেওয়া হয়, তবে অভিভাবকেরা এতে আগ্রহ বোধ করবেন। অভিভাবকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। তাই তারা যাতে আগ্রহ অনুভব করেন এবং এ কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারেন, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নির্দ্দেশদান সম্পর্কে এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করে তোলার জন্য শিক্ষক উপদেষ্টা কোন নির্দ্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করবেন। তাঁদের বিদ্যালয়ের কোনও ছাত্রের মধ্যে বিজ্ঞানের চেয়ে মানবতা বিভাগের প্রতি বেশী আগ্রহ ছিল। তার পরীক্ষার ফল এবং ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির বিচারেও ছেলেটি মানবতা বিভাগের জন্যই নির্ব্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু অভিভাবক ছেলেটিকে বিজ্ঞান শাখায় ভর্ত্তি করে দেন। শিক্ষক উপদেষ্টা অভিভাবককে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। এ অবস্থায় ছেলেটি বিজ্ঞান বিভাগে গিয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় খারাপ ফল করে বসে। পরবর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ দশম শ্রেণীতে ওঠার পর সে বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। পরবর্ত্তী কালে কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্ত্তি হয়ে সে অত্যন্ত খারাপ ফল করে এবং পর পর দু'বৎসর পাশ করতে নাপেরে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, কর্ম্ম জীবনেও ছেলেটি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এই ঘটনার উল্লেখ করে শিক্ষক উপদেষ্টা অভিভাবকদের কাছে সমস্যার গুরুত্ব বোঝবার চেষ্টা করবেন।

নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচী সম্পর্কে ছায়াচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলে বিষয়টি

আরও হৃদয়গ্রাহী হবে এবং অভিভাবকরা এতে আগ্রহ অনুভব করবেন। নাটক আমাদের মনে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে কেননা নাটকের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন পরিবেশ আমরা দেখতে পারি। তাই অভিভাকদের সম্মেলনে নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে আমরা আশা করতে পারি। এই সম্মেলনে কর্ম্মজীবন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সম্বলিত পুস্তিকা অভিভাবকদের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে। এই পুস্তিকা অল্পমূল্যের হলে অভিভাবকেরা তা কিন্‌তেও দ্বিধা করবেন না। এ ছাড়া বৃত্তি সম্পর্কে সরকার থেকে যে সমস্ত প্রচার পুস্তিকা বার করা হয়, সেগুলোও অভিভাবদের কাছে বিলি করা হবে।

৪। **নির্দ্দেশদান সংক্রান্ত প্রদর্শনী** (Guidence Exhibition) :—

এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য কেবল ছাত্র এবং অভিভাবক ও জনসাধারণের মধ্যে এই কর্ম্মসূচী সম্প্রসারিত করা। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষেই বিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের সমাগম হয়। তাই এই দিনটিকে এর জন্য নির্ব্বাচিত করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

এ ছাড়া যখন অভিভাকেরা ছেলে ভর্ত্তি করার জন্য আসবেন, তখন তাঁদের কাছে দেখাবার জন্যও একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। জানুয়ারী মাসেই সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে ছেলে ভর্ত্তি করা হয়। তখন যদি অভিভাবকদের কাছে প্রদর্শনীর জিনিসগুলো দেখান হয়, তবে তাঁরা এই প্রদর্শনী দেখে ছেলেদের ভবিষ্যতের কর্ম্মজীবন সম্পর্কে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা নিয়ে যেতে পারেন। প্রায় সকল বিদ্যালয়েই অভিভাবকদের জন্য একটি কক্ষ আলাদা করা থাকে। তারা সেই ঘরে এসে বসেন। সেই কক্ষটিতেই যদি প্রদর্শনী কক্ষ করা হয় তবে তাঁরা এখানে বসেই প্রদর্শনীটি দেখতে পারবেন এবং তার ফলে কর্ম্মসূচীর সাফল্য অনেকটা এগিয়ে আসবে।

কেবল ভর্ত্তির সময়েই যে এই প্রদর্শনী দেখান হবে,তা নয়। যখন বিদ্যালয়ের ফল ঘোষণার সময় আসবে, তখনও এই অভিভাবকদের অনেকেই আসেন ছেলেদের পরীক্ষার ফলাফল জান্‌তে তখনও তাঁদের কাছে এই প্রদর্শনী দেখান যেতে পারে। তবে প্রদর্শনীর সর্ব্বাধিক উপযোগিতা হল অভিভাবকেরা যখন নবম শ্রেণীকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষার বিভাগ স্থির করতে থাকেন, তখন সেই সময় প্রদর্শনীটি থেকে অভিভাবকেরা ছেলেদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটি চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করে নিতে পারেন এবং তা থেকেই তাদের

জন্য পাঠক্রম নির্ব্বাচন করতে অনুপ্রাণিত হতে পারেন। শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলনের দিনও বিদ্যালয়ে অনেক অভিভাবক আসবেন। বৎসরে একবার করে শিক্ষক-অভিভাবক অধিবেশনের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এই সম্মেলনের মাধ্যমে অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রশ্নও সুগম হবে। পরীক্ষার পর এই অধিবেশনের আয়োজন করলেই সবচেয়ে ভাল হবে বলে আশা করা যেতে পারে। এই অধিবেশন উপলক্ষে আগত অভিভাবকদের কাছে প্রদর্শনীটি দেখালে তারা এ বিষয়ে আগ্রহ বোধ করবেন এবং ছেলেদের জন্য নির্দিষ্ট বিভাগে শিক্ষাদানে উৎসুক হবেন বলে আশা করা যেতে পারে।

আমরা এর আগে বৃত্তি সম্পর্কিত সঙ্কলনের কথা আলোচনা করেছি। এই সম্মেলন উপলক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। এই সম্মেলনেই আমরা সর্ব্বাধিক সংখ্যক এবং আগ্রহশীল অভিভাবকদের উপস্থিতি আশা করতে পারি। তাই এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করলে আগ্রহশীল অভিভাবকেরা এ বিষয়ে তাঁদের জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিতে পারবেন। তবে এ ধরণের প্রদর্শনীতে ছেলেদের এবং শিক্ষকদের পারস্পরিক সহযোগিতা সর্ব্বতোভাবে কাম্য।

এখন প্রশ্ন হ'ল, এই প্রদর্শনীর মূল কাজ কি হ'বে। প্রদর্শনীর লক্ষ্যই বা কি হ'বে? এক কথায় বলা চলে, অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের মন বৃত্তি-মুখীন করে তোলাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু কথাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হ'ল।

ছেলেদের মধ্যে আমাদের থেকেই কতকগুলো সংস্কার জন্মে থাকে। আমাদের দেশে কায়িক শ্রমকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়। বলা বাহুল্য, এতবড় মিথ্যা সংস্কার আর কিছুই হ'তে পারে না। একজন এম্, এ, পাশ যুবক মাত্র ১৫০ টাকা বা ২০০ টাকা বেতনের কেরানীর পদ পেয়েই সুখী। মাত্র মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত লেখা পড়া করে এবং তারপর এক বৎসর বা দুই বৎসর কারিগরী শিল্পে ট্রেনিংএ থেকে তারই যে সহপাঠী মাসিক ৫০০ টাকা উপার্জ্জন করছে, তার প্রতি আমাদের এম্, এ, পাশ যুবকেরা অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি পাত করে থাকেন। অর্থাৎ তাঁরা যেন বলতে চান যে যারা শিল্প প্রতিষ্ঠানে, দক্ষ শ্রমিক রূপে কাজ করছে, তারা 'ভদ্রলোক' নন। কায়িক শ্রম সম্পর্কে আমাদের এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বাস্তব জীবনে আমরা যে ভাবে বিড়ম্বিত

হয়েছি, সে কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। অভিভাবক তাঁর ছেলেকে সব চেয়ে বেশী করে জানেন। তিনি তার মনের সিদ্ধান্ত সহজেই বুঝ্‌তে পারেন। তাই তাঁর পক্ষে ছেলেকে উপযুক্ত পথে চালিত করা অনেক সহজ।

অভিভাবকেরা যদি নির্দ্দেশদানের গুরুত্ব উপলব্ধি কর্‌তে পারেন, তা হ'লে তাঁরা অবশ্যই ছেলেদের সুপরামর্শ দিতে কার্পণ্য কর্‌বেন না। প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই ভাবটি ফুটিয়ে তুল্‌তে হ'বে যে আমাদের কর্ম্মসূচী সার্থক করে তুল্‌তে হ'লে অভিভাকদেরও শিক্ষকদের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে সহযোগিতা কর্‌তে হ'বে। এ জন্য তাঁরা ছেলের মধ্যে যে দক্ষতা ও আগ্রহ আছে, তা নির্ণয় করবার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করবার যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেবেন এবং নিজেরাই এই বিষয়ে উদ্যোগী হ'বেন। অভিভাবকের পক্ষে ছেলের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও দক্ষতা আছে, তা নির্ণয় করা এবং এ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত কোনও পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাঁরা বিদ্যালয়ের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা কর্‌লেই বিদ্যালয় এ বিষয়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে পারে।

ছেলেদের জন্য যে সমস্ত বৃত্তি আছে, সে সম্পর্কেও অধিকাংশ অভিভাবক জানেন না। তাঁদের কাছে এ সংবাদ পৌছে দেবার জন্য এই প্রদর্শনী উপলক্ষে এই বিষয় সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই বিষয়ে যে সমস্ত পত্রিকা বা প্রচার পুস্তিকা আছে সে সমস্তও এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা যেতে পারে। অভিভাবকেরা এ থেকে অনেক তথ্য জেনে নিতে পার্‌বেন। ছেলেদের অন্তর্নিহিত শক্তি বা আগ্রহ নির্ণয় পদ্ধতি অর্থাৎ বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাঁরা এ কাজের প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠ্‌বেন। এই আগ্রহ ও দক্ষতা নির্ণয়ে কোন্ কোন্ তথ্য জানা প্রয়োজন সেটাও এই প্রদর্শনীর সাহায্যে পরিষ্কার হ'বে এবং এই তথ্য সংগ্রহের সুযোগ ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হ'বে।

এবার আমরা আলোচনা কর্‌ব, কোন্ কোন্ জিনিস প্রদর্শনীতে স্থান লাভ কর্‌বে। প্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল এই কাজটিতে জনপ্রিয় করে তোলা। তাই প্রদর্শনীর সার্থকতার উপরে মূল কাজের সার্থকতাও যে অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রদর্শনীটিকে আকর্ষণযোগ্য করে তুল্‌তে হ'বে।

প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ব্যাখ্যায় যথাসম্ভব কম কথা বল্‌তে হ'বে অর্থাৎ লেখার ভাগ থাক্‌বে সংক্ষিপ্ততম। মূল ধারণা বা ভাব এবং তথ্যসমূহ ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করবার চেষ্টা কর্‌তে হ'বে। ছবির মধ্যে যে আবেদন থাকে, মানবচিত্তে তার প্রভাব খুব বেশী। তাই ছবির মধ্য দিয়েই মূল ভাবটি ব্যাখ্যা কর্‌তে পার্‌লে সবচেয়ে ভাল হয়। ছবির কাজ ছবির চেয়ে ভাল হবে মডেলের (model) মাধ্যমে। অবশ্য এই ছবি বা মডেলগুলো দেখার জন্য যদি রেখে দেওয়া হয় এবং দর্শকদের যদি অন্য কোনও কাজ না থাকে, তবে এর ফল খুব ভাল হয় না। এজন্য দর্শকদের সক্রিয় ভূমিকা দিতে পার্‌লে ভাল কাজ আশা করা যায়, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মডেলগুলোর সঙ্গে বৈদ্যুতিক আলোক বা ঘণ্টা থাকে। দর্শকেরা নির্দ্দিষ্ট বোতাম (buttom) টিপে দিলেই আলো জ্বলে প্রয়োজনীয় মডেলগুলো আলোকিত করে তোলে অথবা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজবার পর মডেলগুলো সচল হয়ে কোনও নির্দ্দিষ্ট কাজ কর্‌তে থাকে। এতে দর্শকদের সক্রিয় ভূমিকা থাকে বলে তারা যে বেশী পরিমাণে আগ্রহশীল হয়ে উঠ্‌বেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। প্রদর্শনীর বিষয়গুলোর মাধ্যমে মূল বিষয়টি যথাসম্ভব সরল ও সহজভাবে প্রকাশ করা হ'বে। বিষয়টি যত সহজ হ'বে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়তাও তত বেশী হ'বে। বিষয়ের জটিলতার জন্য অনেক সময় দর্শকেরা মূল বিষয়টি বুঝ্‌তেই পারে না। এতে আসলে উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হয়ে যায়, সে কথা বলাই বাহুল্য। বিষয়টি সহজ হ'বে বলার উদ্দেশ্য এই যে একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই যেন সমস্ত বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে পারা যায়। বিষয়টি যদি ব্যাখ্যা কর্‌তে হয়, তা হ'লে দর্শকের চিত্তে তার আবেদন বেশী প্রভাব বিস্তার কর্‌তে পারে না।

এ বিষয়ে যদি রাষ্ট্রীয় শিক্ষাদান এবং বৃত্তি সম্পর্কিত নির্দ্দেশদান সংস্থা সক্রিয় সাহায্য করে, তবে বিদ্যালয়গুলোর কাজ অনেক সহজ হ'য়ে উঠ্‌বে। এই কেন্দ্রীয় সংস্থার নিজস্ব একটি প্রদর্শনী থাকবে। এই প্রদর্শনীর ছবি, মডেল প্রভৃতি প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যত্র কার্য্য পরিচালনার জন্য পাঠান হ'বে। বিদ্যালয় অবশ্য নিজস্ব প্রদর্শনীর আয়োজন কর্‌বে, তবে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রদর্শনীর ছবি, মডেল প্রভৃতির সাহায্যে এই প্রদর্শনীও লোকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব হ'বে। কলকাতায় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে বিদ্যালয়ের উদ্যোগে যে সংস্থা গঠিত হয়েছে, সেই সংস্থা এ ভাবে

বিভিন্ন বিদ্যালয়কে ছবি এবং মডেল দিয়ে সাহায্য করে থাকে। তাছাড়া বিদ্যালয় কর্ত্তৃক আয়োজিত এই প্রদর্শনী কি ভাবে আরও আকর্ষণীয় এবং সুন্দর করে তোলা যায়, সে সম্পর্কেও এই সংস্থা নির্দ্দেশ এবং পরামর্শ দান করে থাকে।

বিদ্যালয়ে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করবার অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল, এতে ছাত্রদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে সহায়তা করা। ছেলেরা নিজেরাই ছবি আঁকবে এবং মডেল তৈরী করবে। কাজে শিক্ষক-উপদেষ্টা তাদের পরামর্শ দেবেন। ছবিটির মধ্য দিয়ে মুল ভাবটি ফুটিয়ে তুল্‌তে গেলেই চিন্তাশীলতার প্রয়োজন। ছেলেরা এ কাজ করতে গিয়ে তাদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেবে। তারা নিজেরা এ কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারছে বলে স্বভাবতঃই তাদের এজন্য আগ্রহ বেশী থাকবে। ছেলেদের দিয়ে একাজ করাতে কোনও অসুবিধা হ'বে না কেননা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবশ্যিক ভাবেই শিল্প শিক্ষা করতে হয়। ছবি আঁকা এবং মডেল তৈরীর কাজে ছেলেরা শিল্পশিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। তাঁর নির্দ্দেশ অনুযায়ী তারা নিজেরা কাজ করবে।

(ঙ) নির্দ্দেশ দানের কোণ বা নিভৃত স্থান (Guidance corner) :—

তথ্য প্রচার এবং সংবাদ সরবরাহের জন্য বিদ্যালয়ের একটি কোণ নির্দ্দিষ্ট রাখা দরকার। ছাত্রদের নির্দেশদানের জন্য এবং সংবাদ জানবার এবং সংবাদ জানাবার জন্যই এর প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের একটি নির্দ্দিষ্ট কোণে ব্ল্যাক বোর্ড (Black Board) অথবা পেষ্ট বোর্ডের উপর বিজ্ঞপ্তি বা নির্দ্দেশগুলো দেওয়া যেতে পারে, বিদ্যালয়ের যে বিজ্ঞপ্তি ফলক (Notice Board) থাকে, তার উপর যে সমস্ত বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, তার অধিকাংশই ছাত্রেরা ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু নির্দ্দেশদান সংক্রান্ত যে সমস্ত বিজ্ঞপ্তি থাকবে, তা যেন ছিঁড়ে না যায় বা নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'বে। নির্দ্দেশদান সংক্রান্ত যে বিজ্ঞপ্তি সেগুলোও এইখানেই আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এর মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল তথ্য প্রচার করা। গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য যে সমস্ত বিভাগ নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচীর সঙ্গে জড়িত, সেগুলো সম্পর্কে যা কিছু জানাবার থাকবে, তা ও এইখানেই জানান যেতে পারে। ছাত্রদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য এখানে নিত্য নূতন তথ্য সরবরাহ করা হ'বে।

গ্রন্থাগারে যদি নূতন কোনও বই আসে, তবে সে সম্পর্কে ও এখানে বিজ্ঞাপিত করা যেতে পারে। নানাধরণের পুস্তিকা এবং প্রচারপত্র গ্রন্থাগারে আসবে সে সমস্ত প্রচার পুস্তিকা থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে এখানে লেখা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র এমন অংশই উদ্ধৃত করতে হবে, যাতে ছেলেদের মনে উৎসাহ সঞ্চারিত হয়।

তবে এখানে কেবল বিজ্ঞাপনই থাক্‌বে অথবা লিখিত নির্দ্দেশই থাক্‌বে, একথা মনে করা ভুল। লিখিত নির্দ্দেশ ছাড়াও ছবির ব্যবহার করা যেতে পারে। ছবিগুলোও উদ্দেশ্য অনুযায়ী অঙ্কিত করা যেতে পারে। যখন ছাত্রেরা কোনও স্থানে ভ্রমণে যাবে, তার পূর্ব্বে এই স্থানে সে সম্পর্কে ও নির্দ্দেশ দেওয়া হ'বে। এ স্থানটি পুরোপুরি ভাবে নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচীর জন্যই ব্যবহৃত হ'বে। এ সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার নির্দ্দেশ এবং বিজ্ঞাপন দেখবার জন্য ছেলেরা এখানে আসবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিয়ে যাবে।

যদি এই বিজ্ঞাপন এবং প্রদর্শনী আকর্ষণযোগ্য না হয়, তবে ছেলেরা এখানে এসে এই বিজ্ঞপ্তি দেখবার কোনও আগ্রহ অনুভব করবেনা। এজন্য নানাভাবে এটি ছেলেদের কাছে আকর্ষণযোগ্য করে তোলা যেতে পারে।

এখানে কোন্ কোন্ ধরণের বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'বে, সে সম্পর্কেও ছেলেদের জানা প্রয়োজন। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিই এখানে জানান হবে :—

(ক) ছেলেদের শিক্ষণীয় বিভাগ এবং বৃত্তি সম্পর্কিত তথ্য।
(Information on courses and careers)

(খ) নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচী এবং বৃত্তিমূলক ভ্রমণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি।
(Notice about guidamce work and career excursions)

(গ) গ্রন্থাগারে নূতন সংযোজন (New arrival in the library)

(ঘ) খেয়াল-সঙ্ঘের সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ (Hobby, club news)

মনে রাখ্‌তে হ'বে, এমন জায়গায় এই তথ্য সরবরাহের স্থান নির্দ্দেশ করতে হ'বে যাতে সংবাদগুলো সকলের চোখে পড়ে। যেখানে এসে লোক দাঁড়ায় সে রকম স্থানে অথবা কেন্দ্রস্থলে করলেই সবচেয়ে ভাল হবে।

(চ) কার্য্যস্থল পরিদর্শন এবং ভ্রমণ (Work visits and Excursions)

ছেলেদের কেবল নির্দ্দেশ দিলে অথবা তাদের বুদ্ধির পরিমাপ করে কোনও বিশেষ বিভাগে তাদের পড়্‌বার ব্যবস্থা করে দিলেই সব কাজ শেষ হয়ে যায় না। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছেলেদের নিয়ে কর্ম্মস্থলগুলো পরিদর্শন

করবার ব্যবস্থা করা হয়। ছেলেরা প্রকৃত কর্ম্মস্থলে গিয়ে সব কিছু দেখবার স্থযোগ পেলে যে তাদের আগ্রহও বহুগুণ বর্দ্ধিত হ'বে, একথা বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় নানাস্থান থেকে ছাত্রদের নিয়ে এই সমস্ত কর্ম্মস্থলে যাবার আয়োজন করা হয়। সেখানে কারখানার কর্তৃপক্ষ এ ব্যবস্থাটিকে আরও কার্য্যকরী করে তোলবার জন্য এই পরিদর্শন ব্যবস্থাকে উভয় পক্ষের কাছেই আকর্ষণযোগ্য করে তুলে থাকেন। তাই সে সমস্ত স্থানে যখন ছেলেরা কোনও কারখানা পরিদর্শন করতে আসে, তখন কর্তৃপক্ষ তাদের কাজ দেন। ছেলেরা একদিকে যেমন এই কাজ করবার ফলে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানলাভ করতে পারে, অপরদিকে তেমনই তারা এই কাজ করবার জন্য পারিশ্রমিক পায় বলে আর্থিক অস্থবিধা তাদের ভোগ করতে হয় না। বলা বাহুল্য, এরকম ব্যবস্থার ফলে উভয় পক্ষই আগ্রহ অনুভব করে। যে সমস্ত দেশে শ্রমিকের সংখ্যা অল্প, সে সমস্ত দেশে এই ব্যবস্থায় কারখানার কর্তৃপক্ষও বিশেষভাবে উপকৃত হয়ে থাকেন। তাঁদের আগ্রহে ছেলেরাও হাতে কলমে কাজ শিখতে পারে। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে এ ধরণের ভ্রমণের কোনও আয়োজন এখনও হয়নি। আমাদের কর্তৃপক্ষ এর কর্ম্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না বলেই এটি অবহেলিত এবং উপেক্ষিত হয়ে আসছে।

যদি সংঘবদ্ধভাবে এ ধরণের ভ্রমণের আয়োজন করা যায় এবং বিভিন্ন বিভাগের উদ্যোগে সংশিষ্ট শিল্পগুলো দেখবার ব্যবস্থা করা যায়, তবে ছেলেদের যে প্রভূত উপকার সাধিত হ'বে একথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এ ধরণের স্থপরিকল্পিত কর্ম্মস্থল পরিদর্শন ব্যবস্থা বৃত্তি সম্পর্কিত নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচীকে আরও সহজ করে তুলবে। এর ফলে ছেলেরা যে কাজটি হাতে কলমে করছে, সে কাজ সম্পর্কে তারা নিজেরাই যোগ্যতার বিচার করতে পারবে। যদি তাদের সে কাজে দক্ষতা প্রকাশ পায়, তবে তারা নিজেরাও আগ্রহ অনুভব করবে এবং কর্তৃপক্ষও অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবেন।

কার্য্য পরিদর্শন পরিকল্পনা আরও জটিল ভাবেও করা চলে। সে ক্ষেত্রে একটি নির্দ্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি স্থির করে নিয়ে তদনুযায়ী ছেলেদের চালিত করা যেতে পারে। আমরা অন্য কোনও স্থানে গিয়ে একটি প্রমোদ ভ্রমণ করব। এই প্রমোদ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে যে যে বিষয় শিক্ষা করা যেতে পারে, তা আমাদের সাহায্য করবে।

মুর্শিদাবাদে বেড়াতে গিয়ে আমরা স্থির করলাম যে একটি ছোট দোকান

দিয়ে দেখা হবে যে একে কিভাবে করে চালান যায়। এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের মধ্যে একজনকে দোকানী করে তাকে সমস্ত দোকানটির বিক্রয়ের ভার দেওয়া হ'ল। এ ভাবে অন্যান্য ছেলেদেরও এক একটি কাজের ভার দিয়ে তার উপর আমরা নির্ভর করতে পারি। ছেলেরা এই কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। এই অভিজ্ঞতাই তাদের ভবিষ্যতের জীবন পথের পাথেয় হয়ে থাকবে।

বিদেশের অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় ব্যবসায় কার্য্যে যে সমস্ত ছেলে যোগদান করবে, তাদের কতকগুলো দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করা হয়। এখানে ছেলেরা অল্প সময়ের জন্য কাজ করে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করছে তার মূল্য অপরিসীম।

এছাড়া ভ্রমণের মধ্য দিয়েও বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশ দান কর্মসূচীকে কাজে লাগান যেতে পারে। একটি ভ্রমণের কাজে নানা প্রকারের বুদ্ধির প্রয়োজন। ছেলেদের উপর যদি এই কাজের ভার দেওয়া যায়, তবে তারা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ করতে গিয়ে হয়ত ভুল করবে কিন্তু এই ভুলই তাদের ভবিষ্যতের ভুল নিবারণ করতে সাহায্যতা করবে। এই পরিকল্পনা পদ্ধতি (Project method) নির্দ্দেশদান কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

(ছ) শ্রাব্য ও দৃশ্য বিষয়সমূহ (Audio-visual Aids)

নির্দ্দেশদান কার্য্যসূচীকে সহজ এবং আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য শ্রাব্য ও দৃশ্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়। দৃশ্য বস্তুর সাহায্যে শিক্ষাকে সহজ করে তোলা যায়। দৃশ্য বস্তুর মধ্যে আমরা ছবি ও মডেলের ব্যবহার করতে পারি। নানা বস্তু দিয়েই এই মডেল তৈরী করা যেতে পারে। মডেলের মধ্য দিয়ে ঘটনাগুলোকে বাস্তবতর ও জীবন্ত করে তোলা যায়।

জীবন পরিবেশকে (Life situations) দেখাতে পারলে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণের সৃষ্টি করা যায়। জীবন পরিবেশ উপস্থাপনের অন্যতম প্রধান উপায় হ'ল নাট্যাভিনয়। নাটকের মধ্য দিয়েই আমরা বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করতে পারি এবং তার ফল অনেক বেশী হ'বে। ঘটনাটিকে আমরা যতটা বাস্তবানুগ ভাবে উপস্থাপিত করতে পারব, ঘটনাটি পাঠকচিত্তের ততই গভীরে প্রবেশ করবে।

নাটকাভিনয় হ'ল বাস্তবের অনুকরণ। তাই এই নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শক জীবন পরিবেশকে বুঝতে পারে। এর আবেদন আমাদের অন্তরে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

কেবল ছবি বা মডেলই নয়—কার্টুনের মধ্য দিয়েও বিষয়টি ব্যক্ত করা যেতে পারে। সাধারণ ছবির চেয়ে কার্টুনের প্রভাব অনেক বেশী স্থদূর প্রসারী। তাই দেখা যায়, সাধারণ ছবি যেখানে আমাদের মনে কোন প্রকার রেখাপাত কর্‌তে পারে না, সেখানেও কার্টুনের আবেদন পৌছায়। কার্টুন বিষয়টির প্রতি আমাদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে।

মডেল তৈরীর ক্ষেত্রে আমরা প্লাষ্টার অব প্যারিস, (Plaster of Paris) কাঠ, মণ্ড, কাগজ প্রভৃতির সাহায্য নিতে পারি। কাগজের মণ্ড বা কাঠের মডেল দিয়েও সুন্দরভাবে মডেল তৈরী করা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

পরামর্শ দান

(Counselling)

বৃত্তিগত ও শিল্পগত নির্দ্দেশদান প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার কার্য্যক্রমের কথা আলোচনা করেছি। এবার আমরা আলোচনা কর্‌ব পরামর্শদানের পদ্ধতি সম্পর্কে।

এই কর্ম্মসূচীর প্রাথমিক কাজ হ'ল তথ্য সংগ্রহ। আমাদের মনে রাখ্‌তে হ'বে, এই তথ্য সংগ্রহের ওপরই আমরা সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল কেননা যে তথ্য আমরা সংগ্রহ কর্‌তে পারব, তার ওপরেই আমাদের পরামর্শ দিতে হ'বে। সুতরাং তথ্য সংগ্রহের ওপরই সামগ্রিকভাবে এই কার্য্যসূচীর সার্থকতা নির্ভরশীল। তাই তথ্য সংগ্রাহকদের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী বিদ্যালয়ে এই উদ্দেশ্যে আমরা যে সংগঠন গড়ে তুল্‌ব তার লক্ষ্য হ'বে প্রধানতঃ দুটো, (ক) নির্ণয় করা এবং (খ) প্রতিকার করা, তাই আমরা বিদ্যালয়ের কার্য্যসূচীকে সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে তুলব। বিদ্যালয়ের কার্য্যসূচীর মধ্যে যদি ছেলের ক্ষমতা, দক্ষতা, প্রবণতা, বুদ্ধি, প্রভৃতির পরিমাপ নির্ণয় করবার ব্যবস্থা না করা হয় তবে বিদ্যালয়ে এই নির্দ্দেশদান কর্ম্মসূচী সার্থক করে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়বেই।

তাই বৃত্তিগত নির্দ্দেশদানের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর পরিবর্ত্তন এবং সামঞ্জস্য বিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। শিক্ষাগত নির্দ্দেশদানের জন্য শিক্ষাকে

শিশুকেন্দ্রিক (Child-centred) করে তোলা হয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রবণতা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটতে পারে। এভাবে শিক্ষার কার্য্যসূচী প্রস্তুত করবার ফলে নির্দ্দেশদান কার্য্যসূচী যে অনেক পরিমাণে সহজ হয়ে এসেছে, এ কথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

এই সংগৃহীত তথ্যকে আমরা যদি বিবরণের ভিত্তিতে উপস্থিত করি, তবে তা পড়তে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া প্রত্যেকটি ছেলের ক্ষেত্রে এই বিশদ বিবরণ পড়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই রেখাচিত্র ও লেখচিত্রের মাধ্যমে এই সব তথ্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আমরা যখনই কোন ছেলের অন্তর্নিহিত গুণগুলি সম্পর্কে এ ধরণের কোনও রেখাচিত্র অঙ্কিত করি, তখন তা থেকে আমরা সেই ছাত্রের বিভিন্ন গুণ, তাদের পরিমাণ এবং পারস্পরিক সম্পর্কও জানতে পারি। এ ছাড়া যে সমস্ত বৃত্তি এই গুণগুলোর সম্পর্কে বা অন্তর্নিহিত দক্ষতা বা ক্ষমতার সম্পর্কে সম্পর্কিত, তার সম্পর্কেও আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। কোন ছেলে কলাবিভাগ অথবা মানবতা বিভাগ অথবা বিজ্ঞান বা কৃষি বিভাগে ভর্ত্তি হবে, তা নির্ণয় করবার জন্য আমরা প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার তিন দিক থেকে (ক) ছাত্র (খ) অভিভাবক এবং (গ) বিদ্যালয়ের বিবরণ।

(ক) ছাত্র :—

ছাত্রের ভর্ত্তির ব্যাপারে ছাত্র সম্পর্কে সন্ধান নেওয়াই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একথা বলাই বাহুল্য। তাই ছাত্রের সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করা হবে, তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ছাত্র সম্পর্কে প্রথম তথ্য জান্‌তে হবে, তার নিজের পছন্দ বা নির্ব্বাচন সম্পর্কে অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে উন্নীত হবার পর ছাত্র নিশ্চয়ই নিজের মনে মনে কোনও একটি বিভাগে ভর্ত্তি হবে বলে স্থির করে রেখেছে। তাই ছাত্র সম্পর্কে প্রথমে জানতে হবে, সে নিজে কোন বিভাগে ভর্ত্তি হ'তে চায়।

দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রের আগ্রহের কথা জানতে হবে। ছাত্রের আগ্রহের উপর তার সমগ্র শিক্ষাদান কার্য্যই নির্ভরশীল। সুতরাং ছাত্র কোন্ বিষয়ের প্রতি আগ্রহ অনুভব করছে এ কথা জানা অত্যাবশ্যক। শিক্ষক মহাশয়, বিশেষতঃ বৃত্তি শিক্ষক এ বিষয়ে ভালভাবে জানতে পারবেন। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তি শিক্ষক খেয়ালীসজ্ঘের স্থাপনা করে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ছেলেদের আগ্রহ সৃষ্টির এবং আগ্রহ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করে থাকেন। যে বিষয়ের প্রতি

ছাত্রের আগ্রহ পুষ্ট হয়েছে, সেই বিষয় শিক্ষায় তার যে সুবিধা হবে একথা বলাই বাহুল্য। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই তথ্যের উপর ছেলেদের ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থা নির্ভর করছে।

ছাত্র সম্পর্কে তৃতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় হ'লে কোন্ বিশেষ বিষয়গুলো শিক্ষার জন্য তার আগ্রহ আছে। দেখা যায় ছাত্রের কোনও বিভাগের প্রতি আগ্রহ বা প্রবণতা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু বিদ্যালয়ে যে বিষয়গুলো পড়ান হয়, তার মধ্যে কতকগুলে বিষয় ভাল লাগে। প্রায় প্রত্যেক ছাত্রেরই বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্গত কতকগুলো বিষয় পড়তে ভাল লাগে, তা আমাদের মান্‌তে হবে। এর উপরে অনেক পরিমাণে ছাত্রের ভবিষ্যতের সাফল্য নির্ভর করছে। সুতরাং আমরা যদি তার এই ভাল লাগবার কথা জানতে পারি, তবে নিশ্চয়ই শিক্ষাব্যবস্থা তাদের কাছে খুব খারাপ বলে মনে হবে না। ছাত্রের উপর কোনও বিষয় জোর করে চাপিয়ে দিতে গেলেই তার বিদ্রোহী সত্তা বেঁকে বসে। তখন যত চেষ্টাই করা যাক না কেন তার মন পাঠাভিমুখী করে তোলা যায় না। কিন্তু আমরা যদি ছেলের আগ্রহ অনুযায়ী তার পঠণীয় বিষয়গুলো নির্বাচন করতে পারি, তবে যে এ অসুবিধা ঘটবেনা, সে কথা বলা যেতে পারে।

চতুর্থতঃ আমরা দেখতে পাই কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ছেলের প্রীতি থাকে। তাঁদের কাছে সব সময় সে থাকৃতে চায়। তাঁদের সঙ্গ এবং সান্নিধ্য তাঁর জীবনে আলস্য এনে দেয়। অবশ্য এর বিপরীত অবস্থাও দেখা দেয়। অর্থাৎ কোনও কোনও ব্যক্তির বা শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের ভীতি থাকে। প্যাভলভের (Pavlov) প্রতিবর্তক ক্রিয়া (conditioned reflex) এর মাধ্যমে ছেলেদের মনের এই ভীতি দূর করতে না পারলে শিক্ষার ক্ষেত্রেও নানাপ্রকার বাধার সম্মুখীন হতে হয়। দেখা গেছে, কোনও ব্যক্তি বা শিক্ষকের উপরে এই ভীতি অবশেষে বিষয়ের প্রতি ভীতিতে পরিণত হয়। তাই তখন ছাত্রের মন থেকে এই ভীতি দূর করে তার মনকে মুক্ত করতে পারলেই শিক্ষা ব্যবস্থা সহজ হয়ে ওঠে। তেমনই যে শিক্ষককে ছেলেদের ভাল লাগে তাঁদের সম্পর্কে আমাদের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তাঁরা যে বিষয় পড়ান, স্বভাবতঃই সেই বিষয়গুলো শিক্ষার প্রতি ছাত্রের মনে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাবে এবং সেও সহজে এই বিষয়গুলো শিক্ষা করতে পারবে। তাই আমাদের ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখতে হবে কাদের প্রতি ছাত্রের এই প্রীতি ও ভালবাসা আছে।

পঞ্চমতঃ বিদ্যালয়ের সহকার্য্য-সূচীকে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্বে একে বলা হয় কার্য্যসূচী বহির্ভূত কার্য্যক্রম (Extra curricular Activities) কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে পঠনীয় বিষয়ের অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্রমের চেয়ে এই কার্য্যক্রমের গুরুত্ব আদৌ কম নয়। তাই একে এখন বলা হয় সহ শিক্ষা-সূচী (Co-curricular Activities) বিদ্যালয়ের নিছক পাঠদান ছাড়া আর যে সমস্ত কাজ আছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও ছাত্রদের একটি নির্দ্দিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শিক্ষার্থী হ'ল বিদ্যালয় পরিবেশের প্রাণবান অঙ্গ। সুতরাং বিদ্যালয়ের কর্ম্মাঙ্গের মধ্যে শিক্ষার্থীর ভূমিকাও হ'বে সক্রিয় নিষ্ক্রিয় নয়। বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব বা অন্যান্য উৎসব (রবীন্দ্র জয়ন্তী প্রভৃতি খেলাধূলা, প্রমোদ ভ্রমণ প্রভৃতিতেও ছেলেদের একটা নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। এখানে ছেলেদের ভূমিকা থেকেই আমরা ছেলেদের সম্বন্ধে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি। ছেলেরা যখন কার্য্যসূচীর বাঁধনে বন্দী থাকে, তখন তাদের মনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন তারা অন্যান্য কাজ করে, সেখানে তারা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে বলেই তাদের মন প্রকাশ পায়। তাই আমাদের দেখ্‌তে হ'বে, এই সমস্ত কাজের ব্যাপারে ছেলেরা কিভাবে এবং কোন্ কোন্ ধরণের কাজ করছে। এখানেও একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখ্‌তে হ'বে। এক একটি ছেলে এক এক ধরণের কাজ করতে ভালবাসে। তাই কোন্ ছেলে কোন্ ধরণের কাজে অংশ গ্রহণ করছে, তা আমাদের লক্ষ্য করতে হ'বে।

এছাড়া আরও একটি বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'বে। এটির কথা শেষে উল্লেখ করা হ'লেও এটির গুরুত্ব কম নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের সঠিক পরিচয় মেলে না—অকাজের মধ্যে মেলে। হিসেবের মধ্যে আসল মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় না। বেহিসাবের মধ্য দিয়েই আসল মানুষটির স্বরূপ ধরা পড়ে। ছেলেদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্রমের মধ্য দিয়ে আমরা ছেলেদের মনের প্রকৃত পরিচয় জান্‌তে পারি না কেননা সেখানে তারা সেই কর্ম্মের গণ্ডীতে বাঁধা আছে। সেই গণ্ডী কাটিয়ে যখন তাদের মন মুক্ত বিহঙ্গমের মত স্বাধীনভাবে ডানা মেল্‌তে পারবে, তখনই আমরা তাদের জান্‌তে পারব। কেবল অবসর সময়েই শিশু ভোলানাথের দল আপনার মনে আপনি ব্যস্ত থাকে। তখন তারা আপনার মনে একটা আলাদা জগৎ তৈরী করে নিয়ে সেখানেই বাস করতে থাকে। তখন তারা যে কাজ করে, যে খেলাধূলা করে, তার মধ্য দিয়েই তাদের মনের প্রকৃত পরিচয়

মিল্‌বে। অবসর সময়ে ছেলেরা নিজেদের মনে আপনাদের খেয়াল চরিতার্থ কর্‌তে পারে বলে তাঁদের তখনকার কাজের মধ্য দিয়েই আমরা তাদের প্রকৃত পরিচয় পাব। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে, এই সময় তারা কোন্ কোন্ কাজ কর্‌ছে বা করতে ভালবাসে।

ছেলেদের সম্পর্কে আমাদের এই ছয়টি তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত ঘরে এই তথ্য সাজাতে হ'বে।

(খ) অভিভাবক :—অভিভাবকের মতামতই আমাদের দেশে ভর্ত্তির ব্যাপারে চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তাঁরা শিক্ষা এবং মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না। তাঁরা খেয়ালের দ্বারা চালিত হয়েই তাঁদের ছেলেমেয়েকে কোনও বিশেষ বিভাগে ভর্ত্তি কর্‌বার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে বিভাগে ভর্ত্তি হ'লে লাভজনক বৃত্তি গ্রহণ করা সম্ভব হ'বে, সেই বিভাগে ছেলেকে ভর্ত্তি করবার জন্য তাঁরা বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠেন। প্রয়োজন হ'লে তারা বিদ্যালয় পরিবর্ত্তন কর্‌তে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু যে বিভাগে ছেলেটিকে ভর্ত্তি কর্‌তে চাইছেন, সেই বিষয়ে ভর্ত্তি হবার যোগ্যতা ছেলেটির আছে কিনা, তা ভেবে দেখা তারা প্রয়োজন বলে মনে করেন না। অনেকেরই ধারণা, ছেলে সব বিভাগেই সমান ফল কর্‌তে পার্‌বে। এভাবে অবৈজ্ঞানিক পন্থায় ছাত্র ভর্ত্তি করবার জন্যই আমরা দেখ্‌তে পাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলের হার ক্রমেই বেড়েই চলেছে। ছেলে যে বিষয়ে ভর্ত্তি হ'লে ভাল ফল কর্‌তে পারত অথবা তার ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারত, তাকে সেই বিভাগে ভর্ত্তি না করবার জন্য সে নিজেও পড়া-শুনায় নিরুৎসাহ বোধ করে থাকে। পরীক্ষার পর অভিভাবক তার ব্যর্থতার পরিচয় পেয়ে অপরাধের বোঝা তার কাঁধেই তুলে দেন। অথচ এ ক্ষেত্রে ছাত্রের ব্যর্থতার জন্য অভিভাবকই সর্ব্বতোভাবে দায়ী। তবে অভিভাবকের দিক থেকেও যে কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন, এ কথা বলাই বাহুল্য।

আর্য্য সমাজ ব্যবস্থায় বৃত্তি ছিল বংশানুক্রমিক। বলা বাহুল্য এতে অপকার থাক্‌লে উপকার ছিল না, এ কথা বলা চলে না। বাবার কাছ থেকে ছেলে সহজেই বৃত্তি সম্পর্কে তার বাল্যকাল থেকেই শিক্ষা পেত এবং পরিবেশের মধ্যে থেকে এই বৃত্তির প্রতি তার একটা আগ্রহ বোধ জাগ্‌ত।

অভিভাবক সম্পর্কে আমাদের প্রথম জানতে হবে তার ইচ্ছা কি? আমরা

যতই নির্দ্দেশ দান পরিকল্পনা করি না কেন, অভিভাবকের ইচ্ছাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। তাই অভিভাবক ছাত্রের ভর্ত্তির ব্যাপারে কি ইচ্ছা পোষণ করেন, সেটা জেনে নেওয়া আমাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। হয়ত দেখা যাবে যে অভিভাবক যে বিভাগে ছেলেকে ভর্ত্তি করবার জন্য আগ্রহান্বিত, অনুরূপ কোন বিষয়েই আমরা ছেলেটিকে ভর্ত্তি করে নিতে পারি।

বর্ত্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে আমরা দেখতে পাব, প্রায় সব ছেলেই বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হবার জন্য ভিড় করে থাকে এবং এই শ্রেণীতেই ছাত্র ভর্ত্তির সংখ্যা বেশী। বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হ'বার জন্যই প্রায় ৮৫% ছেলে আবেদন করে থাকে। তারপর বাণিজ্য বিভাগে ভর্ত্তির ভিড় দেখা যায়। বাণিজ্য বিভাগে ভর্ত্তি হ'লে ভবিষ্যতে ছেলেদের চাকুরি পাওয়ার সুবিধে হ'বে কেননা শিল্পোন্নয়নের ফলে অনেক বাণিজ্য সংস্থা গড়ে উঠেছে এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে বাণিজ্য বিভাগে ভর্ত্তির জন্যও ছেলেরা অযথা ভিড় করে থাকে।

কিন্তু মানবতা বিভাগে ভর্ত্তি হ'তে প্রায় কোনও ছাত্রই চায় না। বর্ত্তমানে যে ভাবে ছেলে ভর্ত্তি হয়, তার হিসেব নিলে দেখা যাবে যে ভাল ছেলেরা ভর্ত্তি হচ্ছে বিজ্ঞান বিভাগে। মাঝারি ধরণের ছেলেরা ভর্ত্তি হচ্ছে বাণিজ্য বিভাগ। আর সবচেয়ে খারাপ ছেলেরা ভর্ত্তি হচ্ছে মানবতা বিভাগে। বলা বাহুল্য মানবতা বিভাগে ছাত্রদের মধ্যে অকৃতকার্য্যতার পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ এই ভর্ত্তি ব্যবস্থা। ছাত্রদের হিসাব নিলে দেখা যাবে, বিজ্ঞান বিভগে ছাত্র-সংখ্যা থাকে পুরোপুরি, বাণিজ্য বিভাগেও প্রায় তাই, অথচ মানবতা বিভাগে ৭।৮ জন ছেলেকে নিয়ে পড়াতে হয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই মানবতা বিভাগে ১০।১২ জন ছাত্রের বেশী হয় না।

কিন্তু ভাল ছেলেরা বিজ্ঞানে ভর্ত্তি হয় বলেই যে বিজ্ঞান বিভাগে কেউ অকৃতকার্য্য হয় না, এ কথা বলা চলে না। পাশের সংখ্যা এই বিভাগে সবচেয়ে বেশী এবং সেটা স্বাভাবিক কেননা সেরা ছেলেদেরই এই বিভাগে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এদের মধ্যেও যে ৩৫% থেকে ৪৫% ছেলে ফেল করে তার কারণ ভুল নির্ব্বাচন। জোর করে যে ছেলেকে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি করা হয়েছে, অথচ তার মানবতা বিভাগই হয়ত উপযুক্ত বিভাগ ছিল। তার পক্ষে বিজ্ঞান বিভাগে ফল ভাল করা অসম্ভব।

অভিভাবক বা মাতাপিতার ইচ্ছার কথা ছাড়াও তাঁদের বৃত্তির কথা

আমাদের জান্‌তে হবে। আমরা আগেই বলেছি, দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশে আর্য্য সমাজের অনুকরণে বৃত্তিকে বংশানুক্রমিক করে পালন হয়েছে। অভিভাবক যে বৃত্তি অবলম্বন করেছেন, যে বৃত্তির প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ প্রবণতা বা দক্ষতা থাকা অসম্ভব বলে মনে করা ঠিক নয়। বরং আমরা বল্‌তে পারি, এটাই স্বাভাবিক। তাই অভিভাবক বা মাতাপিতা কোন বৃত্তি অবলম্বন করেছেন সে সম্পর্কে আমাদের সন্ধান নিতে হ'বে।

তৃতীয়তঃ অভিভাবকের আগ্রহের কথা আমাদের জান্‌তে হ'বে। অভিভাবক নিশ্চয় ছেলেকে কোনও বিশেষ বিভাগে ভর্ত্তি করবার জন্য আগ্রহ অনুভব করবেন। সে বিষয়টি জান্‌তে পারলে আমাদের অনেক সুবিধা হ'বে। অভিভাবকের নিজের আগ্রহের সঙ্গে যদি ছেলের আগ্রহ মিলে যায়, তবে সেই বিষয়ে হয়ত ছেলেটি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে। অভিভাবক নিজে যে বিষয়ে আগ্রহ বোধ করেন, স্বভাবতঃই তিনি তার ছেলে মেয়েদের জন্য সেই বিষয়টিরই সুপারিশ করবেন। তাই অভিভাবকদের সম্পর্কেও এই তথ্য আমাদের জেনে নিতে হ'বে।

ছাত্র এবং অভিভাবক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পর আমাদের বিদ্যালয়ের বিবরণ সংগ্রহ করতে হ'বে। ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বের ফল বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিবরণীতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু তার ওপর মন্তব্য করবার রীতিকে আমরা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করতে পারি না। একটি ছেলে বিজ্ঞানে ৭০% নম্বর পেয়েছে দেখেই যদি আমরা তাকে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি করে নেবার জন্য সুপারিশ করি, তবে আমরা ভুল করব। পড়াশুনার ক্ষেত্রে ছেলে যে বিভাগকে অনুসরণ করবে, সে সম্পর্কে তার অন্তর থেকে আগ্রহ এবং অন্তর্নিহিত গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। পরীক্ষার আগে নির্দ্দিষ্ট অংশ মুখস্থ করেও কোন ছেলে বিজ্ঞান বিষয়ে ৭০% নম্বর পেতে পারে, কিন্তু তা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়না যে ছেলেটির মধ্যে বিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষতা আছে। আবার কোনও ছেলে বিজ্ঞানে বা গণিতে কম নম্বর পেয়েছে দেখেই তাকে বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্ত্তি হ'বার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাও অসঙ্গত কেননা হয়ত বিশেষ কোনও কারণে ছেলেটি পরীক্ষার ফল ভাল করতে পারেনি কিন্তু বিজ্ঞানে তার দক্ষতা আছে।

আমাদের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি রচনা ধর্ম্মী (Essay type)। এই রচনা-ধর্ম্মী পরীক্ষায় বিষয়ের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না। তাই এই পরীক্ষার ফল থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ত্রুটিযুক্ত। সুতরাং

বিদ্যালয় থেকেও আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করব তা কেবল পরীক্ষা ভিত্তিক নয়। বরং পরীক্ষা বাদ দিয়ে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করব, সেই তথ্যই বেশী উপযোগী হ'বে।

বিদ্যালয়ের বিবরণ থেকে আমাদের সর্ব্বপ্রথম জানতে হ'বে, সেইকার্য্য-সূচীর (Co-curricular Activities) ক্ষেত্রে ছেলে কোন্ কোন্ বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে। ছাত্রের কাছ থেকে আমরা এ বিবরণ সংগ্রহ করেছি। কিন্তু বিদ্যালয়েও ছাত্র সম্পর্কে এ বিবরণ পাওয়া যাবে এবং এ বিবরণ বিশেষ মূল্যবান বলেই বিবেচনা করতে হ'বে।

দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রের আগ্রহ সম্পর্কে ও বিদ্যালয়ের বিবরণীতে উল্লেখ থাকে। ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করতে গিয়ে সর্ব্বাত্মক মন্তব্যলিপিতে (Cumulative Record Card) আমরা আগ্রহ সম্পর্কে গুণগত এবং পরিমাণগত এই উভয় প্রকার তথ্যই সংগ্রহ করতে পারব।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক ছেলেকে কোন্ বিভাগে ভর্ত্তি হবার জন্য সুপারিশ করছেন, তা আমাদের জানতে হ'বে এ বিষয়ে বৃত্তি শিক্ষকের সুবিধা আছে। তিনি বিভিন্ন কর্ম্মাঙ্গের মাধ্যমে ছেলের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত এবং তার আগ্রহ ও প্রবণতার কথা জানেন। সুতরাং তাঁর নির্দ্দেশ সবচেয়ে মূল্যবান।

আমরা এভাবে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হ'বে। এই রেখাচিত্র থেকেই ছেলের বৃত্তিগত সুবিধানুযায়ী বিভাগ নির্ব্বাচন করতে হ'বে। বলা বাহুল্য কাজটি জটিল। আমরা ছেলের সম্পর্কে ত্রিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেছি। ছাত্রের কৃতিত্ব এবং ক্ষমতা সম্পর্কে ও বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হ'ল, কোন বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হ'বে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে সব তথ্যই একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যাবে না। হয়ত বিভিন্ন তথ্য আমাদের বিভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে। ছাত্র সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তার মধ্যে ও শিক্ষকের এবং অভিভাবকের মন্তব্য ভিন্নরূপ হ'তে পারে। আবার এই বিবরণে প্রাপ্ত ফলের সঙ্গে ছাত্রের কৃতিত্ব এবং দক্ষতার বিবরণে পার্থক্য দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ ছাত্রের সম্পর্কে যে বিবরণ আমরা সংগ্রহ করেছি, তা থেকে হয় ছেলেটিকে মানবতা বিভাগে ভর্ত্তি করাই যুক্তিযুক্ত মনে হবে। কিন্তু ছেলের কৃতিত্বের বিবরণ থেকে দেখা গেল যে মানবতা বিভাগে তার কৃতিত্ব অতি সামান্য। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিষয় নির্ব্বাচন যে জটিলাকার ধারণ করবে, সে

কথা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা কিছু পরিমাণ বৈপরীত্য এবং জটিলতার সম্মুখীন হ'ব। কিন্তু তবুও এর থেকেই আমাদের নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। সুতরাং আমাদের স্থির করে নিতে হবে যে কোন বিষয়ের ওপরে আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করব এবং কোন বিষয়টিকে আমরা বেশী গুরুত্ব দেব না।

আমাদের মনে রাখ্তে হবে যে বিভাগ নির্ব্বাচন করা হচ্ছে ছাত্রের জন্য, তার মাতাপিতার জন্য নয়। সুতরাং মাতাপিতার মন্তব্যের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। ছেলের ক্ষমতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি দেখা যায় যে অন্য সব বিবরণ কোনও ছেলের বিজ্ঞান বিভাগের ভর্ত্তি হ'বার অনুকূলে আছে কিন্তু ছেলের বিজ্ঞান বিষয়ে ক্ষমতা এবং কৃতিত্ব নেই, তবে ছেলেকে বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্ত্তি হবার কথা বলা ভুল। আমাদের মনে রাখতে হ'বে, আগ্রহের গতি এবং প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল। বিভিন্ন অবস্থার উপর ছেলের আগ্রহ বা প্রবণতা নির্ভর করে। সুতরাং আগ্রহের উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করা সঙ্গত নয়। যা জন্মগত, তা পরিবর্ত্তন করা কঠিন, কিন্তু যা অর্জ্জন সাপেক্ষ, তার পরিবর্ত্তন সম্ভব। সুতরাং জন্মগত গুণগুলোর উপর গুরুত্ব অর্পণ করাই যুক্তিযুক্ত। মানুষের বুদ্ধিরও উন্নতি হওয়া স্বাভাবিক। ব্যক্তিত্বের যে সমস্ত গুণ আছে. তার অধিকাংশই অর্জ্জন সাপেক্ষ এবং আমরা সেগুলো পরিবর্ত্তন করতে পারি। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমেই ছেলেদের অনেক সুপ্তগুণের বিকাশ এবং পরিবর্ত্তন সম্ভব। কিন্তু জন্মগতভাবে শিশু যে দক্ষতা এবং ক্ষমতা নিয়ে এসেছে, তার বেশী পরিবর্ত্তন ঘটে না। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ছেলেদের মধ্যে পরিবর্ত্তন সাধন করবার জন্য যে পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখা গেছে, তা থেকেও আমরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হ'তে পারি যে জন্মগত গুণাবলীর বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। (এ প্রসঙ্গে Yukes family এবং Edwards family ইতিহাস দ্রষ্টব্য। Mendel পরিবেশিত তথ্যও এ সম্পর্কে আমাদের আলোক দান করে।)

তবে এ প্রসঙ্গে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। বংশধারা দেখে আমরা যদি প্রভাবান্বিত হই, তবে ছেলের গুণাবলীর মান নির্ণয়ে আমাদের পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট বিচার করাই স্বাভাবিক।

ছেলের কৃতিত্বের পরিচয় আমরা পাই তার পরীক্ষার ফলের মধ্য দিয়ে। এই ফলে আমরা দেখ্তে পাই, কোন ছেলে হয়ত একটি বিষয়ে ৮০%নম্বর

পেয়েছে আবার সেই ছেলেই আর একটি বিষয়ে ৪০%নম্বর পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে জটিলতার পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রশ্ন হ'ল এই যে আমরা এখানে কিভাবে তার পরীক্ষার ফল থেকে কৃতিত্ব নির্ণয় করব।

এক্ষেত্রে আমাদের বিষয়টির প্রকৃতি দেখ্‌তে হ'বে এবং সেই বিষয়ে P একটা নির্দ্দিষ্ট মানের উপর নির্ভর করতে হ'বে। ছেলে কোনও বিষয়ে ০ (শূন্য) পেয়েছে। তার পক্ষে সে বিষয়ে খুব বেশী কৃতিত্ব অর্জ্জন করা অসম্ভব। তাকে যতই সুযোগ দেওয়া যাক্ না কেন, বিষয়টি শিক্ষার অনুকূলে যত সুস্থ পরিবেশই গড়ে তোলা যাক না কেন, সে হয়ত ১০% নম্বর অথবা ১৫% নম্বর পেতে পারে। কিন্তু তার পক্ষে সাফল্যাঙ্কের কাছাকাছি পৌছানো প্রায় অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ বিষয়টির গুরুত্ব নির্ণয় করতে হ'বে। এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের পক্ষপাত বেশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রশ্ন হ'ল, কোন্ বিষয়ের কৃতিত্বের উপর আমরা গুরুত্ব অর্পণ করব। কতকগুলো বিষয় আছে, যে বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করা অত্যন্ত কঠিন। অনেক চেষ্টায় সেই সব বিষয়ে অতি সামান্য কৃতিত্ব অর্জ্জন করা যায় সেই সব বিষয়ের প্রতি অবশ্যই আমাদের গুরুত্ব অর্পণ করতে হ'বে। কেননা সেই সব বিষয়ে যে ছেলে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নি, তাদের কাছে থেকে ভবিষ্যতের ভাল ফল করাবার প্রতিশ্রুতি আশা করা যেতে পারেনা। সাধারণতঃ ভাষা ও সাহিত্য এবং গণিতকেই এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। এই দুটো বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করা কেবল আয়াস সাপেক্ষ নয় — সুকঠিন। সুতরাং যে সমস্ত ছেলে এই বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি, তাদের বিষয় নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের তদনুযায়ী ব্যবস্থা কর্‌তে হ'বে।

আবার ইতিহাস ভুগোল প্রভৃতি বিষয়গুলোকে সহজ বলে মনে করা হয়। দেখা যায় যে ছেলে ইংরাজীতে ৩০%নম্বর পেয়েছে, সে ইতিহাসে ৭০% নম্বর পেয়েছে। তার কারণ ইতিহাস বা ভুগোলে কৃতিত্ব অর্জ্জন করা সহজ। তাই ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে কৃতিত্বের পরিমাণ দেখে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন শিক্ষার চাবীকাঠি হল আগ্রহ। আগ্রহ না না থাকলে কখনও শেখা যায় না। যদি কোনও ছাত্রের কোনও বিশেষ বৃত্তির প্রতি আগ্রহ না থাকে, তবে সে যে সেই সম্পর্কিত বিষয় শিখতে চাইবে না, একথা বলাই বাহুল্য। আমাদের নির্দেশদান কর্মসূচী অনেক

৮

পরিমাণে এই আগ্রহ সৃষ্টির উপরে নির্ভরশীল। নির্দ্দেশদানের লক্ষ্যই হ'ল ছেলে যাতে কর্মজীবনে উপযুক্ত বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কিন্তু ক্ষমতা এবং আগ্রহ একরকম নাও হতে পারে। একটি ছেলের হয়ত কোনও একটি বিষয়ে ক্ষমতা আছে কিন্তু ভিন্নতর বিষয়ের প্রতি তার আগ্রহের প্রকাশ দেখা যেতে পারে। এরকম অনেক ঘটনা আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করে থাকি। বলা বাহুল্য, ছেলের যে বিষয়ে আগ্রহ আছে, সে বিষয়টি শিক্ষা করাই তার পক্ষে সবচেয়ে সহজ কাজ হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে ছেলের ক্ষমতা এবং আগ্রহ ভিন্ন পথ নিয়েছে, তবে ছেলের আগ্রহ ও ক্ষমতার দিকেই চালিত করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি যে আগ্রহ পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে আমরা ছেলের আগ্রহ পরিবর্ত্তিত করতে পারি এবং ক্ষমতার সঙ্গে আগ্রহ যুক্ত করে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারি।

আমাদের দেশে কিন্তু ইচ্ছার উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে ইচ্ছা এবং আগ্রহের মধ্যেও পার্থক্য আছে। সহপাঠীদের বা প্রিয় বন্ধুদের দেখে কোনও বিশেষ বিষয়ে পড়াশুনা করবার ইচ্ছা হওয়াই কোন ছেলের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কিন্তু সেই বিষয়ে তার আগ্রহ আছে, এ সিদ্ধান্ত করা ভুল হ'বে।

আমরা আগে যে সব তথ্যের কথা উল্লেখ করেছি, সেই সব তথ্যের ভিত্তিতেই বৃত্তি শিক্ষক ছাত্রদের জন্য বিভাগ নির্দ্দিষ্ট করে দিবেন। অর্থাৎ কোন্ ছেলে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হ'বে, কোন্ ছেলে বাণিজ্য বিভাগে ভর্ত্তি হ'বে, তাদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বৃত্তি-শিক্ষক সে বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জানাবেন। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, সে বিষয়ে ভর্ত্তি হয়ে ছেলে উপযুক্ত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে কিনা, তা বলা কঠিন কেননা এখানেও ছেলের ইচ্ছা এবং অভিভাবকের ইচ্ছার প্রশ্ন আছে। অভিভাবককে যদি বৃত্তি-শিক্ষক বুঝিয়ে দিতে পারেন, যে তাঁর ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই তিনি তার ছেলের বৃত্তি নির্ব্বাচন করেছেন, তবে তিনি সে কথায় আস্থা স্থাপন করবেন কিনা অথবা সম্মত হ'বেন কিনা বলা কঠিন। এই সমস্ত বিষয়ই পরামর্শদান কার্য্যসূচীতে জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

বৃত্তিশিক্ষক, অভিভাবক এবং ছাত্র এই তিনজনই যে কোনও বিষয় সম্পর্কে একমত হ'তে পারবেন, এটা আশা করা চলে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার ভিত্তিতে বৃত্তি শিক্ষকের পক্ষে

কোনও সুনিশ্চিত মত প্রকাশ প্রায় অসম্ভব তখন তাঁকে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে হ'বে। এ ক্ষেত্রেও তাঁর অভিভাবকের সহযোগিতার প্রয়োজন কেননা তা ছাড়া তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন না।

আমরা আগেই বলেছি, কেবল তথ্যই সব নয়, এই কর্ম্মসূচীতে আলাপ আলোচনারও একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে। ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষকের, বৃত্তি শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকের এই আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়েও অনেক দুরূহ সমস্যার সহজ সমাধান হ'তে পারে।

এবার আমরা আলোচনা করব, এই পরামর্শ দানের উদ্দেশ্য কি ?

সাধারণভাবে পরামর্শদানের উদ্দেশ্যগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ প্রত্যেকটি ছেলেরই একটি করে স্বতন্ত্র সমস্যা আছে। এক একটি ছেলের কৃতিত্বের ফল এক এক রকম। যে সমস্ত পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে তার ফলের ভিত্তিতে ছেলেদের কৃতিত্বের কথা তাদের কাছে জানাতে হ'বে কোন্ ছেলের কোন্ বিষয়ের কৃতিত্ব বা অক্ষমতার জন্য তাকে কোন বিভাগের জন্য নির্ব্বাচন করা হয়েছে, সে বিষয়ে তাকে জানিয়ে দিতে হ'বে। ছাত্রের গুণগত দিক সম্পর্কে অভীক্ষার ফল তাকে জানালে আমাদের কাজ যে অনেক সহজ হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয়তঃ কোন্ ছাত্র কোন বিভাগে পড়াশুনা করলে বৃত্তিগত দিক থেকে তার পক্ষে সুবিধা হ'বে, সে বিষয়ে ছেলেদের জানিয়ে দেওয়াও বৃত্তি শিক্ষকের প্রয়োজন। ছেলেরা নিজেরা তাদের বৃত্তি সম্পর্কে কোনও নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেনা। তাদের শিক্ষকের সাহায্য নিতে হয়। বৃত্তি শিক্ষক তাদের এ বিষয়ে সাহায্য করবেন অর্থাৎ উপযুক্ত পরমর্শদানের মাধ্যমে তাদের বৃত্তি নির্বাচন করতে সাহায্য করবেন এটা তাঁর একটা দায়িত্ব।

তৃতীয়তঃ সব ছাত্র যে সব বিষয়ে সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবে না একথা বলাই বাহুল্য এক একটি ছেলের এক এক বিষয়ে ত্রুটি আছে, তা জানিয়ে ঐটি দূর করবার উপায় সম্পর্কেও তাদের নির্দ্দেশ দিতে হবে। ছেলেরা যেন বৃত্তি শিক্ষকের কাছ থেকে উপদেশ পেয়ে তদনুযায়ী তাদের ত্রুটি দূর করতে পারে।

ছেলেরা বৃত্তি সম্পর্কে বিশেষ তথ্য জানে না। তাদের কাছে বৃত্তি সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন করা হ'ল বৃত্তিশিক্ষকের কাজ। তিনিও বৃত্তি সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য পাবেন, ছেলেদের কাছে তা জানবার ব্যবস্থা করবেন।

পরামর্শদান কার্য্যসূচীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী কোন্ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হ'বে এবং কি ধরণের শিক্ষা গ্রহণ করবে, সে সম্পর্কে ছাত্রকে সহায়তা করা। এই কার্য্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয় এবং এই পরীক্ষার ফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

শিশুর শিক্ষাধারা নির্বাচনের উপরেই নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ জীবন। যে ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মানবতা (Humanities) বা বাণিজ্য (Commerce) বিভাগ বেছে নিয়েছে, ভবিষ্যতে সে বিজ্ঞানের কোনও শাখায়, যথা চিকিৎসাবিদ্যা, ইঞ্জিনীয়ারীং প্রভৃতিতে কাজ করতে পারবে না। এ জন্য শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনকেই এই পঠনীয় বিভাগ নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক করে দেওয়া হয়। বিষয়টির গুরুত্ব কত তা আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি। যদি এই নির্ব্বাচন ভুল হয়, তবে যে কেবল শিক্ষার্থীর জীবনেই ব্যর্থতা আসবে, তা নয়, সমাজ জীবনেও এর সুস্পষ্ট ছাপ পড়বে। আজকের শিক্ষার্থীই ভবিষ্যতের সমাজ নিয়ন্তা, দেশের কর্ণধার। সুতরাং তাদের জীবন সার্থক করে তুলতে না পারলে সে ক্ষতি কেবল সেই শিক্ষার্থীরই নয়। সমাজকেও সে ক্ষতির জন্য মূল্য দিতে হ'বে।

পরামর্শদান কার্য্যসূচীকে এ জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাতাপিতা ছেলের স্বভাব জানলেও তার মানসিকতা বুঝতে পারেন না। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, দক্ষতা, প্রবনতা, প্রভৃতি বুঝতে গেলেও মনস্তত্ত্বের জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু মাতাপিতার কাছ থেকে আমরা তা আশা করতে পারি না। তাই এ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ বলে পরিগণিত, তাঁদের উপরেই এ ভার অর্পণ করতে হবে। পরামর্শদান কার্য্যসূচী অনুযায়ী মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা এবং গবেষণার মাধ্যমে ছাত্রদের আগ্রহ ; দক্ষতা ও প্রবণতার বিচার করা হয়। এ বিচার নির্ভুল কিনা বলা কঠিন। কিন্তু নির্ভুল না হ'লেও যে শতকরা ৮৫ জন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই বিচার সাফল্যের পরিচয় দিয়াছে. একথা অনস্বীকার্য্য। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষা পদ্ধতি বা পরিমাপ পদ্ধতির নব রূপায়ণের ফলে পরামর্শদান কার্য্যসূচী আজ সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। শিক্ষার সঞ্চরণের (Transfer of training) মতবাদ অনুযায়ী বিজ্ঞান বিষয়ে যারা ভাল ফল করেছে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে তাদেরই বিজ্ঞান বিভাগের জন্য নির্ব্বাচিত করার ফল ভাল হয়নি। দেখা গেছে, যে ছেলেটির আগ্রহ ও প্রবণতা বাণিজ্য বিভাগে সর্ব্বাধিক, সেই হয়ত বিজ্ঞানের পরীক্ষায় ভাল

নম্বর পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাকে বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্ত্তি করে নিলে ভবিষ্যতে তাকে অবশ্যই ব্যর্থতার সম্মুখীন হ'তে হ'বে। শিক্ষার সঞ্চরণের মতবাদ সম্পর্কেও যদিও আজ বিতর্কের ঝড় উঠেছে, তবুও তার আংশিক সত্যতা অস্বীকার করবার উপায় নাই। সংখ্যাগত যোগ্যতা (Number ability) যে ছেলের বেশী, সে ছেলে গণিতে ভাল নম্বর পাবে, এ কথা বলা যেতে পারে।

মনস্তাত্ত্বিক পরিমাপ পদ্ধতিতে নানাভাবে বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। এই পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা যায়।

কিন্তু মেধা থাক্‌লেই যে সব ছেলে সব রকম শিক্ষা নিতে পার্‌বে, এ কথা বলা যায় না। এমন অনেক ছাত্র আছে, যাদের চিকিৎসা বিদ্যায় আগ্রহ প্রবণতা এবং দক্ষতা আছে। তারা ইচ্ছে করলেই যে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা কর্‌তে পারে না কেননা চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করা ব্যয়সাপেক্ষ এবং অতি সামান্য সংখ্যক ছাত্রই সে ব্যয়ভার বহন কর্‌তে পারে। যদি দেখা যায়, যে যারা মেধাবী, তারাই অর্থাভাবে ভাল কাজ করবার যোগ্যতা অর্জ্জন কর্‌তে পারছে না, তারা বাধ্য হয়ে স্বল্পব্যয় সাধ্য বিভাগে শিক্ষা লাভ কর্‌ছে তা হ'লে সেটা অত্যন্ত দুঃখের কারণ হয়ে পড়্‌বে এবং সমাজ ও দেশ তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কল্যাণকর বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হ'বে।

পরামর্শদানের অন্যতম কাজ হ'ল এই সব ছাত্রদের আর্থিক সঙ্গতি রক্ষা ব্যবস্থা করা। এই ছাত্রেরা যাতে ভবিষ্যতে শিক্ষালাভের জন্য আয়ের পথ খুঁজে পায়, পরামর্শদান কার্য্যসূচীর মাধ্যমে সে ব্যবস্থাও করা হয়। কিভাবে ছেলেরা তাদের পাঠকালে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন কর্‌তে পারে এবং কিভাবে আর্থিক দিক থেকে নিজের উপর নির্ভরশীল হ'তে পারে। সে বিষয়ে নির্দ্দেশ দানও এই কার্য্যসূচীর অন্যতম অঙ্গ।

কিন্তু শিক্ষার্থীর সমস্যা শিক্ষাসমস্যা হ'লেও সব সমস্যাই এক রকম নয়। আমরা এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সমস্যার কথা আলোচনা কর্‌লাম, এগুলো সবই সরল কিন্তু জটিলতর সমস্যাও আছে। আমরা শিশুর মনোজগতের কথা এড়িয়ে যেতে পারি না। শিশুর শিক্ষা সর্বতোভাবে তার মনের উপর নির্ভর করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেবার পূর্বে যদি তার মানসিকতার পরিচয় না পান, তবে তাঁর শিক্ষাদান করবার কোনও সুযোগই থাকে না।

ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই থাকে সমস্যাজর্জ্জর শিশু (Problem child)। এদের সমস্যার সমাধান কর্‌তে না পার্‌লে সমগ্র শিক্ষাদান পরিকল্পনাই ব্যর্থতায়

পর্য্যবসিত হ'বে। কোনও শিশুর মনে হয়ত কোনও কারণে ভীতি বা বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। কালক্রমে মনের ভাবগ্রন্থিতে তার ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে স্বভাবতঃই তার আচরণধারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। শিক্ষাদান করবার পূর্ব্বে শিক্ষার্থীকে এই জটিলতা মুক্ত করে তুল্তে হ'বে। যে সমস্যা শিশুর আচরণধারাকে প্রভাবান্বিত করে, সে সমস্যা থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্ত কর্তে না পার্লে প্রকৃত শিক্ষা হ'তে পারে না। শিশুর মনে পারিপার্শ্বিক প্রভাবে যে জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হয়, তা থেকে তাকে মুক্ত কর্তে হ'বে। পাভলভের (Pavlov) প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়া (Conditioned Reflex Mechanism) শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী। একটি ছেলে একদিন দেখ্তে পেল যে ভূগোলের শিক্ষক কোনও ছাত্রকে গুরুতরভাবে প্রহার কর্ছেন। ছেলেটির কাতরতা, শিক্ষকের রুদ্রমূর্ত্তি, সব কিছু মিলে তার মনে জটিল ভাবগ্রন্থির সৃষ্টি হ'ল। এর ফলে সে ভূগোলের শিক্ষককে ভয় কর্বে, সর্ব্বপ্রকারে তাঁকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কর্বে। ভূগোল শিক্ষক তার কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াবেন। ক্রমে ভূগোলের শিক্ষকের প্রতি তার এই ভীতি ভূগোলের উপর সংক্রামিত হ'বে। সে ভূগোল বিষয়টিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কর্বে। ভূগোল বিষয়টি তার কাছে এখন রীতিমত বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াবে। পরীক্ষার শেষে দেখা যাবে যে সে ভূগোলে অত্যন্ত খারাপ ফল করেছে। কোন ছাত্র দীর্ঘকাল একটি বিষয়ে উন্নতির পরিচয় দেবার পর সেই বিষয়ে যখন তার ক্রমাবনতি দেখা যায়, তখনই আমাদের দেখা দরকার, কি কারণের ফলে এই বিষয়টিতে সে খারাপ ফল কর্ছে। বিদ্যালয়ে আমরা এ ধরণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখ্তে পাব। যদি প্রাথমিক অবস্থায় কারণানুসন্ধান করে এই ভীতি দূর করা না যায়, তবে পরে নানা-প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্যাভলভ তাঁর সূত্রে এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে উদ্দীপনের (stimulus) পরিবর্ত্তনের ফলে সাড়ার (Response) পরিবর্ত্তন ঘটবে। আমরা পূর্ব্বোক্ত ছেলেটির ক্ষেত্রেই দেখতে পাব যে তার মনের ভীতি দূর করতে পারলেই সমস্ত সমস্যার সহজ সমাধান হ'বে। যদি তার মনোমত শিক্ষককে অর্থাৎ যে শিক্ষককে সে সবচেয়ে ভালবাসে, তাঁকেই ভূগোল পড়াতে দেওয়া যায়, তবে স্বভাবতঃই সে শিক্ষককের প্রতি প্রীতি তার ভূগোল বিষয়টির উপর সঞ্চারিত হ'বে এবং ক্রমে সে এই বিষয়ে আগ্রহশীল হয়ে উঠবে। তবে প্রাথমিক ত্রুটির সময় এ দিকে লক্ষ্য না করলে পূর্ব্বদক্ষতা ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে কেননা যে ছেলে অঙ্কের প্রাথমিক নিয়মগুলো

শিখতে পারেনি, তার পক্ষে পরে কোনও বিশেষ নিয়মের অঙ্কে দক্ষতা দেখান কঠিন।

কেবল পড়াশুনার ক্ষেত্রেই নয়—আচরণের ক্ষেত্রেও নানারকম সমস্যা প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। যদি আমরা এই সব সমস্যাকে এড়িয়ে চল্‌বার চেষ্টা করি, তবে শিশুর মনোজগতে যে আবেগের ঝড় উঠবে তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। প্রায়ই দেখা যায় বাড়ীর বিশেষ কোনও ছেলের সম্পর্কে সকলেই রায় দিচ্ছেন—"ছেলেটা বখে গেছে" "ও পরে গুণ্ডা হ'বে," "ও জীবনে কোন উন্নতি করতে পারবেনা", "ওর জন্য সকলের মাথা হেঁট হ'বে।" এই সব মন্তব্য শিশুর জীবনে এত বেশী কুফল সৃষ্টি করে যে তার জীবনধারা বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। সবাই যাকে কেবল বকুনি দিচ্ছে শাসন করছে, নিন্দে করছে, জীবনে সে ছেলেরই বা আশা করবার কি আছে? এ কথা শুনতে শুন্‌তে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সে মনে করে, সকলেই যখন আমাকে একথা বল্‌ছে তখন আমি আর ভাল হয়ে কি করব তাই সেও কুপথে চলে জীবনের ওপর চরম প্রতিশোধ নেয়। এ ছেলের ভবিষ্যতের জন্য দায়ী তার সেই অভিভাবকেরা যাঁরা শাসনের নামে তার শিশু মনকে কেবল আঘাতই করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন—"শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে সে।" সত্যিই তাই ভালবাসার মত ক্ষমতা যার নেই, শাসন করবার অধিকার সে হারিয়েছে। শিশুর মনকে আমরা কোনও গুরুত্বই দিতে চাই না। আজও আমরা কখনও একথা ভাবিনা যে শিশুর স্বতন্ত্র একটি সত্ত্বা আছে, তার ভাল লাগা মন্দ লাগার প্রশ্ন আছে এবং এ প্রশ্ন এড়িয়ে চলা যায় না। তাই উপেক্ষার আঘাতে আঘাতে আমরা শিশুচিত্ত ক্ষতবিক্ষত করে তুলি। তার পর শিশুর বিদ্রোহী সত্ত্বার প্রকাশে শাসনের মাত্রা বাড়াতে থাকি।

যে ছেলেটি সম্পর্কে সব অভিভাবক হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তার আচরণ ধারা ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, হয়ত কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে তার আচরণ ধারার পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে। সুতরাং তার সেই পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজে বার করতে হ'বে। বাড়ীতে নবাগত শিশু তার অগ্রজের সমস্ত ভালবাসা অপহরণ করে। তাই দেখা যায় পূর্ব্ববর্ত্তী শিশু অর্থাৎ অগ্রজ সকলের কাছ থেকে কেবল উপেক্ষা এবং অনাদর পেয়ে আসছে এবং যে স্নেহ ও যত্ন সে এতকাল পেয়ে বসেছে, তা তার অনুজ ভোগ করছে।

এ অবস্থায় যদি তার মনে অনুজের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ পায় তবে তাকে দোষ দেবার কিছু নাই। বাড়ীর কনিষ্ঠ সন্তান সকলের কাছ থেকে বেশী স্নেহ যত্ন পাবে, এইটেই স্বাভাবিক কিন্তু তার অগ্রজকে অবহেলা না করা. এটাও সকলকে দেখতে হবে। যদি এই অগ্রজ তার ছোট ভাই বা বোনকে দেখতে না পারে অর্থাৎ হিংসা করে, তবে দেখতে হ'বে, তার প্রতি প্রকাশ্যভাবে উপেক্ষা বা অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে কিনা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কণিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের এই ঈর্ষা ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা কেবল শিশুর আচরণ থেকে তার বিচার করি, কিন্তু সে আচরণের কারণ অনুসন্ধান করবার কোনও প্রয়োজন বোধ করি না। তার ফলে এই আচরণের সংশোধন হয় না বরং নানাভাবে তার প্রকাশ ঘট্তে থাকে। বিদ্যালয়েও এই শিশুর আচরণ ধারায় নানাপ্রকার ত্রুটি দেখা যেতে পারে, কিন্তু এর উৎপত্তি ঘটেছে গৃহ পারিবেশে। সুতরাং পারিবেশিক পরিবর্ত্তন ভিন্ন তার পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়।

বিদ্যালয়ে দেখা যায় কোনও ছেলে অন্তর্বৃত্ত (Intropert) আবার কোনও কোনও ছেলে বহির্বৃত্তেও (Extrovert) কোনও ছেলে সব সময় চুপ করে থাকে, আর কোনও ছেলে সব সময় কথা বলতে থাকে। এ সমস্যা আচরণের মূলেও আছে পরিবেশগত কারণ। বিদ্যালয়ের সমস্যা জর্জ্জর শিশু বলতে আমরা এই ধরণের শিশুদের কথাই বলে থাকি। এদের সমস্যা হ'ল মানসিক স্থৈর্য্যের অভাব। কোনও বিশেষ কারণে তারা মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং স্বভাবতঃই তাদের আচরণে নানাপ্রকার বৈপরিত্য দেখা যায়।

আমরা এ প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ অপরিহার্য্য বলে মনে করি। আমাদের আচরণধারা যে আমাদের ছেলেমেয়েদের মনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে, এ কথা একবারও আমরা মনে করি না। তাই দেখা যায়, আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের অসংযত আচরণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করেছে। দাম্পত্য কলহ লঘু বলেই পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেছেন। এর পরিণাম দম্পতির কাছে লঘু হ'লেও তাঁদের ছেলেমেয়েদের কাছে অত্যন্ত গুরুতর। পারিবারিক অশান্তির মধ্যে যে শিশুরা বড় হয়ে উঠছে, তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু সুন্দর বা শোভন আশা করব কি করে? তাদের জীবনে এই কলহ এবং অশান্তি কাজ করতে সুরু করেছে এবং তাদের মনকেও সমস্যাজর্জ্জর করে তুলেছে। শিক্ষা এবং

রুচি আজও আমাদের জীবন থেকে এ ধরণের অশান্তি দূর করতে পারেনি। এই অন্যায়ের বলিরূপে শত শত শিশুর জীবনে অভিশাপের মতই নেমে আসছে অভিশাপের ঝড়। এরা গৃহের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে, বাইরে বাইরে থাকতে চায়। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণও তারা সকলকে এড়িয়ে চলতে চায়। বিদ্যালয়ে তাদের আচরণে অকারণ উত্তেজনা দেখা যায়। কখনও বা তারা অশোভন আচরণ করতে থাকে।

তাই এই সমস্যা দূর করতে গেলে শিশুর জীবনকে এ অভিশাপমুক্ত করে তুলতে হবে।

পরামর্শদান কার্য্যসূচীতে শিশুদের মানসিক বিকার লক্ষ্য করে তার মূলানুসন্ধান করে দূর করবার জন্য উপযুক্ত উপায় সন্ধান করা হয়ে থাকে। মানসিক পরীক্ষার সাহায্যে শিশুর জীবনের সকল অশান্তি দূর করে তাকে কি ভাবে সমস্যামুক্ত করা যায় সেই বিষয় নিয়ে নানাপ্রকার ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়। বিদ্যালয়ে যদি এই পরামর্শদান কার্য্যসূচী কার্য্যকরী করে তোলা যায়, তবে দেখা যাবে, অনেক শিশুই সমস্যামুক্ত হয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আমরা এই সব ছেলেদের কথা চিন্তা না করে পারি না কেননা সংখ্যায় এরা অল্প নয়। জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে এদের নির্ব্বাসিত করবার অধিকার আমাদের নেই আবার সমাজকেও আমরা এদের দান থেকে বঞ্চিত করতে পারি না। শিশুর আচরণগত বৈষম্য সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল প্রকার তথ্য সন্ধান করে মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শানুযায়ী শিশুর সমস্যা দূর করবার ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া আরও এক ধরণের সমস্যা দেখা যায়। এ সমস্যা হ'ল দৈহিক বা আকৃতিগত ত্রুটি নিয়ে। বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা আমাদের দেশে কম নয়। তাদের জীবনকে অভিশাপগ্রস্ত করে না তুলে যাতে সমাজের উন্নতিমূলক কাজে তাদেরও লাগান যায়, তবেই প্রকৃত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে উঠবে। অন্ধ, খঞ্জ, বধির, মূক প্রভৃতি ছেলেমেয়েরা যে মাতাপিতার অথবা সমাজের কাছে ভারস্বরূপ নয়, কুটির শিল্পে তাদের অকৃপণ অবদানই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারা তাদের দৈহিক ত্রুটির জন্য স্বভাবতঃই হীনমন্যতায় ভোগে। তাদের মন থেকে এই হীনমন্যতাবোধ দূর করতে না পারলে তাদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। পরামর্শদান কার্য্যসূচীর মাধ্যমে এই ধরণের ছেলেমেয়েদের সমাজের উপযোগী করে তোলবার জন্য নানারকম ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

পরামর্শদানকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি :—(ক) প্রত্যক্ষ (Direct) এবং (খ) পরোক্ষ (Indirect)।

প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতার ভূমিকাই প্রধান। পরামর্শগ্রহীতা নীরব শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। পরামর্শদানের সকল স্তরেই সেখানে পরামর্শদাতা প্রধান থাকেন।

কিন্তু পরোক্ষ পরামর্শদানের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতাকেই যথাসম্ভব নীরব ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার্থী সেখানে নিজেই সমস্যা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত সমাধান খুঁজে নেবার চেষ্টা করে। সেখানে সে নিজে সিদ্ধান্ত নেবে—পরামর্শদাতা কেবল তাকে সাহায্য করবেন মাত্র। সেখানে পরামর্শদাতার ভূমিকাই নীরব, পরোক্ষ, শিক্ষার্থীই সেখানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণতঃ পরিবারের কর্ত্তাই পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। তাঁরা পরামর্শ বা নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরিবারের সকলে চালিত হয়ে থাকে। দীর্ঘকাল থেকে প্রাচ্য সমাজ ব্যবস্থায় এই বিধি চলে এসেছে। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার ও শিক্ষাব্যবস্থার গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শদানবিধিও গতিশীল হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে নানা প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের কর্ত্তার পক্ষে সকল বিষয়ে পরামর্শদান করা সম্ভব নয়। যিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কেবলমাত্র তিনিই এ কাজ করতে পারেন। তাই পরামর্শদান কার্য্যসূচীকে একটি স্বতন্ত্র ও জটিল কার্য্যক্রম হিসাবে এখন দেখা হয়। রামায়ণ মহাভারতের আদর্শ আমাদের সমাজজীবনে দীর্ঘকাল ধরে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। কিন্তু তবুও সমাজব্যবস্থার গতিশীলতার ফলে আজ শিক্ষাদান এবং পরামর্শদান এই দুইটি ব্যবস্থার বিভাগীকরণ (separation) প্রয়োজন হয়েছে। এখন যে বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, তাঁর পক্ষেও কোনও শিশুকে দেখে তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা সম্ভব নয়। পরামর্শদান কার্য্যসূচীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেন। কিন্তু এখানেও একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হ'বে। পরামর্শদাতা যথাসম্ভব পরোক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। তাঁর মতামত তিনি কখনও জোর করে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। তিনি পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবেন মাত্র। আধুনিক পরামর্শদান কার্য্যসূচীতে তাঁর এই পরোক্ষ ভূমিকাই সবচেয়ে উপযোগী বলে স্বীকৃত হয়েছে।

পরামর্শদান কার্য্যসূচীকে আমরা কয়েকটি বিশেষ স্তরে ভাগ করতে পারি। প্রথমে পরামর্শদাতার কাজ হ'ল সমস্যাপরিচিতি (Recognition of the problem)। সমস্যা না জানলে তাঁর পক্ষে কার্য্যকরী পরামর্শ দেওয়া সহজ হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ হ'ল সমস্যার বিশ্লেষণ (Analysis of the problem)। সমস্যা জানবার পর তিনি সমস্যাটিকে বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে বিশ্লেষণ করবেন যেন সমস্যার কোনও বিশেষ দিকের প্রতি অযথা গুরুত্ব আরোপিত না হয়। তৃতীয়তঃ, তথ্য সংগৃহীত হ'বার পর তাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিবেচনা করতে হ'বে। যে তথ্যগুলো পাওয়া গেল তা থেকে যে কার্য্যসূচীগুলো বাস্তব ভাবে নেওয়া যায়, তা স্থির করে নিতে হ'বে। পরবর্তী কাজ হ'ল কার্য্য পরিকল্পনা। তথ্যগুলোকে ভাল ভাবে বিশ্লেষণ করে নিলেই পরিকল্পনা গ্রহণের কাজ অনেক পরিমাণে সহজ হয়ে উঠবে। পরে এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করবার জন্য তাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হ'বে। মোটামুটি পরামর্শদানের এই পাঁচটি স্তর বিভাগ করা হয়।

পরামর্শদানকালে আর একটি বিষয়েও সতর্ক হ'তে হবে। প্রধানতঃ কোনও বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করেই পরামর্শদাতা তাঁর কাজ সুরু করবেন। যদি কেউ তাঁর কাছে এসে জানায় যে সে যে কাজ করছে তার কাছে তা ভাল লাগে না। তবে উপদেষ্টা তার সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করবেন। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই তিনি শিক্ষার্থীর মানসিক পরিবর্ত্তন সাধন করবেন। উপদেষ্টা সাক্ষাৎকারকালে সমস্যার গুরুত্ব এবং পরিধি সম্পর্কে এমনভাবে ইঙ্গিত দেবেন যে শিক্ষার্থী নিজেই সমাধানের পথটি বেছে নেবে। এভাবে যদি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা যায়, তা হ'লে তা সবচেয়ে বেশী কার্য্যকরী হ'বে। এর বিভিন্ন ধাপে উপদেষ্টা শিক্ষার্থীর সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি শিক্ষার্থীকে সচেতন এবং সক্রিয় করে তুলছেন। সমস্যা কোন্‌দিক থেকে আসছে, এইটেই তাঁকে সর্ব্ব প্রথমে নির্ণয় করতে হ'বে। তারপর সমস্যা পরিচিতি হয়ে গেলে তাকে বিশ্লেষণ করে তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। সমস্যা বিশ্লেষণ করার কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা উপদেষ্টা শিক্ষার্থীর দক্ষতা এবং প্রবণতার উপর নির্ভর করেই সমস্যাটি বিশ্লেষণ করবেন। সমস্যার বাস্তব রূপায়ণ বলতে আমরা বুঝি সামাজিক পটভূমিকায় সমস্যাটিকে উপস্থাপিত করা। শিক্ষার্থী সমাজের যে অবস্থায় আছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাটিকে বিচার করতে হ'বে এবং একটি বাস্তব সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে হ'বে।

মূলনীতি (Basic principles)

পরামর্শদান কার্য্যসূচীর কতকগুলো মূলনীতি আছে। উপদেষ্টাকে সেই মূলনীতিগুলো মেনে চলতে হয়—নইলে তার পক্ষে সাফল্য লাভ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

প্রথমতঃ, উপদেষ্টার কাছে শিক্ষার্থী যেন নিজেই আসে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হ'বে কেননা তার আগ্রহ যদি বেশী না থাকে, তবে এই উপদেশ বা পরামর্শ কোনও কাজে আসবে না। কিন্তু শিক্ষার্থী প্রথমে এসেই উপদেষ্টার কাছে তার সব সমস্যার কথা খুলে বলতে পারে না। তার মনে নানাপ্রকার সংশয়, সঙ্কোচ দেখা দেবে। সে যখন তার সমস্যার কথা বলতে যাবে, তখন স্বভাবতঃই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তাকে একমুখী করে তুলবে। তা ছাড়া উপদেষ্টার উপর যদি তার পূর্ণমাত্রায় আস্থা না থাকে এবং সে যদি তার মন খুলে সব কিছু পরামর্শদাতার কাছে বলতে না পারে, তবে উপদেষ্টা তাকে যে উপদেশ দেবেন, তা কার্য্যকরী না ও হ'তে পারে। এজন্য উপদেষ্টা ও উপদিষ্টের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপদেষ্টা ও উপদিষ্টের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হ'তে পারে। তবে শিক্ষার্থী তার সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হ'বার পূর্ব্বে এবং উপদেষ্টা পরামর্শ দেবার পূর্ব্বে যদি উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় না হয়, তবে সে উপদেশ কার্য্যকরী হ'বে বলে আমরা আশা করতে পারি না। যদি উভয়ের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তবে শিক্ষার্থী উপদেষ্টার সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারবে। উপদেশ দেবার পূর্ব্বে উপদেষ্টা নানাপ্রকার প্রসঙ্গের অবতারণা করে শিক্ষার্থীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সহজ করে তুলবেন। তাহ'লে শিক্ষার্থী তার সমস্যার কথা উপদেষ্টার কাছে খুলে বলতে পারবে যদি উপদেষ্টা শিক্ষার্থীর প্রতি এবং তার সমস্যার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন, তবে তাঁর কাজ অনেক সহজ হয়ে পড়বে।

আমরা আগেই বলেছি, সমাজব্যবস্থার গতিশীলতার সঙ্গে পরামর্শদান কার্য্যবিধিও গতিশীল হয়ে পড়েছে। তাই উপদেষ্টার ভূমিকা হয়েছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কঠিন। ডাক্তার নানা রোগ সম্পর্কেই ধারণা রাখেন। কিন্তু রোগীকে দেখবার সময় সেই ধারণার চেয়ে রোগীর অবস্থার প্রতিই তাঁকে বেশী নির্ভর করতে হ'বে। উপদেষ্টা পরামর্শদান সম্পর্কে মনে মনে একটা ছক্ কাটা পদ্ধতি স্থির করে নিয়ে আসেই। কিন্তু সেই ছক্ কাটা পদ্ধতি অনুসরণ করলে তিনি ভুল করবেন। শিক্ষার্থীর মধ্যে যে পরিবর্ত্তনের পালা কাজ করে চলেছে, সেইটেই হল প্রধান। শিক্ষার্থীর

এই পরিবর্ত্তন এবং বিকাশকে তিনি পূর্ব থেকেই অনুমান করে নিতে পারেন না। অবস্থার প্রয়োজন অনুসারেই তাঁকে চলতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর অবস্থার জন্য যে পথে তাঁর চলা প্রয়োজন, উপদেষ্টা সেই পথেই চলবেন। এর ফলেই উপদেশদান কাজটি অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল হয়ে পড়েছে। বিষয় সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সতর্কতা এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছাড়া এ কাজে সফলতা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন।

পরামর্শদান করবার পূর্ব্বে উপদেষ্টা যদি শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করে সমস্যা সম্পর্কে সব কিছু জানতে চান, তবে তিনি যথাযথ উত্তর পাবেন না। শিক্ষার্থী নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই সত্য উত্তর দেবে না। তা ছাড়া সে ভেবে চিন্তে উত্তর দেবে বলে তার প্রদত্ত উত্তরের উপর নির্ভর করা চল্‌তে পারে। অন্যান্য সূত্র থেকেই শিক্ষার্থী সম্পর্কে সন্ধান নিতে হবে। যে সমস্ত বিবরণ বা সংবাদ শিক্ষার্থী ভিন্ন অন্য কারও কাছ থেকে পাওয়া যাবে না, কেবল মাত্র সেই সমস্ত বিবরণ মৌখিকভাবে জেনে নেওয়া যেতে পারে।

পরামর্শদাতা উপদেশ প্রার্থীকে তার কথা বলে যেতে দেবেন। তিনি মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনে যাবেন। যদি তিনি মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে তাকে বাধা দেন, তবে উপদেশ প্রার্থী যে কথা বলবার জন্য উৎসুক ছিল, হয়ত সে সব কথা সে বলতে পারবে না। পরামর্শদাতাকে তাই নীরব শ্রোতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হবে। তিনি চুপ করে শুনে যাবেন। শিক্ষার্থী আপনার মনে বলে যাবে শিক্ষক উপদেষ্টা কেবল তাকে বলবার জন্য মাঝে মাঝে উৎসাহ দেবেন। শিক্ষক উপদেষ্টা কোনও বিষয় শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেবেন না। তিনি নিজে কোনও প্রকার মন্তব্য না করে কেবল শুনে যাবেন। শিক্ষার্থী যখন নিজের সমস্যার কথা খুলে বলতে থাক্‌বে, তখন তিনি তাকে মাঝে মাঝে উৎসাহিত কর্‌তে পারেন।

উপদেষ্টাকে ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'তে হ'বে। পরামর্শদান কালে সমগ্র অবস্থা তাঁকে নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে হ'বে। তিনি অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরব শ্রোতার ভূমিকা নেবেন। কিন্তু তবুও তাঁকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হ'বে যে অবান্তর কথার অবতারণায় পরামর্শ সংক্রান্ত আলোচনা যেন সাধারণ কথাবর্ত্তায় পরিণত না হয়। তিনি দেখবেন, যে উদ্দেশ্যে এই আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ হয়। কথা বল্‌তে বল্‌তে শিক্ষার্থী অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে চলে যেতে পারে। তখন উপদেষ্টার কাজ হ'বে

তাকে পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনা। উপদেষ্টা এ বিষয়ে তাকে ইঙ্গিত কর্‌লে শিক্ষার্থী তার মন গুটিয়ে নেবে। তিনি প্রশ্নের মাধ্যমে এমনভাবে চালিত কর্‌বেন যেন শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবেই আবার তার পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরে যেতে পারে। এভাবে পরিচালনা না কর্‌লে প্রয়োজনীয় কথার চেয়ে অপ্রাসঙ্গিক আলাপ অনেক বেশী হ'বে। যদি দেখা যায় যে উপদেশপ্রার্থী আর কথা বল্‌তে চাইছে না, তখন উপদেষ্টা তাকে উৎসাহিত করে তুলবেন। যদি দেখেন যে কেবল উৎসাহবাক্যে কাজ হচ্ছে না, তবে পরামর্শদাতা প্রসঙ্গটির অবতারণা করে দু'একটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা কর্‌তে পারেন। সমগ্র পরামর্শদানকালে অবস্থা যদি পুরোপুরিভাবে উপদেষ্টার আয়ত্তে না থাকে, তবে পরামর্শদান কার্য্যসূচী সার্থক হ'তে পারে না।

উপযুক্ত প্রশ্ন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ বিশেষ দক্ষতা ছাড়া এ কাজে সফলতা লাভ করা যায় না। কি ধরণের প্রশ্ন করলে কাজ হ'বে উপদেষ্টাকে তা জান্‌তে হ'বে। প্রশ্নগুলো এরকম হ'বে না যাতে প্রশ্ন শুনে শিক্ষার্থী আপনাকে বিব্রত মনে কর্‌তে পারে। এক্ষেত্রে সে মন খুলে সব কথা বলতে চাইবেনা। আবার প্রশ্নগুলোর মধ্যে যদি কোন প্রকার ইঙ্গিত বা নির্ব্বাচন থাকে, তবে সে প্রশ্নের সাহায্যেও কোন ফল হ'বে না কেননা সেখানে উপদেষ্টার ভূমিকাই প্রধান হয়ে পড়বে। তাহলেই প্রশ্ন আসে, কি ধরণের প্রশ্ন করা হ'বে। পরোক্ষ প্রশ্ন পদ্ধতিকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। এ ধরণের প্রশ্ন করে সুফল পাওয়া গেছে। প্রশ্নগুলো অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম কর্‌লেও ভাল ফল পাওয়া যাবে না। প্রশ্নের উদ্দেশ্য হ'ল উপদেশপ্রার্থীকে কথা বলান। যখন উপদেশপ্রার্থী কথা বলতে বলতে আলোচনার খেই হারিয়ে ফেলবে, তখন এই প্রশ্নের মাধ্যমেই আবার তাকে পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনা হ'বে। প্রশ্নগুলো তাদের মনে যদি উদ্দীপকের কাজ কর্‌তে পারে, তবেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

প্রশ্নোত্তর দানের মাধ্যমে উপদেশপ্রার্থী অনেক কথাই বলে ফেলবে। এভাবে সে আপনার অজ্ঞাতসারে যেসব কথা বলবে, পরামর্শদাতা সে কথাগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার কর্‌বেন। প্রশ্নোত্তর বা সাক্ষাৎকারের সময় যে সব আলোচনা হয়, সেই আলোচনার ভিত্তিতেই উপদেষ্টাকে কাজ কর্‌তে হ'বে।

উপদেষ্টা কখনও কোনও বিষয়ের খুঁটিনাটি জান্‌তে চাইবেন না। সযত্নে এ সমস্ত এড়িয়ে তিনি কেবল তথ্য সংগ্রহ করে চলবেন, তাঁর কাজের পক্ষে উপযোগী, কেবলমাত্র সে রকম তথ্যই তাঁর প্রয়োজন। সুতরাং অন্য

কোনও প্রসঙ্গ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থাক্‌বেন। যদি উপদেশপ্রার্থী সে ধরণের কোনও কথার অবতারণা করে, তখনই তাকে তিনি পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনবেন। তিনি যদি নীতিজ্ঞান প্রচার স্বরু করেন, তবে আশানুরূপ কাজ হ'বে না। তাঁকে এ সম্পর্কে নীরব থাকতে হবে। উপদেশপ্রার্থীর আত্মপ্রকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে পড়ে এ রকম কোনও প্রসঙ্গই তিনি আলোচনা করবেন না।

উপদেশপ্রার্থী যখন আপনার সম্পর্কে সব বিষয় খুলে বলতে স্বরু করবে, তখন স্বভাবতঃই সে বিষয়টিকে বাড়িয়ে বলবে। তাকে সময় না দিলে সে আপনার কথা গুছিয়ে বলতে পারবে না। এজন্য তাকে উপযুক্ত সময় দিতে হ'বে। সময় সংক্ষেপ করতে গেলে উপদেষ্টা ভালভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন না। উপদেশপ্রার্থী আপনার মনে বলে চলবে এবং উপদেষ্টা তার বলবার সময় দেবেন।

উপদেষ্টা আপনার জ্ঞান এবং দায়িত্বের সীমারেখা মেনে চলবেন। এমন কোনও বিষয়ই তিনি বলবেন না, যে বিষয়টি তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়।

উপদেষ্টার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল আলোচনার প্রতি লক্ষ্য রাখা। আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়গুলো তাঁকে জান্‌তে হবে, তিনি যেন সে সে বিষয়গুলো জান্‌তে পারেন। তাঁর দেখতে হ'বে, তাঁর জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্যই এই আলোচনার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে।

অবশ্য এই আলোচনার কিছু অংশ লেখা থাকলে ভাল হয়। উপদেষ্টা লেখার দিকে বেশী মনোযোগ দিলে অন্য দিকে স্বভাবতঃই তিনি মন দিতে পারবেন না। তবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ টুকে নিতে পারেন। যখন কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হচ্ছে তখন যদি উপদেষ্টা লিখতে যান, তবে উপদেশপ্রার্থী কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং তার মনোযোগও সেই দিকে আকৃষ্ট হ'বে। তার ফলে আলোচনার বিষয়টি আর স্বাভাবিকভাবে চলবে না। এ সমস্ত ক্ষেত্রে উপদেষ্টা আলোচনা কালে মন দিয়ে শুনে পরেও কিছু কিছু অংশ লিখে নিতে পারেন। তার ফলে আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই চলবে এবং উপদেশপ্রার্থীর কথা বলাতেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হ'বে না।

পরামর্শদান কার্যসূচীর মূল লক্ষ্য হ'ল প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন কারণে ছেলেদের মধ্যে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, তার সমাধানের উপায় নির্ণয় করার উপরেই এই কার্য্যক্রমের সার্থকতা নির্ভর

করছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে। এই ত্রুটিগুলো দূর না করা পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যেও নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দেবে। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নানা প্রকার সমস্যা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। শিক্ষক উপদেষ্টা শিক্ষার্থীকে নানাভাবে পরীক্ষা করে তার জন্য যে বিভাগ নির্বাচন করে দেন, সেই বিভাগই তার পক্ষে উপযুক্ত বিভাগ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই নির্বাচন সত্ত্বেও নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে শিক্ষার্থীকে শিক্ষক উপদেষ্টা বিজ্ঞানের জন্য সুপারিশ করেছেন, হয়ত দেখা যাবে, সেই ছাত্র নিজেই বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হ'তে চাইছে না। ছেলেটির আগ্রহ দক্ষতা এবং প্রবণতার বিচারে সে বিজ্ঞান শেখার উপযুক্ত বলে নির্বাচিত হ'য়েছে। কিন্তু ছেলেটি অঙ্কে ভয় করে। অঙ্ক বিষয়টি তার ভাল লাগে না বলেই সে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হ'তে চায় না। শিক্ষক উপদেষ্টা ছেলেটির মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে পরীক্ষা করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু তবুও ছেলে তাঁর নির্বাচনের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারছে না, এটা একটা গুরুতর সমস্যার বিষয়। এখানে শিক্ষক উপদেষ্টার হাল ছাড়লে চল্‌বে না। তাঁকে সর্বপ্রকারে ছাত্রের মনের এই সংশয় দূর করতে হ'বে।

নানা কারণে ছাত্রছাত্রীদের জীবন সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ে। যখন তাদের এই সমস্যাগুলো এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে যে তাদের আচরণধারা এ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তখন এই সমস্যাগুলো জটিল আকার ধারণ করে। মনের গভীরে এরা এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে এবং তারই প্রকাশ ঘটে তাদের বিকৃত আচরণ ধারার মধ্য দিয়ে। আচরণগত এই বিকারও নানাভাবে প্রকাশ পায়। দিবাস্বপ্ন (Day dreaming), স্নায়বিক দুর্বলতা (Nervousness) প্রভৃতির ফলে আচরণধারার বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। এর ফলে শিশু ব্যক্তি জীবনেও যেমন সুশৃঙ্খল আচরণ করতে পারে না, তেমনই বিদ্যালয় পরিবেশেও তার আচরণধারার মধ্যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয় সমাজকে বৃহত্তর সমাজেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে করা হয়। বিদ্যালয় সমাজ থেকেই শিশু ভবিষ্যতে সমাজ জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। সুতরাং বিদ্যালয় সমাজে তার আচরণ ধারা সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

ছেলেদের মধ্যে কতকগুলো বদভ্যাস তাদের অজ্ঞাতেই গড়ে ওঠে। এই বদভ্যাসগুলো দূর করতে না পারলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন অভিশাপগ্রস্ত হয়ে

পড়ে। ভদ্রলোকের ছেলে চুরি করতে শিখেছে, এ কথা শুনতেই আমরা আতঙ্ক অনুভব করি। কিন্তু এই আতঙ্ক অহেতুক। চুরির অভ্যাসের মূলেও আছে আচরণধারার বিশৃঙ্খলা। ছেলে শাসন মানে না, চুরি করে, এই সব অপরাধের মূলানুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাব, এরও মূলে আছে মানসিক কোনও অশান্তির জট। তারই প্রতিক্রিয়ারূপে আচরণধারার মধ্যে চুরি, ঔদ্ধত্য প্রভৃতি দোষগুলো গড়ে উঠেছে। আচরণধারার এই ত্রুটি দূর করতে গেলে তাই আমাদের মূল কারণ দূর করতে হয়। এ ছাড়াও অন্য-মনস্কতা, পাঠে অমনোযোগিতা প্রভৃতি আচরণের মধ্য দিয়েও শিশুর মনোজগতের বিপর্য্যয়ই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

ছেলেদের আচরণধারার মধ্যে যে লক্ষণগুলোকে আমরা সমস্যা বলে অভিহিত করে থাকি, তার উৎপত্তির মূলে একাধিক কারণ থাকতে পারে। ছেলেদের আচরণধারায় তাদের গৃহপরিবেশ সবচেয়ে বেশী পরিমাণে প্রভাবশীল। যে ছেলেরা খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মেশে এবং যার পিতা নিজে চোর, সে অন্যের জিনিস চুরি করে প্রয়োজন বোধে। তার যা দরকার, তা সে অন্য স্থান থেকে নিয়ে আসে। এ কাজে যে অপরাধ মূলক কিছু আছে সে কথা একবারও তার মনে হয় না। এখানে ছেলের মনে অপরাধ বোধ থাকায় কোনও গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয় না। তার মধ্যে নীতিবোধ বা অপরাধের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি হ'লেই হয়ত সে এ কাজ থেকে বিরত হতে পারে। বাড়ীতে ছেলে যা দেখবে, তাই সে শিখবে। সুতরাং গৃহ পরিবেশের পরিবর্ত্তন ভিন্ন তার সংশোধন অসম্ভব।

কিন্তু যদি এই অপরাধ প্রতিক্রিয়া জাত (Reactionary) হয়, তবে সমস্যা জটিল থাকার ধারণ করে।

অনেক বাড়ীতে দেখা যায়, মা বাবা ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত কড়া শাসনে রাখেন। শাসনের এই দৃঢ়তা নিয়ে তাঁদের মনে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ববোধও থাকে। কিন্তু শিশুর কাছে এই শাসনের নাগপাশ কখন উৎপীড়ন হয়ে উঠেছে। তাঁরা সে খোঁজ নিতে কোনও আগ্রহবোধ করেন না। শাসনের মাত্রা যতই বাড়তে থাকে, শিশুর মনে প্রতিক্রিয়াও তত তীব্র হ'তে থাকে। তার মনের অবচেতন স্তরে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার একটা অদম্য স্পৃহা সে অনুভব করে। ক্রমে তার মধ্যে খারাপ আচরণ প্রকাশ পায়। এ ভাবে ছেলেটি ক্রমেই কু-পথে ধাবিত হয়। সে জানে, এর ফলে তার উপর শাসন আরও তীব্র হ'বে কিন্তু সে তখন মরিয়া হয়ে ওঠে। পরিণামের

কথা চিন্তা না করে কেবল প্রতিশোধ নেবার জন্য, সে এমন কাজ করে যার ফলে তার মা বাবা গুরুতর আঘাত পাবেন। তাঁদের আঘাত পাবার সম্ভাবনায় সে আনন্দানুভব করে। এ ধরণের আচরণ সংশোধন করতে গেলে ছেলের মনের খবর নিতে হ'বে। কি কারণে তার আচরণ বিকৃত হয়েছে তা জেনে নিয়ে দূর করবার ব্যবস্থা করতে হ'বে। আমরা আগেই বলেছি, এখানে সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে।

কেবল বাড়ীর শাসনই নয়। সমাজের চোখ রাঙানিও শিশুকে মেনে চলতে হয়। কৈশোরে একদিক থেকে আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতার স্পৃহা তাকে প্রবৃত্তির পথে আকর্ষণ করে, অন্য দিক থেকে আবার সমাজের ভ্রূকুটি তাকে চোখ রাঙায়। শিশু এই দোটানার মধ্যে পড়ে ব্যক্তিত্বের সাম্য বজায় রাখতে পারে না। তার ফলে সে গোপনে সমাজনীতি বিগর্হিত অনেক কাজ করে। কিন্তু এ জন্য তার মনে অপরাধ বোধ জাগে। সে অপরাধ বোধ থেকে তার আচরণ নানাপ্রকার বৈপরীত্য দেখা যায়।

এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং তার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করবার জন্য সমস্যার বিবরণ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই বিবরণ গ্রহণ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রধান শিক্ষকের ও অন্যান্য শিক্ষকদের ভূমিকা

(Roll of the Headmaster and other teachers)

বিদ্যালয়ে পরামর্শদান কার্য্যসূচীকে সার্থক করে তোলবার জন্য একটি সংগঠন থাকা দরকার। এই সংগঠন বিদ্যালয়ের কার্য্যসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলবে।

একথা সত্য যে পরামর্শদান কার্য্যসূচীতে শিক্ষক-উপদেষ্টাই প্রধান নায়ক, তবুও আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে এই কার্য্যসূচী বিদ্যালয়েরই কর্ম্মাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গেই পরামর্শদান কার্য্যসূচী অনুসরণ করতে হ'বে।

সাধারণভাবে পরামর্শদান কার্যসূচী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে

শিক্ষক উপদেষ্টার উপর। কিন্তু শিক্ষক-উপদেষ্টা বিদ্যালয়ের অন্যতম সহকারী শিক্ষক। স্বতন্ত্রভাবে একটি কার্য্যক্রম অনুসরণ করতে গেলে যে পরিচালন ক্ষমতার প্রয়োজন, সে ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া যেতে পারে না। বিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী আভ্যন্তরীণ পরিচালনা সংক্রান্ত সর্ব্বময় কর্তৃত্বের ভার অর্পিত থাকে প্রধান শিক্ষকের উপরে। তিনিই প্রত্যেক কাজের জন্য সময় তালিকা প্রস্তুত করবেন। পরামর্শদান কার্য্যসূচীর সার্থক রূপায়ণের জন্যও আমাদের এই প্রধান শিক্ষকের সাহায্য নিতে হ'বে। তাঁহার সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত বিদ্যালয়ের কোনও কার্য্যসূচীরই সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়।

তাই পরামর্শদান কার্য্যসূচী অনুযায়ী কাজ করতে গেলেও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককেই ক্ষমতা দিতে হ'বে। বিদ্যালয়ে এই কর্ম্মসূচীর জন্য যে সমিতি গঠন করা হয়, প্রধান শিক্ষক হ'বেন সেই সমিতির সভাপতি (Chairman)। তাঁর নির্দ্দেশেই এই কার্য্যসূচী সার্থকরূপে পরিচালিত হ'বে। বিদ্যালয়ে এই বিষয়সংক্রান্ত যে সমস্ত বিজ্ঞপ্তি দিতে হ'বে, সে বিজ্ঞপ্তি দেবার অধিকারীও হ'বেন প্রধান শিক্ষক। তাঁর নির্দ্দেশ অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা কার্য্যকরী হ'বে। শিক্ষক উপদেষ্টা সর্ব্ব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই কাজ করবেন। এই কাজ পরিচালনার জন্য যে বিশেষ সময় তালিকার প্রয়োজন, সে সময় তালিকা প্রস্তুত করবার ভারও অর্পিত থাকবে প্রধান শিক্ষকের উপর। প্রধান শিক্ষক পরামর্শদান সমিতির সভাপতি বলে তাঁর উপর দায়িত্বও থাকবে সবচেয়ে বেশী। তিনি এই সমিতির সমস্ত কার্য্য এবং ফলের জন্য দায়ী থাকবেন। এজন্য প্রধান শিক্ষক নিজেই এই সমিতির কার্য্যে আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য অনুভব করবেন।

প্রধান শিক্ষক তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষক-উপদেষ্টাকে নিযুক্ত করবেন। শিক্ষক উপদেষ্টা হ'বেন সমিতির সম্পাদক। শিক্ষক-উপদেষ্টা পদের জন্য বিশেষ শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকই এই পদে নিযুক্ত হ'বেন। শিক্ষক-উপদেষ্টা নিয়োগ করবার পর প্রধান শিক্ষক মধ্যশিক্ষাপর্ষদের কাছে এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে এই নিয়োগের কথা জানাবেন। উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে ছাত্র ভর্ত্তি সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে। এজন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই শিক্ষাগত এবং বৃত্তি-সম্পর্কিত নির্দ্দেশ দান কর্ম্মসূচী প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। মধ্যশিক্ষাপর্ষদ এই কার্য্যসূচী পরিচালনা করবার জন্য এবং এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য ও উৎসাহিত করবার জন্য এই কার্য্য পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করেন।

তার ফলে প্রধান শিক্ষক শিক্ষক-উপদেষ্টার নিয়োগের কথা মধ্যশিক্ষাপর্ষদে জানিয়ে দিলে তিনি আর্থিক দায়িত্ব থেকেও মুক্ত হ'বেন।

পরামর্শদান কার্য্যবিধির নিয়ামক প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষক উপদেষ্টা একথা সত্য কিন্তু কেবল এই দুইজনের উপর নির্ভর করে একাজ চলতে পারে না। এ কার্য্যপ্রণালী অত্যন্ত ব্যাপক এবং জটিল। তাই এককভাবে শিক্ষক উপদেষ্টার পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। তাছাড়া শিক্ষক উপদেষ্টাকেও বিদ্যালয়ে তার নির্দ্দিষ্ট কাজ করে তারপর উপদেশ কর্ম্মসূচী অনুযায়ী কাজ করতে হ'বে। সুতরাং তাঁর অপরের সাহায্য নিতেই হবে। এজন্য বিদ্যালয়ে উপদেশদান সংক্রান্ত একটি সমিতি গঠন করতে হবে। এই সমিতিতে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের সভ্য করে নিতে হবে। যে কাজ গুলো সাধারণভাবে করা যায় অর্থাৎ যে সমস্ত কাজে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন নেই সেই কাজগুলো এই সাধারণ সভ্যদের সাহায্যে করা যেতে পারে।

এই সাধারণ সভ্যদের কাজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাহাদের সক্রিয় সহযোগিতার উপরেই শিক্ষক উপদেষ্টার সার্থকতা নির্ভর করছে। ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করবার জন্য এবং ছেলেদের সকল প্রকার কৃতিত্বের পরিচয় পাবার জন্য প্রত্যেকটি ছাত্রের জন্য একটি করে সর্ব্বাত্মক পরিচয় পত্র (cumulative record card) রাখা হয়। এই পরিচয় পত্রে ছেলেদের সকল বিষয় সম্পর্কে বিবরণ থাকে। কিন্তু এই পরিচয় পত্র পূর্ণ করা শ্রম সাপেক্ষ। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফল এবং অন্যান্য পরিচয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সময় সাপেক্ষ বটে। তা ছাড়া এই বিবরণপত্রের মধ্যেই ছাত্রের সকল বিষয়ের উন্নতি অবনতি উল্লেখ থাকে। তাই এই পরিচয়পত্রটির উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হয়।

এই বিবরণপত্র পূর্ণ করবার দায়িত্ব কয়েকজনের উপর অর্পণ করলে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে হতে পারবে।

আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রতি শ্রেণীতে ৪০ জন ছাত্র আছে। তাহলে প্রত্যেক শ্রেণীর বা প্রত্যেক শ্রেণী এক একটি বিভাগের জন্য একটি বিবরণ পত্র পূর্ণ করতে হবে।

একজন শিক্ষকের উপর এই বিবরণপত্র পূর্ণ করবার দায়িত্ব দিতে হবে। তিনি এর সর্ব্বপ্রকার কাজের জন্য দায়ী থাকবেন। তাঁর দায়িত্বকে আবার কয়েকজনের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

এই বিবরণ পত্রের শেষ পৃষ্ঠায় আছে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এবং পুরস্কার সম্পর্কিত বিবরণ।

এই বিবরণ সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করবার ভার থাকবে সর্ব্বাত্মক বিবরণ পত্রের জন্য ভার প্রাপ্ত শিক্ষকের উপর। তিনি নিজেই এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন।

খেয়ালী সঙ্ঘের বিবরণ সম্পর্কে তথ্যগুলো সর্ব্বাত্মক বিবরণ পত্রে লিপিবদ্ধ করবার ভার থাকবে খেয়ালী সঙ্ঘের ভার প্রাপ্ত শিক্ষকের উপর। তিনি কেবল এই সঙ্ঘের কাজ সংক্রান্ত অংশটুকুই পূর্ণ করবেন। প্রত্যেকটি ছাত্র এই সঙ্ঘের কাজ করবার সময় যে কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছে এবং তাদের কাজের মধ্য দিয়ে যে ধরণের দক্ষতা প্রবণতার পরিচয় পাওয়া গেছে সেই বিবরণটুকু লিপিবদ্ধ করবার ভার থাকবে তাঁর উপর অর্পিত।

ছেলেদের উন্নতি সংক্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার ভার আর একজন শিক্ষকের উপর অর্পণ করতে হবে। তিনি কেবল ছেলেদের কৃতিত্ব সংক্রান্ত বিবরণ প্রত্যেকটি বিবরণ পত্রে উল্লেখ করবেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। কৃতিত্ব সংক্রান্ত বিবরণ সামান্য নয়। বিদ্যালয়ের সমস্ত ছেলের কৃতিত্বের বিবরণ একজন লিপিবদ্ধ করতে পারেন না, তাই একজনের উপর চারটি শ্রেণীর ছাত্রদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার ভার অর্পণ করা যেতে পারে।

পরবর্ত্তী কাজ হল ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা। একজন শিক্ষককে এই ব্যক্তিত্ব পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনের ভার দিতে হবে। এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা ব্যক্তিত্বের উপর ছেলেদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার সার্থকতা নির্ভর করছে। তাই ব্যক্তিত্বের পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য যিনি সন্নিবেশিত করবেন। তাঁর দায়িত্বও কম নয়। এ কাজটিও সময় সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য। এ জন্য একজনের উপর ৮০ জন ছাত্রের ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার এবং ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করবার ভার দিলে ভাল হয়।

এই চার জন শিক্ষককে আমাদের সদস্য করতে হবে।

সর্ব্বাত্মক বিবরণপত্র পূর্ণ করার কাজে শিক্ষক উপদেষ্টা প্রধান শিক্ষকের কাছে বিশেষজ্ঞরূপে কাজ করবেন। সর্ব্বাত্মক বিবরণপত্র সংক্রান্ত কাজে তিনি নিজে কোনও অংশ গ্রহণ করবেন না। প্রধান শিক্ষকের নির্দ্দেশানুযায়ী অন্যান্য শিক্ষকেরা কাজ করবেন। শিক্ষক উপদেষ্টা প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে কাজ ভাগ করে দেবার পরামর্শ দেবেন। তাঁর পরামর্শানুযায়ী প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে কার্য্যভার বণ্টন করে দেবেন।

শিক্ষক উপদেষ্টা দেখবেন যে প্রধান শিক্ষকের নির্দেশগুলো প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁর

দায়িত্ব সম্পর্কে জানান হবে। কার্যের এই বিভাগ এবং নির্দ্দেশ পত্র প্রধান শিক্ষক কর্তৃক যথাসময়ে প্রচারিত হবে।

ব্যক্তিত্বের ও বুদ্ধির পরিমাপ করবার ভার একজন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ কাজটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কঠিন। যথাসময়ে যদি পরিমাপ করা না হয়, তবে বিবরণপত্র পূর্ণ করতেও অযথা বিলম্ব ঘটবে। তার ফলে সমস্ত কাজেই একটা বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই শিক্ষকউপদেষ্টা লক্ষ্য রাখবেন যেন যথা সময়ে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পরিমাপের কাজ সম্পূর্ণ করেন।

বিবরণপত্রের বিভিন্ন অংশগুলো পূরণ করতে গেলে এসম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যে শিক্ষকদের উপর এ কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ নন। সুতরাং এর বিভিন্ন অংশগুলো পূরণ করবার সময়ে তাঁরা নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে পারেন। শিক্ষক উপদেষ্টার কাজ হবে এই কাজে বিশেষজ্ঞের মত দেওয়া। তিনিই অন্যান্য শিকক্ষদের এই বিবরণপত্র পূর্ণ করবার কাজে সাহায্য করবেন।

উপদেশদান সমিতিতে প্রধান শিকক্ষ, শিক্ষক উপদেষ্টা এবং সহ-শিক্ষকদের কাজের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু শিক্ষক ছাড়াও অভিভাবকদের মধ্যে কয়েকজনকে এই সমিতির সভ্য করে নিতে হ'বে। আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে পরামর্শদান কার্যসূচী অভিভাবকদের সহযোগিতা ছাড়া কখনও সার্থক হতে পারে না। অভিভাবক সদস্যদের নির্ব্বাচনের মাধ্যমে নেওয়া যেতে পারে অথবা তাঁদের মনোনীত করা যেতে পারে। যাঁরা এই কাজের প্রতি আগ্রহশীল, এরকম অভিভাবকদের মনোনীত করে নিলে কাজের অনেক সুবিধে হ'বে।

এভাবে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সাহায্যে সমিতি গঠিত হ'বার পর আমাদের দায়িত্বের কথা চিন্তা করতে হ'বে।

প্রথমতঃ আমরা আলোচনা করছি যে প্রধান শিক্ষক এই সমিতির সভাপতি এবং শিক্ষক উপদেষ্টা এর সম্পাদক। কার্য্যবিবরণী সংক্রান্ত সমস্ত বিজ্ঞপ্তি প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের স্বাক্ষর সহ প্রচারিত হ'বে। এই সমিতির নাম হ'বে বিদ্যালয়ের পরামর্শদান সমিতি (School Guidance Committee)।

এই সমিতির অন্যতম কাজ হ'বে নির্দ্দেশদান সাংক্রান্ত যে কর্ম্মসূচীর পরিকল্পনা শিক্ষক উপদেষ্টা উপস্থিত করবেন, সে পরিকল্পনা বিবেচনা করে তা অনুমোদন করা। সমিতির অনুমোদন ব্যতীত কোনও পরিকল্পনা কার্য্যকরী হ'তে পারে না। এই সমিতি বিভিন্ন সভ্যদের উপর বিভিন্ন কাজের

দায়িত্বভার অর্পণ করবেন। এই কাজের জন্য যে সময় প্রয়োজন, সে সময় নির্দিষ্ট করে দেবার ভারও সমিতির উপরই অর্পিত থাকবে।

বিদ্যালয়ের নির্দ্দেশদান বা পরামর্শদান সমিতি বৎসরে অন্ততঃ তিনটি অধিবেশনের ব্যবস্থা করবে। তবে বৎসরে যদি চারটি করে অধিবেশন হয়, তবে কাজ আরও সুসৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হ'তে পারে। এই সমিতির কাজের উপরই পরিকল্পনার সার্থকতা এবং সাফল্য নির্ভরশীল। সুতরাং সমিতির সভ্যদের তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হ'তে হ'বে। যদি বৎসরে মাত্র তিনটি অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়, তবে তার মধ্যে অন্ততঃ দুইটি অধিবেশনে নির্দ্দেশদান কার্য্যসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হ'বে। পরিকল্পনাটি বিবেচনা সাপেক্ষ কেননা এর সার্থক রূপায়ণের পথে অন্তরায়ের কথাও চিন্তা করতে হ'বে। তাই দুইটি অধিবেশনে পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পর পরিকল্পনাটি গৃহীত হ'বে। তৃতীয় অধিবেশনটি থাকবে ছাত্রদের বিভাগ নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনার জন্য। পরামর্শদান সম্পর্কিত সমস্ত কাজের পরিকল্পনাই পূর্ব্ব থেকে প্রস্তুত করে রাখতে হ'বে। এই পরিকল্পনা হ'বে বিদ্যালয়ের কার্য্যকালানুসারী বিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্য্যকে দু'ইটি ভাগে ভাগ করতে পারি—ষান্মাষিক ও বার্ষিক। এই দুইটি কালের পরই বিদ্যালয়ের পরীক্ষা নেওয়া হয়। আমাদের পরিকল্পনাকেও আমরা এই ভাবে ভাগ করে নিতে পারি।

পরামর্শদান সমিতির সভায় প্রধান ভূমিকা থাকবে শিক্ষক উপদেষ্টার। তিনিই সমিতির কাছে তাঁর বক্তব্য জানাবেন। তাঁকে মুখ্যতঃ তিনটি বিষয় এই সভায় উপস্থিত করতে হ'বে—(ক) কার্য্যক্রম (Activities) (খ) দায়িত্ব বণ্টন (Assignment of responsibility) এবং (গ) সময় ও স্থান (Time and place)।

সমগ্র কর্ম্মপন্থার পরিকল্পনা গ্রহণ সময় সাপেক্ষ। অন্ততঃ এক সপ্তাহের পূর্ব্বে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যদি এক সপ্তাহ ধরে সুচিন্তিত ভাবে কার্য্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়, তবে সহজেই এই পরিকল্পনা সমিতির সদস্যদের অনুমোদন লাভ করবে। সমিতির সভ্যরা এই পরিকল্পনাটিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে নেবেন বলেই আমরা আশা করতে পারি।

পরিকল্পনা যদি সমিতির সভায় গৃহীত হয়। তবে সমস্ত সদস্যই তাঁদের সই দিয়ে তাঁদের সমর্থন জানাবেন। তারপর এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'বে।

যদি সমিতির সদস্যরা মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা গ্রহণে আগ্রহশীল হ'ন (কেননা তার উপরেই বিভাগ নির্বাচন নির্ভরশীল) এবং যদি তাঁরা পরিকল্পনাটিকে গ্রহণ করেন তবে প্রধান শিক্ষক—শিক্ষক সভ্যদের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে বলবেন।

এ ছাড়া আর একটি অধিবেশন প্রয়োজন। এই অধিবেশনে শিক্ষক উপদেষ্ট বিভিন্ন বিভাগে আসন বণ্টন সম্পর্কে তাঁর মতামত জানাবেন। সমিতি যদি শিক্ষক উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করেন, তবে আসন সংখ্যা নির্দ্দেশ এবং বিভাগ নির্ব্বাচন সম্পর্কে শিক্ষক উপদেষ্টার মত অনুযায়ী কাজ করা হ'বে। শিক্ষক উপদেষ্টা যদিও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তবুও তিনি যদি সমস্ত সভ্যদের অনুমোদন নিয়ে কাজ না করেন, তবে প্রতি পদেই তাঁকে বাধার সম্মুখীন হতে হ'বে। এজন্য তাঁর পরিকল্পনা সভায় উপস্থিত করে সভায় যাতে গৃহীত হয়, তার ব্যবস্থা করতে হ'বে।

শিক্ষক উপদেষ্টার কাজ (funtion of the c. m.) বিদ্যালয়ে যে পরামর্শদান সমিতি গঠিত হয়েছে, এই সমিতি পরামর্শদান কার্য্যসূচী সার্থক করে তোলবার জন্য শিক্ষক উপদেষ্টার কাজকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতায় শিক্ষক-উপদেষ্টা তাঁর সহযোগী শিক্ষকদের সাহায্যে পরামর্শদান কার্য্যসূচী অনুযায়ী কাজ করবেন। সমগ্র কর্ম্মপন্থায় তাঁকে সংযোগকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হবে।

বিদ্যালয়ের যে শিক্ষকদের সাহায্যে পরামর্শদান সমিতি গঠিত হয়েছে. তারা সবাই এ কাজের জন্য শিক্ষণ প্রাপ্ত নন এবং সকলেই এ কাজ সম্পর্কে জানেন, এ কথা আমরা আশা করতে পারিনা, সুতরাং অন্যান্য শিক্ষকদের এই কার্যে দক্ষ করে তোলবার ভারও নিতে হ'বে শিক্ষক উপদেষ্টাকে। তিনিই হলেন এই কর্মসূচীর প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ, তিনিই এর পরিচালক। তাই তিনি অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে সভা করে তাদের কাজ ভালভাবে বুঝিয়ে দেবেন এবং এই কাজের বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় জানাবেন। প্রয়োজন হলে তিনি এই শিক্ষকদের কর্মশালাতে নিয়ে যান্ত্রিক দক্ষতা সম্পর্কেও অবহিত করে তুলতে পারেন।

এই কর্মসূচীর আছে তিনটি দিক—অভিভাবক ছাত্র এবং শিক্ষক। কিন্তু এই কর্মসূচী পরিচালনার ভার এককভাবে শিক্ষক উপদেষ্টার উপর অর্পিত সুতরাং যার কোন বিষয়ে জানবার প্রয়োজন ঘটবে তাকেই শিক্ষক উপদেষ্টার কাছে যেতে হ'বে। এজন্য ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবক সকলেই যেন

প্রয়োজনের সময় শিক্ষক উপদেষ্টার পরামর্শ নিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হ'বে।

সর্ব্বাত্মক বিবরণপত্র পূর্ণ করবার ভার মূলতঃ শ্রেণী শিক্ষকদের (class teacher) উপর অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু এই বিবরণ নির্ভুল হওয়া বাঞ্ছনীয় কেননা এই তথ্যের ভিত্তিতেই সমগ্র পরামর্শদান পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হবে। তাই শিক্ষক উপদেষ্টা সমিতির সদস্য শিক্ষকদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাবেন এবং কিভাবে এ বিবরণপত্র পূর্ণ করতে হবে সে সম্পর্কেও তিনি শিক্ষক সভ্যদের অবহিত করে তুলবেন।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতিতেও শিক্ষক উপদেষ্টা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন। তিনিই পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ব্বাচন করবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবার জন্য নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি (objective tests) প্রবর্ত্তন করবার ব্যবস্থাও তাঁকেই করতে হ'বে।

আমরা আগেই বলেছি যে সমিতির অন্যান্য সভ্য শিক্ষকরা এ বিষয়ে শিক্ষণ প্রাপ্ত নন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ জ্ঞান নেই। তাই শিক্ষক উপদেষ্টা প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় তাঁদের গোচরীভূত করবেন। ছাত্রদের মত আবেগ জনিত মানসিক সংঘাত, প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিলে শিক্ষক উপদেষ্টা এই সব সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায় সম্পর্কে অন্যান্য শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য জানাবেন। অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত দেখা যাবে যে সাধারণ শিক্ষকেরা এ ধরণের সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন এবং তার সমাধানের কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। সে ক্ষেত্রে শিক্ষক উপদেষ্টা স্বয়ং এই ধরণের সমস্যা নিয়ে তার সমাধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। যদি তিনি মনে করেন যে সমস্যা অতি জটিল এবং তাঁর পক্ষেও সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব নয়, তবে তিনি মনোবিজ্ঞানী এবং মানসিক চিকিৎসককে এ কাজের জন্য আহ্বান করতে পারেন। মানসিক দ্বন্দ্ব যদি জটিলাকার ধারণ করে, তবে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রেও শিক্ষক উপদেষ্টা মানসিক চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

শিক্ষক উপদেষ্টার একটি প্রধান কাজ হল ছাত্র এবং অভিভাবকদের কাছে শিক্ষা এবং বৃত্তি সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন করা। সাধারণভাবে ছেলেরা অথবা অভিভাবকেরাও অনেক তথ্য লাভ করে থাকেন। কিন্তু এই তথ্য-গুলোর ভাষা এবং প্রকাশ ভঙ্গী আকর্ষণযোগ্য না হওয়ায় এদিকে কারও

মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু শিক্ষক উপদেস্টা এই তথ্যগুলোকে সহজবোধ্য এবং আকর্ষণযোগ্য করে তোলবার জন্য যথা সম্ভব চেষ্টা করবেন।

বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে নানারকম আগ্রহ ও প্রবণতা থাকে। কার মধ্যে কোন বৃত্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে তা জানা সহজ নয়। অথচ এই সুপ্ত বৃত্তিগুলোর উপরেই ছেলেদের ভবিষ্যৎ জীবনের সার্থকতার বীজ নিহিত থাকে। এই সুপ্ত বৃত্তিগুলোকে বিকশিত করবার দায়িত্ব শিক্ষক উপদেষ্টার উপর অর্পিত। তিনি এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে খেয়ালী সঙ্ঘ (Hobby Clubs) স্থাপন করবেন এবং এই সঙ্ঘের কাজ যেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, তার ব্যবস্থা করবেন। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগগুলোতে ছাত্র ভর্ত্তি করবার ব্যাপারে এই সঙ্ঘই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষক উপদেষ্টাকে তাই এই সঙ্ঘ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এ ছাড়া তিনি বৃত্তি ও শিক্ষার বিভাগ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য আলোচনা চক্রের আয়োজন করবেন। মাঝে মাঝে বৃত্তি-মূলক ভ্রমণ করবার দায়িত্বও এই শিক্ষক উপদেষ্টার উপর অর্পিত।

ছেলেদের গ্রহণযোগ্য বৃত্তি সংক্রান্ত নানাপ্রকার পুস্তিকা আছে। কর্ম্ম-সংস্থান সংস্থা, সরকারের সেনাবিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কর্ম সংক্রান্ত পুস্তিকা আছে। শিক্ষক উপদেষ্টা এই সমস্ত পুস্তিকা সংগ্রহ করে ছেলেদের কাছে এই পুস্তিকা বিতরণ করবার ব্যবস্থা করবেন। বৃত্তিমূলক প্রদর্শনী পরামর্শদান ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই প্রদর্শনী সার্থক করে তোলবার জন্য ভার নিতে হবে শিক্ষক উপদেষ্টাকে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনীর সময় তিনি এই প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন। ছাত্রদের সহায়তায় তিনি এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন।

অভিভাবক শিক্ষক সম্মেলনের মাধ্যমেই বিদ্যালয় এবং অভিভাবকদের মধ্যে সংযোগ সূত্র রক্ষিত হতে পারে। এই সংযোগসূত্রের উপর পরামর্শ-দানের সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। শিক্ষক উপদেষ্টা এই সম্মেলনের আয়োজন করবেন। এ ছাড়া তিনি প্রয়োজন হলে ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের আয়োজন করবেন।

অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষক উপদেষ্টা তাঁর কাজ করতে পারেন না। ছেলেদের পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সঙ্গে পরামর্শ করে শিক্ষক উপদেষ্টা বিভিন্ন বিভাগের জন্য ছাত্র নির্ব্বাচন করবেন। এ কাজে অভিভাবকদের সঙ্গে সহযোগিতা অপরিহার্য্য।

তাছাড়া সংঘর্ষ অনিবার্য্যরূপে দেখা দেবে। বিষয় নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর মতই চূড়ান্ত।

ছেলেদের শিক্ষার বিষয় নির্ব্বাচন করার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষক উপদেষ্টার কাজ শেষ হয় না। কর্ম্মজীবনে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্বও তাঁকে আংশিক ভাবে বহন করতে হ'বে। যুবকর্ম্মসংস্থান সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষক-উপদেষ্টা ছাত্রদের কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করে দেবেন। যে সমস্ত সংস্থা এই ধরণের ছাত্রদের নিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহশীল, তাদের সঙ্গেও শিক্ষক-উপদেষ্টা আলোচনা করতে পারেন।

শিক্ষক-উপদেষ্টার সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা

(Specific Activities of the Career master)

আমরা সাধারণ ভাবে শিক্ষক উপদেষ্টার কাজের বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কিন্তু এই বিভাগ ছাড়া তাঁর কাজ কি, তা সুনির্দ্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন। ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষক উপদেষ্টা তাঁর নির্দ্দিষ্ট কাজের জন্য দায়ী থাকবেন এবং প্রধান শিক্ষক এই কাজের জন্য তাকে সর্ব্বতোভাবে দায়ী করতে পারবেন।

প্রথমতঃ তিনি বিদ্যালয়ে পরামর্শদান সম্পর্কিত প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। বিদ্যালয়ে গৃহের একটি অংশ নির্ব্বাচন করে। সেখানে তিনি এই সম্পর্কে বিজ্ঞাপনাদি দেবার ব্যবস্থা করবেন। খেয়ালী সঙ্ঘের কাজ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিও এখানে দেওয়া হবে। এছাড়া বৃত্তিমূলক প্রদর্শনী এবং বৃত্তিমূলক ভ্রমণের বিজ্ঞপ্তিও এইখানেই দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রচার কোণটি বিদ্যালয়ের এমন অংশে স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয় যেখানে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হ'বে। বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারের সমীপবর্ত্তী দেওয়ালে এই প্রচারের ব্যবস্থা করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষক উপদেষ্টার অন্যতম কাজ হ'ল রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং অন্যান্য সূত্র থেকে পরামর্শদান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং এই তথ্যগুলো সংরক্ষণ করা। শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিগত পরামর্শদানের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা আছে। এই সংস্থা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরামর্শদান সংক্রান্ত জিনিসপত্র সরবরাহ করে। বৃত্তি-মূলক প্রদর্শনীর সময় এই সংস্থা প্রদর্শনীর জন্য নানাপ্রকার চিত্র সরবরাহ করে থাকে শিক্ষক উপদেষ্টা তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু এখান থেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিভিন্ন বিভাগের জন্য নির্ব্বাচিত করবার জন্য পরীক্ষা করতে হয়। এই পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতেই সাধারণতঃ ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিভাগ নির্ব্বাচন করা হয়। শিক্ষক উপদেষ্টা এ কাজে বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত। সুতরাং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের ভার তাঁকেই গ্রহণ করতে হ'বে। তিনিই ছাত্রদের বুদ্ধির পরীক্ষা, কৃতিত্বের পরীক্ষা প্রভৃতি পরীক্ষা নেবেন এবং এই পরীক্ষার ফল জানাবেন।

অষ্টম শ্রেণী থেকেই বিভাগ নির্ব্বাচনের কাজ সুরু হয়। তাই অষ্টম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের পরামর্শদান সংক্রান্ত বিবরণ প্রস্তুত করবার ভার তাঁকেই নিতে হ'বে। তিনি প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর (অষ্টম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত) জন্য একটি করে বিবরণ দেবেন এবং সেগুলো যথাযথ ভাবে পূরণ করবার ব্যবস্থা করবেন।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিগত উপদেশ দান সংস্থাই পরামর্শদান সংক্রান্ত কার্য্যসূচীর নিয়ামক। সুতরাং শিক্ষক উপদেষ্টাকে সর্ব্ব বিষয়েই এই সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করে কাজ করতে হ'বে। এই সংস্থার পরামর্শ ক্রমেই তিনি ছাত্রদের উপদেশদান সংক্রান্ত কর্ম্মসূচী প্রণয়ন করবেন এবং তদনুযায়ী উপদেশ দানের ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যক্ষভাবে যদি শিক্ষক উপদেষ্টা এই রাষ্ট্রীয় সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন, তবে তাঁর কাজ অনেক সহজ হয়ে পড়বে এবং তাঁর সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান তিনি অতি সহজেই করে নিতে পারবেন।

অষ্টম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রদের নিয়েই এই কার্য্যসূচী পরিচালিত হয়। এই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মসংস্থান সম্পর্কে শিক্ষক উপদেষ্টা আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করবেন। ছেলেদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাদের প্রতি নির্দ্দেশ দান কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবেন।

শিক্ষক উপদেষ্টার সঙ্গে অভিভাবকদের প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি প্রত্যেকটি ছাত্রের অভিভাবকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে তিনি অন্ততঃ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবেন। যে সমস্ত ছাত্রকে নিয়ে পরামর্শদান কার্য্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা শিক্ষক উপদেষ্টার কার্য্যের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। তিনি এই আলোচনা এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অভিভাবকদের কাছে সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করবেন।

শিক্ষক উপদেষ্টার বিশেষ কাজ হিসাবে এই কাজগুলো নির্দ্দিষ্ট করলেই এই কর্ম্মসূচী সার্থক করে তোলা সহজ হ'বে বলে আশা করা যায়।

বিদ্যালয়ের পরামর্শদান সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষা এবং বৃত্তি সম্পর্কে ছাত্রদের উপদেশদান। এই উপদেশদান কাজটি অত্যন্ত জটিল। প্রত্যেকটি ছাত্রেরই নিজস্ব মতামত এবং আগ্রহ ও প্রবণতা আছে। তা ছাড়া আজও আমাদের দেশে শিক্ষার বিষয় নির্ব্বাচন সম্পর্কে এবং বৃত্তিগত নির্দ্দেশদান সম্পর্কে বিদ্যালয়ের কিছু করণীয় আছে বলে তাঁরা মনে করেন না এবং বিদ্যালয়ের মতামতের কোনও মূল্যই তাঁরা দিতে চান না। অথচ ছেলেদের শিক্ষা এবং বৃত্তি নির্ব্বাচন সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কারও মতামত প্রকাশ করবার কোনও অধিকার নাই। অভিভাবকের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য একটি ছেলের ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলা যায় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষক উপদেষ্টা মনস্তাত্বিক পরীক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে এ সম্পর্কে যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, তাকে অগ্রাহ্য করবার কোনও সঙ্গত কারণই থাকতে পারে না। তাই অভিভাবকদের নিয়ে বিদ্যালয় পরামর্শ দান সমিতি গঠন করা হয়। এর ফলে অভিভারকদের বিরোধিতার ভয় থাকে না।

এই সমিতিই কার্য্যসূচীর পরিকল্পনা অনুমোদন করে। সুতরাং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চল্‌তে থাকলে তার বিরোধীতার সম্ভাবনাও অনেক পরিমাণে কমে আসে। এই সমিতির কাজগুলোকে প্রধানতঃ শিক্ষক উপদেষ্টাই পরিচালিত করেন। বিভিন্ন কর্মপন্থার মাধ্যমে সমিতি তার উদ্দেশ্য সাধন করবার ব্যবস্থা করে থাকে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো উল্লেখযোগ্য :—

দলগত নির্দ্দেশদান (Group Guidance)—দলগতভাবে ছেলেদের নির্দ্দেশ দান করা যায়। এর একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। দলের সঙ্গে মিশে ছেলেরা স্বভাবতঃই অপরের সহযোগিতায় এবং সাহচর্য্যে এর প্রতি আগ্রহ অনুভব করতে শেখে। এখানে উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ত্রিবিধ। প্রথমতঃ এর উদ্দেশ্য হ'ল পরামর্শদানের বিরুদ্ধে যে সংস্কার মনে প্রভাবশীল থাকে, তা দূর করা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলেরা তাদের অভিভাবকদের পদমর্য্যাদার কথা স্মরণ ক'রে যান্ত্রিক শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না। কিন্তু তাদের নিজস্ব ক্ষমতা এবং প্রবণতা ছাড়া তারা নিজেরা যে কাজ করতে পারবে না, এই সাধারণ কথাটা তারা বুঝতে চায় না। ভ্রান্ত মর্য্যাদাবোধ তাদের মনে

অন্ধ সংস্কারের মত চেপে বসে থাকে। এই সংস্কার দূর করা প্রয়োজন। যাদের অভিভাবক বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, তারা লেখাপড়ায় যত কাঁচাই হোক্ না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করবার প্রতি তাদের একটা ঝোঁক থাকে। অথচ তারা বুঝতে চায় না যে তাদের পক্ষে এ জন্য কালক্ষেপ করা সময়ের অপচয় মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরামর্শদানের মাধ্যমে ছেলেদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও দক্ষতার বিকাশ সাধন করবার ব্যবস্থা করাও পরামর্শ-দান কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষা এবং বৃত্তি সম্পর্কে ছেলেদের বিজ্ঞপিত করা এই দলগত শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

দলগতভাবে শিক্ষাদানের জন্য দৃশ্য (visual) এবং শ্রাব্য (Auditory) এই দুই প্রকার ব্যবস্থা থাকে।

দৃশ্য বিষয়ের মধ্যে পরামর্শদান সংক্রান্ত প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রদর্শনী দেখে ছেলেরা এই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ অনুভব করবে। বিদ্যালয়ে পরামর্শদান সংক্রান্ত তথ্য বিজ্ঞাপিত করবার জন্য যেস্থান নির্ব্বাচন করা হয়েছে, সেখানে নানাপ্রকার ছবি রেখে ছেলেদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পরামর্শদান সংক্রান্ত চিত্র প্রদর্শনী ও এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উপযোগী হ'বে বলে আশা করা যায়।

শ্রাব্য বিষয়ের মধ্যে পরামর্শদান সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার কথা উল্লেখযোগ্য ছেলেদের কাছে এ সম্পর্কে শিক্ষক উপদেষ্টা আলাপ করে তাদের মন এদিকে আকৃষ্ট করে তোলার ব্যবস্থা করবেন।

পরামর্শদান সংক্রান্ত ভ্রমণের মাধ্যমেও ছেলেদের মন এদিকে আকৃষ্ট করে তোলা যায় এবং এই কার্য্যসূচী সার্থক করে তোলা যায়। এ ছাড়া আলোচনা বিতর্ক, বেতার বক্তৃতা প্রভৃতিও কর্ম্মসূচীর মাধ্যমরূপে বিবেচিত হ'তে পারে।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদান করবার সময় প্রত্যেকটি ছাত্রের কৃতিত্ব এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে দেখতে হ'বে। তাই ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শদান করতে গেলে নিম্নলিখিত কর্ম্মসূচী অনুসরণ করতে হ'বে :—

(১) ছেলে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হ'বার পর থেকে তার জন্য স্বতন্ত্রভাবে সর্ব্বাত্মক মন্তব্যলিপি রাখা।

(২) ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উন্নতির মূল্যায়ন।

(৩) ছাত্রের মানসিক ক্ষমতার বিররণ সংগ্রহ এবং মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে তার সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ।

(৪) শিক্ষার বিভাগ এবং বৃত্তি সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ছাত্রদের কাছে উপস্থিত করা।

(৫) পরামর্শদান।

ছেলেদের কাছে তথ্য সরবরাহ করা এবং ছেলেদের এই কর্ম্মসূচীর প্রতি আগ্রহশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্ম্মসূচী অনুসৃত হয়ে থাকে :—

(ক) খেয়ালী সঙ্ঘ (Hobby club) :—প্রত্যেক বিদ্যালয়েই এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবতা প্রভৃতি অনুযায়ী এই সঙ্ঘের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হ'বে অর্থাৎ যদি কোনও বিদ্যালয়ে তিনটি বিভাগ থাকে তবে তাদের সঙ্ঘও হবে তিনটী শিক্ষক উপদেষ্টার নির্দ্দেশানুযায়ী এই সঙ্ঘ পরিচালিত হ'বে। ছেলেদের আগ্রহ এবং প্রবণতা অনুযায়ী তারা বিভিন্ন সঙ্ঘে (যথা বিজ্ঞান সঙ্ঘে) যোগদান করবে। সঙ্ঘের কাজের মধ্য দিয়েই তাদের দক্ষতা ও সুপ্ত প্রকৃতি প্রকাশ পাবে। এই সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য হ'ল ছেলেদের আগ্রহের সঙ্গে ক্ষমতাকে যুক্ত করা। যদি কোনও ছেলের এক বিষয়ে আগ্রহ থাকে এবং অন্য বিষয়ে ক্ষমতা থাকে, তবে সে কোনও বিষয়েই কৃতিত্ব দেখাতে পারবে না। এই সঙ্ঘের কার্য্যের মাধ্যমে ছেলেদের আগ্রহই এবং ক্ষমতাকে একমুখী করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞান সঙ্ঘের ছেলেরা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের ক্ষমতা নিয়োগ করবে। সেই বিষয়ে তাদের আগ্রহ থাকায় তারা সহজেই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারবে এবং নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবে। তেমনি মানবতা বিভাগের ছাত্ররাও নিজেদের সঙ্ঘের মাধ্যমে তাদের সুপ্ত দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারবে। এভাবে এই সঙ্ঘের মাধ্যমেই ছেলেদের যে বিষয়ে আগ্রহ আছে, সেই বিষয়ে তাদের ক্ষমতার বিকাশ সাধন করবার ব্যবস্থা করা হয়।

(এ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

(খ) উপদেশদান সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন কেন্দ্র (Guidance Corner) :—
ছেলেদের শিক্ষার বিভাগ সম্পর্কে জানবার জন্য এবং তাদের বৃত্তি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করার জন্য বিদ্যালয়ে উপদেশদান সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনকেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। বিদ্যালয়ের যে স্থানটি সর্ব্বাগ্রে সকলের চোখে পড়ে এরকম স্থানেই বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারের

সম্মুখে যে দেওয়াল থাকে, সেই দেওয়ালটি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। শক্ত বোর্ডে এই বিজ্ঞাপন দিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যায়। জাল দিয়ে একটি বড় চৌকো বাক্স করে তার মধ্যে যদি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তবে বিজ্ঞাপনগুলো কেউ ছিঁড়তে পারবে না এবং সকলের চোখে পড়বে। দৃশ্য বিষয় সংক্রান্ত সব কিছুই যথা ছবি প্রভৃতি এখানে দেওয়া যেতে পারে। ছবি, মানচিত্র, লেখচিত্র প্রভৃতির সাহায্যেও এখানে কোন বিষয় প্রকাশ করা যেতে পারে।

এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল ছেলেদের গ্রহণীয় বিভাগে এবং তাদের বৃত্তি সম্পর্কে পরামর্শদান। সুতরাং এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এই কেন্দ্রে জানবার জন্য তৎসম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'বে। বৃত্তি সম্পর্কিত ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হ'লে সে সম্পর্কে ছেলেদের জানাবার জন্য বিজ্ঞাপন দেবার উপযুক্ত স্থানে এই কেন্দ্র। গ্রন্থাগারে নূতন কোনও বই এসে থাকলে সে সম্পর্কেও এখানে বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতে পারে।

এখানে যে ছবি বা অনুরূপ দৃশ্যবস্তু রাখা হ'বে সেগুলো এমনভাবে থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে সকলের আগ্রহ সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। ছেলেদের চারুকলার নিদর্শনও এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে। সর্ব্বপ্রকারে এটিকে আকর্ষণ যোগ্য করে তুলতে পারলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'বে বলে আমরা আশা করতে পারি।

(গ) বৃত্তিসম্পর্কিত আলোচনা (Career falks) :—সাধারণতঃ অষ্টম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রেরাই বৃত্তি সম্পর্কে আলোচনার উপযোগী। তাই এদের নিয়েই এই আলোচনা করতে হ'বে। এ আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল ছেলেদের মধ্যে কোনও বিশেষ বৃত্তি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করা। বৃত্তি গ্রহণের পূর্ব্বে ছেলেদের মানসিক প্রস্তুতির জন্যই এই আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। ছেলেদের মানসিক বৃত্তিগুলোর পুনর্ব্বিন্যাস করে তাদের একটি বিশিষ্ট পথে পরিচালিত করতে পারলে একদিক থেকে যেমন তাদের বিভাগ নির্ব্বাচনের সুবিধা হয়, অন্য দিক থেকে তেমনই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে বৃত্তি নির্ব্বাচনের পক্ষেও সহায়তা করা হয়।

এ ধরণের আলোচনা হ'বে সংক্ষিপ্ত। দীর্ঘ বক্তৃতার অবতারণা করলে স্বভাবতঃই তা ছেলেদের কাছে বিরক্তিকর হয়ে পড়বে এবং এ দিকে তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হ'বে না। উপযুক্ত লোকের উপর এই আলোচনার ভার দিতে হ'বে কেননা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা না করে বিষয়টি ছেলেদের

কাছে আকর্ষণযোগ্য করে তুলতে হবে। শিক্ষক উপদেষ্টা যদি এ কাজের ভার গ্রহণ করেন তবে ভাল ফল আশা করা যেতে পারে কেননা তিনিই এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ছেলেদের কাছে মূল বিষয়টি আকর্ষণযোগ্য করে তোলা তাঁর পক্ষে খুব কঠিন কাজ হ'বে না।

কেবল বক্তৃতা বেশীক্ষণ চললেই তা নিরস হয়ে পড়বে। অনধিক ২০ মিনিট কাল শিক্ষক উপদেষ্টা ছেলেদের কাছে তাঁর বক্তব্য বলবেন। অবশিষ্ট সময় তিনি ছেলেদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। এই প্রশ্নগুলোর উদ্দেশ্য হ'বে ছেলেদের মন মূল বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা। ছেলেদের কাছে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং বিভিন্ন বিভাগে পড়বার সার্থকতার কথা জিজ্ঞাসা করে শিক্ষক উপদেষ্টা তাদের মতামত জেনে নিতে পারবেন। তাঁর আলোচনা ছেলেদের মনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, প্রশ্ন করে তিনি তাও জানতে পারবেন।

(ঘ) মাতাপিতা ও অভিভাবকদের সম্মেলন (Parent-teacher conference)

আমরা আলোচনা করেছি যে ছেলেদের শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকরা নিজেদের কর্ত্তা বলে মনে করেন। তাই ছেলেরা কোন্ বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করবে, কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করবে, এ সম্পর্কে অভিভাবকেরা অপরের মতামত গ্রাহ্য করতে চান না। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত জটিল। ছেলেদের মানসিক ক্ষমতার এবং আগ্রহের ভিত্তিতেই তাদের শিক্ষণীয় বিভাগ নির্ব্বাচন করা হয়। মনস্তাত্ত্বিক পরিমাপ পদ্ধতির মাধ্যমে ছেলেদের মানসিক বৃত্তি এবং বুদ্ধি আগ্রহ, ক্ষমতা ও কৃতিত্বের পরিমাপ করে তাদের জন্য শিক্ষার বিভাগ ও বৃত্তি নির্ব্বাচন করা হয়। অভিভাবকের পক্ষে এ সমস্ত জানা সম্ভব নয়। সুতরাং বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যে নির্দ্দেশ দান করা হচ্ছে, তার প্রতি অভিভাবকের বিরূপ মনোভাব থাকা কাম্য নয়।

অভিভাবককে যদি এটা বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে তাঁর ছেলের ভবিষ্যৎ-জীবনের কথা চিন্তা করে, তাকে সার্থক করে তোলার জন্যই পরামর্শ-দান পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা হয়েছে, তবে তিনি হয়ত বিরোধিতা করবেন না। কিন্তু আমাদের অসুবিধা এই যে অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের সাক্ষাৎ এবং আলোচনার কোনও সুযোগ নেই। তাই অভিভাবকের সঙ্গে

শিক্ষকদের যোগাযোগ রক্ষার জন্যই অভিভাবক সম্মেলনের আয়োজন করা সঙ্গত।

এই সম্মেলনে শিক্ষক উপদেষ্টা অভিভাবকের কাছে সমস্ত সমস্যার কথা খুলে বলবেন। ছেলের শিক্ষা এবং বৃত্তি নির্ব্বাচন যে তার ভবিষ্যৎ জীবনের দিক থেকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, শিক্ষক উপদেষ্টা অভিভাবকের কাছে স্পষ্ট করে সে কথা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। অভিভাবকের ইচ্ছা যদি ছেলের ক্ষমতা ও কৃতিত্বের সীমা অতিক্রম করে, তবে সে ইচ্ছা পূরণ করতে চেষ্টা করলে ছেলের জীবনে শোচনীয় ব্যর্থতা নেমে আসবে। শিক্ষক উপদেষ্টা দু' একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করে একথা প্রমাণিত করবেন যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বৃত্তি নির্ব্বাচন করবার পর দেখা গেছে যে ছেলে জীবনে সার্থকতা অর্জ্জন করতে পেরেছে আবার অভিভাবক বিদ্যালয়ের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে ছেলেকে আপন ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা দিতে গিয়ে তার জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছেন। ছেলের ক্ষমতা সীমা অতিক্রম করায় নির্ব্বাচিত বিষয়ে সে বারবার কেবল শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দান করেছে।

অভিভাবকদের সম্মেলনে কেবল বক্তৃতার সাহায্যে বিষয়টি বলবার ব্যবস্থা করলে তার ফল বিশেষ কার্য্যকরী হ'বে না। এই সম্মেলনে প্রদর্শনীর আয়োজন করে তার সাহায্যে বিষয়টি আকর্ষণযোগ্য করে তোলা যেতে পারে। ছবিগুলো এমনভাবে আঁকতে হবে এবং এভাবে নামকরণ করতে হবে যেন তা দেখে সহজেই অর্থ বুঝতে পারা যায়। ছবির নামকরণটির মধ্যে নাটকীয়তা থাকবে। নামকরণটি থেকে যেন অভিভাবকদের কিছু বুঝতে অসুবিধা না হয় অথচ নাটকীয়তার জন্য বিষয়টি যেন সহজেই তাদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ছবির চেয়ে মডেলের সাহায্যে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়। মডেলের মধ্য দিয়ে জীবন্ত অবস্থার অবতারণা করা যায় বলে তার প্রভাব আরও বেশী। মডেল দিয়েও আমরা বিষয়টি অভিভাবকদের কাছে উপস্থিত করতে পারি। কিন্তু ছবি অথবা মডেলের প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে কথার দিক থেকে আমাদের যথাসম্ভব মিতব্যয়ী হ'তে হবে। অল্প কথায় বিষয়টি উপস্থাপিত করতে হবে।

নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

নাটকের সাহায্যে জীবন পরিবেশ উপস্থাপিত করা যায়। তাই নাটকের আবেদন অত্যন্ত গভীর।

(ঙ) **বৃত্তি সম্পর্কিত সম্মেলন** (Career Conferences)

ছেলেদের কাছে বৃত্তি এবং শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য জানাবার অন্যতম উপায় হ'ল বৃত্তি সম্পর্কিত সম্মেলনের আয়োজন। এই সম্মেলনে সাধারণভাবে প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণভাবে তথ্য প্রচার করা হয়। কিন্তু কেবল তার মধ্যেই কর্ম্মপদ্ধতি সীমিত রাখলে চলবে না। স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যেক বিভাগের ছাত্রই যেন এই সম্মেলন থেকে আপনাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু এই সম্মেলনে ছেলেরা যদি কেবল নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তবে তারা কোনও আনন্দই পাবে না। ছেলেরা যাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হ'বে। প্রদর্শনীতে ছেলেদের হাতের কাজ দিলে ভাল হয়। ছেলেরাই ছবি আঁকবে এবং মডেল তৈরী করবে। নামকরণের ব্যাপারেও ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রদর্শনীতে ছেলেদের ভূমিকা সক্রিয় হ'লেই তারা আগ্রহশীল হয়ে উঠবে।

(চ) **ভ্রমণ** (Excursions) :—

বৃত্তি নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে ভ্রমণের মূল্য অপরিসীম। ছেলেদের বড় বড় কারখানায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞান শাখার ছাত্ররা কারখানায় গিয়ে সেখানে কাজ দেখলে স্বভাবতঃই আগ্রহবোধ করবে। বাটা, টাটা, দুর্গাপুর প্রভৃতি কারখানায় ছেলেদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা যায়। পূর্ব্বে কারখানায় জানিয়ে রাখলে কর্ত্তৃপক্ষ ছেলেদের দেখাবার ব্যবস্থা করে দেন।

কলা বিভাগের ছাত্রদের চিত্র প্রদর্শনীতে বা অনুরূপ স্থানে নিয়ে গেলে তারাও আগ্রহ বোধ করবে। ভ্রমণের প্রতি স্বভাবতঃই ছেলেদের আগ্রহ থাকে। তাই ভ্রমণের মাধ্যমে তারা আরও বেশী পরিমাণে আগ্রহশীল হয়ে ওঠে।

নিয়ন্ত্রিত ভ্রমণের মধ্য দিয়ে ছেলেদের আগ্রহ একমুখী করে তোলা হয় এবং তাদের আগ্রহকে ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ছেলেরা যে কার্য্যক্ষেত্রে যায় সেখানে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় শিক্ষামূলক ও বৃত্তিগত উপদেশ দান সংস্থা

(State organisation of educational and vocational guidance)

মুদালিয়র কমিশনের (Mudaliar Commision) সুপারিশ অনুযায়ী আমাদের দেশে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Higher Secondary Schools) স্থাপিত হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে (Diversified courses) শিক্ষা দেওয়া হয়। কৈশোরের পরিণতি এবং বিকাশের দিকেলক্ষ্য রেখেই শিক্ষাব্যবস্থার এই পুনর্ব্বিন্যাস (Re-orientation) করা হয়েছে। কৈশোরের দ্বার প্রান্তে এসে শিক্ষার্থী যে নব নব বিকাশের সম্মুখীন হয়ে থাকে, তার সেই বিকাশের ধারার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠক্রম প্রণীত হয়েছে। পূর্ব্বে বিদ্যালয় স্তর পর্য্যন্ত সাধারণভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং কলেজ শিক্ষার স্তরে এসে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ নির্ণীত হ'ত। তখন ছাত্রেরা কলাবিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে ভর্ত্তি হ'তে পারত। তা ছাড়া তখন শিক্ষার বিভাগের সংখ্যাও ছিল অল্প কয়েকটি। সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকে যুক্ত করে নেওয়া হতনা বলে তখন প্রধানভাবে লক্ষ্য ছিল কেরানীপদ প্রাপ্তি।

স্বাধীনতা লাভের পর স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্ব্বিন্যাসের প্রশ্ন গুরুতরভাবে দেখা দিল। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে ক্রমবর্দ্ধমান কেরানীরা বেকার সমস্যাকে যখন প্রকট করে তুলেছে। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী উদ্যোগে শিল্পোন্নয়ন ঘটেছে। দেশের এই শিল্পোন্নয়নের তাগিদে স্বাভাবিক ভাবেই শিল্পশিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান প্রসারের ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে। শিল্পোন্নয়নের জন্য নূতন নূতন দক্ষ ও অল্প দক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে যে সামান্য কয়েকটি শিল্প শিক্ষালয় ছিল, তার সাহায্যে শিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটান সম্পূর্ণ অসম্ভব। সমাজের এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পশিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হ'ল। এর ফলে একদিক থেকে যেমন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি হ'বে না, অন্যদিক থেকে তেমন শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিক সংগ্রহ করবার পথ সুগম হয়ে পড়্‌ল।

কৈশোরে যে বিকাশ ঘটে, সে বিকাশ কেবল দেহের নয়—মনের।

তাই কৈশোরের পর্য্যায়ে এসে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ নির্দ্দিষ্ট করা হ'ল এবং এই বিভিন্ন পর্য্যায়ে শিক্ষাদান করবার ব্যবস্থা করা হ'ল। এর ফলে সমাজের প্রয়োজন মিট্‌ল বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর ফলেও আবার নূতনতর সমস্যার সৃষ্টি হ'ল।

এক একটি শিশু এক এক প্রকার গুণ, ক্ষমতা এবং আগ্রহ নিয়ে এসেছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় এগারটি বিভাগ নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই শিশুরা এবং তাদের অভিভাবকেরা যখন দেখ্‌তে পেল যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী বেড়েছে, তখন সবাই বৃত্তির আর্থিক দিকটির কথা চিন্তা করে বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। তার ফলে ও দুইদিক থেকে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। প্রথমতঃ, যোগ্য, অযোগ্য সকলেই বিজ্ঞান শাখায় ভর্ত্তি হচ্ছে এবং দ্বিতীয়তঃ কিছুদূর পড়াশুনার পর যখন তাদের অযোগ্যতা ধরা পড়্‌ছে, তখন তারা হতাশ হয়ে পড়্‌ছে।

এই সমস্ত অসুবিধা দূর করবার জন্য শিক্ষাগত এবং বৃত্তিগত নির্দ্দেশদান কার্য্যসূচীর প্রবর্ত্তন করা হয়। এই কার্য্যক্রম অনুযায়ী ছাত্রদের মনস্তাত্বিক পরীক্ষার ভিত্তিতে তাদের শিক্ষার বিভাগ এবং বৃত্তি নির্দ্দেশ করা হয়। এ ব্যবস্থা যে বিজ্ঞান সম্মত, সেকথা বলাই বাহুল্য। এর ফলে ছেলেদের দক্ষতা এবং আগ্রহ অনুযায়ী তাদের উপযুক্ত শাখা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। তারপর কর্ম্মজীবনও সেই শাখার ভিত্তিতে তারা বৃত্তি নির্ব্বাচন করে নিতে পারে।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার যে বিভিন্ন শাখা আছে, সে শাখাগুলো বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের শাখার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেই করা হয়েছে। তা ছাড়া যে ছেলের যান্ত্রিক দক্ষতা আছে সে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর শিল্প শিক্ষালয় (Industrial Training Institute) গুলোতে ভর্ত্তি হতে পারে।

কিন্তু এ ভাবে শিক্ষার শাখা নির্বাচন করে দেওয়া এবং বৃত্তি নির্ব্বাচন করে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজে বিশেষ দায়িত্ব আছে। এর উপরেই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাই এই কার্য্যসূচী অনুসরণ করতে গেলে এ সম্পর্কে নানাপ্রকার গবেষণার প্রয়োজন। যে সংস্থাগুলোর উপরে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ভার অর্পণ করা হয়েছে, তাদের পক্ষেও সমস্ত দায়িত্বভার পালন করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ব্যাপকভাবে এ সম্পর্কে গবেষণা করবার পক্ষে তাদের নানাপ্রকার অসুবিধা আছে। এ জন্য এই উপদেশ দান কার্য্যবিধির একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা থাকা দরকার। এই সংস্থাটি হ'বে

রাষ্ট্রীয় সংস্থা (Bureau) সরকারের নেতৃত্বেই এই কার্য্যসূচী অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই সরকারী সংস্থাটি পরিচালনার জন্য সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন একাধিক পরিচালক (Administrators) এই পরিচালকদের এক একজনকে এক একটি কাজের ভার দেওয়া হ'বে। এই কার্য্যক্রম এত ব্যাপক যে, বিভিন্ন বিভাগে সমগ্র কার্য্যক্রমকে ভাগ করে এক এক বিভাগের ভার এক একজন পরিচালকের উপর অর্পণ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে আমরা আশা করতে পারি। যাঁরা এই পরিচালক পদে নিযুক্ত হ'বেন, তাঁদের মনোবিজ্ঞানে মৌলিক কাজ থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশেষজ্ঞ ব্যতীত এবং বিশেষ শিক্ষা বিহীন কোনও ব্যক্তিকে যদি এই কাজের ভার দেওয়া যায়, তবে ভাল ফল আশা করা যেতে পারে না। এই পরিচালকমণ্ডলী শিক্ষামন্ত্রকের অধীনে কাজ করবেন। এ জন্য শিক্ষাবিভাগের একটি স্বতন্ত্র শাখা থাক্‌বে।

পরিচালকের পরই আলোচনা করতে হয় নির্দ্দেশদান সংক্রান্ত পরামর্শদাতা (Guidance Consultants)দের কথা। পরিচালকদের অধীনে থাকবেন কয়েকজন পরামর্শদাতা। এই পরামর্শদাতারাই সমস্ত দেশে পরিকল্পনাটিকে সার্থক রূপ দেবার জন্য কাজ করবেন। সুতরাং তাঁদের ক্ষমতার উপর এই পরিকল্পনা সর্ব্বাংশে নির্ভরশীল। পরিচালকেরা মূখ্যতঃ এই পরামর্শদাতাদের নিয়েই কাজ করবেন এবং তাদের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করবেন। সুতরাং তাদের উপরই নির্ভর করে চল্‌তে হবে। এজন্য পরামর্শদাতাপদে মনোবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞান যাঁদের আছে তাঁদের নিয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়। এই পরামর্শদাতারাই হ'বেন প্রকৃত কর্মী। তাই বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থা, শিক্ষক সমস্যা ও ছাত্র সমস্যা সম্পর্কে যাদের কোনও ধারণা নেই, তাঁদের পক্ষে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে তোলা কঠিন। বিদ্যালয়ের কতকগুলো বিশেষ সমস্যা আছে। বাইরে থেকে সে সমস্যাগুলো বোঝা কঠিন। তাই বিদ্যালয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে, এ রকম ব্যক্তিদের পরামর্শদাতা পদে নিযুক্ত করলে কাজ পরিচালনা করা সহজ হবে।

এই কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে থাকবে বিভিন্ন বিভাগ। শিক্ষক উপদেষ্টাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করার ব্যবস্থাও এই কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনেই পরি-

চালিত হ'বে। কেন্দ্রীয় সংস্থাটি হ'বে সমস্ত কার্য্যসূচীর পরিচালন কেন্দ্র। সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে এই পরিকল্পনা অনুসৃত হ'লে স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা এবং সামঞ্জস্য বিধান করার কাজ রাষ্ট্রীয় সংস্থাকেই বহন করতে হবে। তাই রাষ্ট্রীয় সংস্থাটির পরিচালন ব্যবস্থা সুষ্ঠু হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশে ব্যাপকভাবে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চল্‌লে প্রত্যেক রাজ্যেও একটি করে স্থানীয় সংস্থা খোলার প্রয়োজন দেখা দেবে। তখন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় সংস্থা এই রাজ্য সংস্থাগুলোর পরিচালনভার গ্রহণ করিবে। এককভাবে একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থার পক্ষে বিভিন্ন রাজ্যের কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা সম্ভব হ'বে না। তখন প্রত্যেকটি রাজ্য সংস্থা নিজ নিজ রাজ্যের কেন্দ্রগুলোর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় সংস্থা কেবল রাজ্য সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে সমগ্র কার্য্যক্রম কার্য্যকরী করবার অধিকারী হ'বে। এক এক রাজ্যে সমস্যাও এক এক রকম থাক্‌বে। তাই রাজ্য সংস্থাগুলো স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে নিজ নিজ রাজ্যের জন্য স্বতন্ত্র পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

এভাবে রাজ্য সংস্থাগুলো কার্য্যকরী হব'ার পর কেন্দ্রীয় সংস্থা বিভিন্ন রাজ্যের কার্য্যক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করবার ব্যবস্থা করবে। এভাবে কাজ চল্‌লে আমরা আশা করতে পারি যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র-দেশে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা চলবে এবং সমস্ত স্থানেই সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালিত হবে।

বাংলাদেশে বর্ত্তমানে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিগত উপদেশদান কার্য্যসূচী অনুযায়ী যে কাজ চল্‌ছে, তার পরিচালনা করছে "শিক্ষামূলক ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র" (The bnreau of Educational and Psychological Research)। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসারিত কার্য্যসূচী অনুযায়ী এই সংস্থাটি স্থাপিত হয়েছে। এখানে কিছু কিছু মৌলিক গবেষণার কাজ হয়ে থাকে। এই সংস্থা কেবল শিক্ষক-উপদেষ্টাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাই করে না, মানসিক বিকারগ্রস্ত শিশুদের রোগ নির্ণয় এবং তা নিরাময় করবার ব্যবস্থাও এই সংস্থার অন্যতম কাজ। বলা বাহুল্য অনেক অভিভাবক, যারা তাঁদের ছেলেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ছেলেদের সম্পর্কে আশার আলোক লাভ করেছেন। ছেলেদের মানসিক শক্তি, তাদের আগ্রহ, ক্ষমতা ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। অন্যান্য

দেশে এ সম্পর্কে গবেষণার ফলে নিত্য নূতন আলোকের সন্ধান তারা লাভ করেছে। আমাদের দেশে এখনও ব্যাপকভাবে এই কার্য্যসূচী অনুসৃত না হওয়ায় এ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণাও হয়নি। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় সংস্থা আপনার দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক হ'লে এই গবেষণার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গবেষণার জন্য সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করলে কৃতী ছাত্রদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজে রাজ্য সংস্থাগুলোই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে সাহায্য করতে পারবে। সেদিক থেকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ সহজ হয়ে পড়বে বলেই আশা করতে পারি।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য আসন নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রয়োজন, কিশোর কেন্দ্রের পরিচালনার জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন, বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন, এই সমস্ত পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন নির্ব্বাচন করা হয় মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে। বলা বাহুল্য এ কাজের জন্যও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। গবেষণার ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হবে ব্যবহারোপযোগী প্রশ্নের উপর আমরা তত বেশী নির্ভর করতে পারব। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এই গবেষণার কাজ যত সহজ হ'বে সাধারণ উদ্যোগে তা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় সংস্থা এই গবেষণার ভার গ্রহণ করবে।

রাষ্ট্রীয় সংস্থার একটি বড় বিভাগ হবে শিশু পরিচালন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় সংস্থার কাজ (Functions of the State Bureau)

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে রাষ্ট্রীয় সংস্থাই হইবে মূল পরিকল্পনাটির পরিচালক। সুতরাং এর কার্য্যভারও ব্যাপক এবং বিস্তৃত।

প্রথমতঃ রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র এই পরিকল্পনা যাতে কার্য্যকরী করা হয়, সেজন্য প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে এই কার্য্যসূচী প্রবর্ত্তন করবার দায়িত্ব এই সংস্থাকেই গ্রহণ করতে হ'বে। প্রত্যেকটি অঞ্চল ভিত্তিতে যে আঞ্চলিক সংস্থা থাকবে, তাদের কার্য্যক্রমের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। রাষ্ট্রীয় সংস্থা এইসব স্বাতন্ত্র্যগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করবে এবং মূলতঃ একই নীতি সর্ব্বত্র প্রয়োগ এবং কার্য্যকরী করবার ব্যবস্থা করবে।

এজন্য এই সংস্থা শিক্ষণ ব্যবস্থায় স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন এই দুই প্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। এই সংস্থার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে দায়িত্বশীল পদগুলো আছে, সে পদগুলোতে নিয়োগের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আবার কতকগুলো পদ আছে, যারা এই পরিকল্পনা

কার্য্যকরী করবার জন্য সাহায্য করবে মাত্র, তাদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। শ্রেণী শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের সহায়তায় শিক্ষক উপদেষ্টা এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের প্রয়াস পাবেন। সুতরাং শ্রেণী শিক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করলে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে যাদের কোনও ধারণা নেই, তাদের উপর কোনও কাজের ভার দিলে তাঁরা যে সেকাজ ভালভাবে করতে পারবেন না সে কথা বলাই বাহুল্য। তাই স্বল্পকালীন শিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া প্রয়োজন।

এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করবার জন্য যে উপকরণ প্রয়োজন, তা সরবরাহ করবার ভার কেন্দ্রীয় সংস্থাকে নিতে হ'বে। কেন্দ্রীয় সংস্থা এ জন্য গবেষণাগারের ব্যবস্থা করবে। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ছাত্রদের মান, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, দক্ষতা প্রভৃতি পরিমাপের জন্য যে পরীক্ষার প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা এই সংস্থাকেই করতে হ'বে। আমাদের মনে রাখ্‌তে হ'বে যে এই পরীক্ষা পদ্ধতি সর্ব্বাধুনিক হওয়া প্রয়োজন। বিচারের প্রশ্নের ধারা পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ। সুতরাং ব্যাপকভাবে গবেষণা করে যদি এই প্রশ্নগুচ্ছ প্রণয়ন করা না যায়, তবে ভাল ফল পাওয়া যাবে না। ব্যাপকভাবে গবেষণা করবার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থার একটি সুষ্ঠু গবেষণাগারের ব্যবস্থা করতে হ'বে এবং উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানীদের উপর এই কাজের ভার দিতে হ'বে।

এ ছাড়া সর্ব্বাত্মক বিবরণ পত্র প্রণয়নের ভার ও কেন্দ্রীয় সংস্থাকে নিতে হ'বে কেননা ছেলের কৃতিত্ব নির্ণয়ের একমাত্র পরিচয়পত্ররূপে এই সর্ব্বাত্মক মন্তব্যলিপিকেই আমরা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করতে পারি।

এই সংস্থার অধীনে একটি শিশু পরিচালনকেন্দ্র (Child Guidance Clinic) থাকবে। মানসিক চিকিৎসকের অধীনে এই পরিচালনকেন্দ্রের কাজ চলবে। যে সমস্ত শিশুর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাদের এখানে এনে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখযোগ্য যে দৈহিক ব্যাধি থেকে অনেক সময় মানসিক ব্যাধি জন্মে। তাই শিশুদের মানসিক ব্যাধির সঙ্গে তাদের দৈহিক ব্যাধির সন্ধান নেওয়া এবং তার চিকিৎসা ব্যবস্থা করাও কেন্দ্রের কাজ হ'বে।

ভবিষ্যৎ জীবনে ছেলেদের কর্ম্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হ'ল এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। সুতরাং এই কেন্দ্রীয় সংস্থা বিভিন্ন কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রগুলোর

সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা যায়, তবে কর্ম্মনিয়োগের ক্ষেত্রেও আমরা সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে পাব বলে আশা করতে পারি।
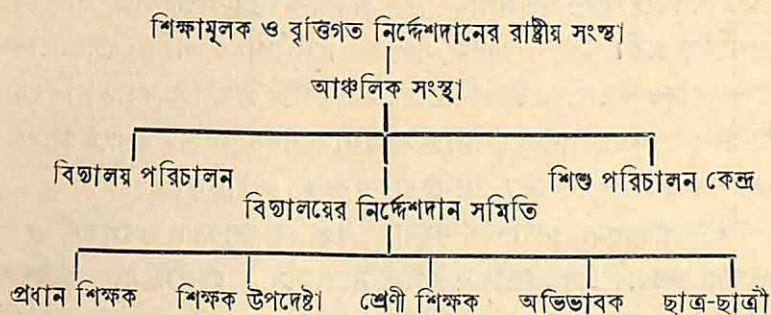
কয়েকটি পরীক্ষা পদ্ধতি
(SOME TYPES OF TEST)

১। সামঞ্জস্য বা ঐক্যের পরীক্ষা (Analogies)

সর্ব্বপ্রথমে সিরিল বার্ট ((Cyril Burt) ১৯১০ খ্রীঃ এই ধরণের পরীক্ষা করেন। তার পর থেকেই এই পরীক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। পরবর্ত্তী কালে বিনে-সাইমন বুদ্ধি মাপনীর (Binet Simon scale of intelligence, সংস্কারকালে এই পদ্ধতিটি গৃহীত হয়েছে। এ ধরণের পরীক্ষায় কোনও অস্পষ্টতা নেই। এই পদ্ধতিতে পরস্পর নির্দ্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা থাকে। অনুরূপ সম্পর্কযুক্ত একটির উল্লেখ করে অপরটির নাম করতে বলা হয়। নীচে এ ধরণের পরীক্ষার কয়েকটি নমুনা দেওয়া হ'ল।

১। পিতা=পুত্র : : গুরু=?

২। কলম=কালি : : সূচ= ?

৩। বিদ্যালয়=ছাত্র : : মন্দির= ?

৪। মাতা=স্নেহ : : সন্তান= ?

৫। বৈশাখ=আষাঢ় : : প্রথম= ?

অনেক সময় দ্বিতীয় ঘরের সম্ভাব্য কয়েকটি উত্তর দেওয়া থাকে। তার মধ্য থেকে উপযুক্ত উত্তরটি বার করে তার নীচে রেখাঙ্কিত করতে বলা হয়। বলা বাহুল্য সে উত্তরগুলো দেওয়া থাকে, তার মধ্যে একটিমাত্র উত্তরই শুদ্ধ উত্তর হ'বে। নীচে এ ধরণের প্রশ্নের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হ'ল।

১। কর্ণ=শ্রুতি ; চক্ষু=স্পর্শ, দৃষ্টি, ঘ্রাণ, উক্তি।
২। বরফ=শৈত্য ; উত্তাপ=অলোক, বিদ্যুৎ, উষ্ণতা, বাষ্প।
৩। অশ্রু=বেদনা ; হাস্য =আনন্দ, বিদ্রূপ, রহস্য, ক্রোধ।
৪। দিন=সপ্তাহ ; মাস =ঘণ্টা, মিনিট, পক্ষ, বৎসর।
৫। সন্তরণ=মনুষ্য ; ভ্রমণ=তরণী, ব্যোমযান, মনুষ্য, পক্ষী।
৬। দিবা=আলোক ; নিশা=নিদ্রা, বিশ্রাম, ভীতি, অন্ধকার।
৭। বীজ=চারাগাছ ; ডিম্ব=মনুষ্য, হস্তী, পক্ষী, অশ্ব।
৮। বৃহৎ=ক্ষুদ্র ; উচ্চ=হীন, নীচ, অধম, তুচ্ছ।

থারষ্টোন :—(Thurstone) এই প্রশ্নগুলোকে একটু ঘুরিয়ে সাজিয়েছেন : মানুষ ও বালকের সঙ্গে সম্পর্ক অনুযায়ী নীচের শব্দগুলো থেকে দুটো শব্দ নির্ব্বাচন কর :—

বাঘ, হাতী, গরু, বিড়াল, ইঁদুর, পাখী, ও বাদুর।

২। বাক্যের অর্থ নির্ণয় (Meaning of a sentence)

আমেরিকায় এ ধরণের পরীক্ষা পদ্দতী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেনাবিভাগে এই পরীক্ষা পদ্ধতি (Alpha Tests) প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি প্রশ্নের দুটো সম্ভাব্য উত্তর (হাঁ বা না) পাশে লেখা থাকে। পরীক্ষার্থীকে শুদ্ধ উত্তরটির নীচে দাগ দিতে বলা হয়। বাক্যের অর্থ ভালভাবে না বুঝতে পারলে এই প্রশ্নের বা প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। নীচে এ ধরণের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল।

১। সব কুকুরই কি কালো? … … … (হাঁ—না)
২। সব শিশুই কি খেল্‌তে ভালবাসে? … … (হাঁ—না)
৩। প্রতিদিন কি আকাশে চাঁদ দেখা যায়? … … (হাঁ—না)
৪। প্রত্যেক বৎসরেই ৩৬৫ দিন থাকে? … … (হাঁ—না)
৫। আকাশে কি সব সময় নক্ষত্র থাকে? … … (হাঁ—না)

এখানে প্রশ্নগুলো সাজানো হয় কঠিনতার মান অনুযায়ী অর্থাৎ সহজ থেকে ক্রমে কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

এই পরীক্ষা পদ্ধতি জটিলতার সৃষ্টি করে পরীক্ষার্থীর বাক্য গঠনের ক্ষমতাও পরীক্ষা করা হয়। একটি বাক্যের শব্দগুলোকে এলোমেলো ভাবে সাজিয়ে পরীক্ষার্থীকে প্রথমে বাক্যটি সাজিয়ে লিখতে বলা হয়। তারপর সাজাবার পর বাক্যটিতে যে কথা বলা হচ্ছে, তা সত্য না মিথ্যা, সেটা জানাতে বলা

হয়। এই অসজ্জিত বাক্যগুলোর পাশে বন্ধনীর মধ্যে সত্য এবং মিথ্যা দুটো কথাই লেখা থাকে। যে কথাটী প্রযোজ্য, সেই কথাটির নীচে পরীক্ষার্থীকে দাগ দিতে বলা হয়। নীচে এর নমুনা দেওয়া হ'ল :—

১। সক্ষম পাখীরা উড়তে ... ... (সত্য—মিথ্যা)
২। চন্দ্রালোক মেঘ করে আবৃত ... (সত্য—মিথ্যা)
৩। কোন কোন শক্তিশালী তৃণভোজী প্রাণী ... (সত্য—মিথ্যা)
৪। নিজের সকল স্বীকার অপরাধ অপরাধী করে (সত্য—মিথ্যা)
৫। হয় মেঘ বৃষ্টি আকাশে জমলেই ... (সত্য—মিথ্যা)

৩। যুক্তি যুক্ততা ও অঙ্ক (Logic and Arithmetic)

সংখ্যার জ্ঞান বা অঙ্কে পারদর্শিতাও পরীক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে অন্যতম। এই পরীক্ষা নেবার পদ্ধতিও সহজ। গণিতের পরীক্ষায় যুক্তিপরায়ণতাও অনুশীলিত হয়। কতকগুলো সংখ্যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করে সাজিয়ে এক সারিতে বসান হয়। প্রত্যেক সারির ১ম—২য়, ৩য়—৪র্থ প্রভৃতি সংখ্যাগুলোর মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক থাকে। সারির শেষে দুটি সংখ্যার জন্য শূন্য স্থান থাকে। সারির প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক দেখে পরীক্ষার্থীকে নির্ণেয় সংখ্যা দুটো বের করতে হয়। এ ধরণের পরীক্ষার নমুনা নীচে দেওয়া হ'ল :—

সূত্র :—৩	৫	৫	৭	৭	৯	৯	১১
৪	৬	৮	১০	১২	১৪	...	...
৯	১	৭	১	৫	১	...	...
৩২	২৪	১৬	১২	৮	৬	...	...
৩	৪	৬	৯	১৩	১৮	...	...
১৫	২০	২০	২৫	২৫	৩০	...	...
২৪	১৬	২২	১৫	২০	১৪	...	...

প্রেসী (Pressey)—এক সারিতে কতকগুলো সংখ্যা বসিয়ে যে সংখ্যাটি বা সংখ্যাগুলো সেই সারির অন্য সংখ্যাগুলোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সেগুলো কেটে দেবার পক্ষপাতী।

সূত্র :—		৬	৮	৯	১২	১৫	১৬	২০
১।	৯	১৮	৫	১০	১৫	৩৬	১০	২০
২।	৪	৮	১৬	৩২	৬৪	১২৪	২৫৬	৫১২
৩।	২	৮	৩২	১০৮	৪২৮	১৭২৮	৬৯১৪	২৭৬৪৮
৪।	৫	১৫	৩০	১৩৫	৪০৫	১২১৫	৩৬৪০	১০৯৩৫
৫।	৩	১৫	৪৫	১৩৫	৪২০	১২৪৫	৩৬৪০	১০৯০০

যুক্তিযুক্ততা বিচারের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে একটি প্রশ্ন করা হয়। সেই প্রশ্নের কতকগুলো সাম্ভব্য উত্তর প্রশ্নের নীচে দেওয়া থাকে। প্রত্যেকটি উত্তরের পাশে একটি চৌকো ঘর থাকে। যে উত্তরটি সবচেয়ে ভাল, তার পাশে চৌকো ঘরে পরীক্ষার্থীকে ঢেরা চিহ্ন (×) দিতে বলা হয়। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

সূত্র :—আমরা কুকুর পালন করি কেন?

১। কুকুর দেখতে খুব ভাল □

২। কুকুর আমাদের বাড়ী পাহারা দেয় ☒

৩। কুকুর আমাদের কথা শোনে □

১। ফুটন্ত জলে বুদ্বুদ ওঠে কেন?

(ক) জল অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় □

(খ) জল বাষ্পে পরিণত হয় □

(গ) ঠাণ্ডাজল নীচে নামে ও গরম জল ওপরে ওঠে □

২। ভয় পেলে আমরা চোখ বন্ধ করি কেন?

(ক) জ্ঞান হারাই বলে □

(খ) তাকাবার শক্তি থাকে না বলে □

(গ) ভয়ের জিনিস দেখতে চাই না বলে □

৩। আমরা খাই কেন?

(ক) ক্ষুধা পায় বলে □

(খ) ক্ষয় পূরণের জন্য □

(গ) শক্তি সঞ্চয়ের জন্য □

৪। বাতাস পেলে আগুন বাড়ে কেন?

(ক) বাতাসে অক্সিজেন থাকে □

(খ) বাতাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ে □

(গ) আগুন হাল্কা বলে □

৫। পৃথিবী ঘুরছে আমরা টের পাইনে কেন?

(ক) আমরা নিজেরা ঘুরি না বলে □

(খ) আমরা সূর্য্যের দিকে চেয়ে থাকি না বলে □

(গ) পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় আমরা অত্যন্ত ছোট বলে □

৬। ক্রোধকালে আমাদের চোখ বড় হয় কেন?

(ক) ওটা আমাদের আবেগের দৈহিক প্রকাশ □

(খ) আমরা ভয় দেখাতে চাই বলে □

(গ) আমাদের শিরা উপশিরা ফুলে ওঠে বলে □

অঙ্কের পরীক্ষায় কতকগুলো মৌলিক প্রশ্ন দেওয়া হয়। লেখার সাহায্য না নিয়ে মনে মনে হিসাব করে ছেলেদের উত্তর দিতে বলা হয়। এই পরীক্ষায় সময়ের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ কেননা প্রশ্নগুলি সহজ থাকে। সময় নির্দ্দিষ্ট করা না থাকলে সকলেই সবগুলো অঙ্ক শুদ্ধভাবে লিখ্‌বে। তাই পূর্ব্বেই সময় নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয় এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর সকলের কাছ থেকে উত্তর পত্র চেয়ে নেওয়া হয়। যে যে পরিমাণ শুদ্ধ করেছে, তাকে সেই অনুযায়ী নম্বর দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য পূর্ণমান একই থাকে। অর্থাৎ পূর্ণমান ২৫ থাক্‌লে যে ছেলেটি ১টি অঙ্ক করে ৪ পেয়েছে তাকে ২৫এর মধ্যেই ৫ দেওয়া হ'বে।

সময় ২½ মিনিট

নমুনা :—

১। কোন্ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ৪০ এর সঙ্গে যোগ করলে ৬ দ্বারা বিভাজ্য হ'বে?

২। আনায় ৩টি করে আম পাওয়া গেলে ৬ টাকা ৭৫ নয়া পয়সায় কতটি পাওয়া যাবে?

৩। আমার কাছে ৮০ টাকা ছিল তার অর্দ্ধেক টাকা খরচ করে অবশিষ্টের ১/৪ ভাইকে দিলাম আমার কাছে আর কত টাকা আছে?

৪। একটি শহরে ২১৩২ জন লোক বাস করে। তাদের মধ্যে ১৬৩০ জন পুরুষ এবং ৪০২ জন বালক স্ত্রীলোকের সংখ্যা কত?

৫। একটি শ্রেণীতে যতজন ছাত্র আছে। প্রত্যেকে তত আনা করে চাঁদা দেওয়ায় ৮ টাকা চাঁদা উঠ্‌ল। মোট ছাত্র সংখ্যা কত? সম্পর্কযুক্ততা বিচারে ডিয়ারর্বোর্ণ (Dear born) পরীক্ষাও উল্লেখযোগ্য। তিনি কতকগুলি শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে অর্থ অনুযায়ী সেগুলো পরপর সাজাবার কথা শিক্ষার্থীকে বলা হয়। শব্দ গুলোর নীচে ১; ২ প্রভৃতি সংখ্যা বসিয়েও তাদের অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

সূত্র :—বাষ্প মেঘ জল=জল, বাষ্প মেঘ।

নীচের শব্দগুলির অর্থ অনুযায়ী সাজিয়ে বসাও।

(ক) ফল, বীজ, গাছ, ফুল =

(খ) পোষাক কাপড় তুলা সুতা =

(গ) মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, অপরাহ্ন, প্রভাত =

(ঘ) কিশোর, শিশু, বৃদ্ধ, বালক =

(ঙ) সন্ধি বিরোধ, জয়, যুদ্ধ =

মিলারের মানসিক ক্ষমতা পরীক্ষায় (Miller Mental Ability Test) কার্য্য কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে বলা হয়।

নীচে কতকগুলো করে শব্দ আছে। প্রথম শব্দটিকে কারণ রূপে গ্রহণ করে বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী শব্দগুলির যেটি তার ফল তার নীচে দাগ দাও।

আগুন—(আলোক, উত্তাপ, দহন, ক্ষতি)

শ্রম—(আয়, সততা, শান্তি, অবসাদ)

দুঃখ—(বক্তৃতা, নীরবতা, ক্রোধ, ক্রন্দন)

৪। **অসম্ভাব্যতা** (Absurdities)

টারম্যান অসম্ভাব্যতার প্রশ্নগুচ্ছ রচনা করে প্রয়োগ করেছিলেন। এই পরীক্ষায় একটি ঘটনা বা বিষয় বর্ণনা করে তার অসম্ভাব্যতা বিচার করতে বলা হয়। অসম্ভাব্যতার কারণ বর্ণনা করতে বলা হয়। টার ম্যানের একটি প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হ'ল।

একজন আইরিশম্যান একদিন ডাকঘরে এসে পোষ্টমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন "আমার নামে কোন চিঠি আছে কি?" পোষ্টমাষ্টার বল্‌লেন, "আপনার নাম কি বলুনতো?" "নাম?" আইরিশ ভদ্রলোকটি বল্‌লেন — "আমার নাম আপনি আমার চিঠির ওপরেই দেখ্‌তে পাবেন।"

এখানে অসম্ভাব্যতা এই যে পোষ্টমাষ্টার যখন আইরিশ ভদ্রলোকের নাম জানেন না, তখন তিনি তার চিঠি খুঁজে পাবেন কি করে?

ব্যালার্ড (Ballard) এই অসম্ভাব্যতা নিয়ে কতকগুলো প্রশ্ন গুচ্ছ রচনা করেছেন। প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে পরীক্ষার্থীকে যুক্তিযুক্ততার উল্লেখ করতে হ'বে। যদি কোনও সমস্যা বা ঘটনা অযৌক্তিক বলে মনে হয়, তবে তার কারণ উল্লেখ করতে হ'বে। ব্যালার্ড এই প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর বা সূত্র ও দিয়েছেন। নীচে তাঁর কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হ'ল।

নির্দ্দেশ ঃ—উত্তরপত্রের উপরে তোমার নাম, বিদ্যালয়ের নাম ও তোমার বয়সের উল্লেখ কর।

নীচের বিষয়গুলোর কিছু যুক্তিযুক্ত এবং কিছু ভুল। যেগুলো যুক্তিযুক্ত, সেগুলোর পাশে লিখ্‌বে। যেগুলো ভুল, সেগুলোর কারণ নির্দ্দেশ করবে।

নীচে একটি উদাহরণ সূত্রসহ দেওয়া হ'ল।

একজন সৈনিক তার মাকে চিঠি লিখ্‌ল, "মা! আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। এখন আমি তোমার কাছে চিঠি লিখ্‌ছি এক হাতে পিস্তল এবং অন্য হাতে তরবারি নিয়ে।"

—ভুল কেননা দু'হাতে পিস্তল আর তরবারি নিয়ে চিঠি লেখা যায় না।

১। গ্রীসের কোনও শহরে একটি গীর্জ্জা আছে। সেখানে প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষিত হয়। সেই গীর্জ্জায় সেন্ট পলের দু'টি মাথার খুলি আছে—একটি তাঁর বাল্য বয়সের এবং অপরটি পরিণত বয়সের।

২। ১৯১৫ খ্রীঃ কলকাতা শহরে পুরুষের চেয়ে বেশী সংখ্যক মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

৩। একজন সৈনিক সেনাধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ করল যে মার্চ্চ করবার সময় সে ছাড়া আর কোনও সৈন্যই ঠিক মত পা ফেলতে পারে না।

৪। সূর্য্যের চেয়ে চন্দ্রই আমাদের কাছে বেশী উপকারী কেন না চন্দ্র আলোক দেয় রাত্রে যখন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার থাকে। কিন্তু সূর্য্য আলোক দেয় দিনে যখন পৃথিবী আলোকিত থাকে এবং আমাদের আলোকের প্রয়োজন হয় না।

৫। এক ভদ্রলোক এক জুতোর দোকানে জুতো তৈরী করতে দিয়েছিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি জুতো আনতে গিয়ে জুতো দেখেই অত্যন্ত রেগে উঠলেন। তিনি চীৎকার করে দোকানীকে

বল্‌লেন,—"তুমি আমার সর্ব্বনাশ করেছ। তোমাকে আমি এক পাটি জুতো অন্যটির চেয়ে বড়ো করে তৈরী কর্‌তে বলেছিলাম। তা না করে তুমি এক পাটি অন্যটির চেয়ে ছোট করে তৈরী করেছ।

৬। মহাযুদ্ধের সময় সব ব্যয় সঙ্কোচ ব্যবস্থা হয়। কাগজ, কাপড়, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যাতে যথাসম্ভব অল্প ব্যবহার কর্‌লে চলে, কর্ত্তৃপক্ষ সে দিকে লক্ষ্য রাখেন। এই উদ্দেশ্যে আয়োজিত একটি সভায় বক্তৃতা করবার সময় একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী বলেন,—"যিনি চারপ্রস্থ জামা কাপড় কেনেন তিনি বৎসরে তিনপ্রস্থ কিন্‌বেন, যিনি তিন প্রস্থ কেনেন, তিনি দুই প্রস্থ কিন্‌বেন ; এই হারে সকলকে কাপড়ের ব্যবহার কমিয়ে আনবার ব্যবস্থা কর্‌তে হ'বে।

৭। দক্ষিণ আমেরিকায় সমুদ্রোপকূলে একটি গাছ আছে যে তার অগ্রভাগ দেখ্‌তে হ'লে দুজন বড় মানুষ এবং একটি ছেলেকে পর পর উঠে দাঁড়াতে হয়।

৮। এক ভদ্রলোক প্রায়ই সব কিছু ভুলে যেতেন। একদিন একটি জরুরী কাজের কথা মনে রাখবার জন্য তিনি তাঁর রুমালে গিঁট দিয়ে রাখ্‌লেন। এই গিঁট দেখ্‌লেই তাঁর সেই জরুরী প্রয়োজনের কথা মনে পড়্‌বে। কিন্তু তখনই তাঁর মনে হ'ল, এর পূর্ব্বদিনও তিনি একটি জরুরী বিষয় মনে রাখ্‌বার জন্য রুমালে গিঁট দিয়েছিলেন ; কিন্তু তবুও তাঁর মনে পড়েনি। তাই এবারে তিনি রুমালে দুটো গিঁট দিলেন। একটি গিঁট দেখ্‌লে তাঁর মনে পড়্‌বে যে তাঁর একটি জরুরী বিষয় মনে কর্‌বার কথা আছে এবং দ্বিতীয় গিঁট্‌টি দেখ্‌লে তাঁর মনে পড়্‌বে, সেই জরুরী বিষয়টি কি !

৯। যুদ্ধের সময় গ্রাম থেকে একটি লোক কলকাতা শহরে এসে দেখ্‌লে শহরের প্রায় সর্ব্বত্র প্রাচীর পত্র ঝুল্‌ছে "কম খাবার খান, এখন থেকেই কম খেতে সুরু করুন।" লোকটি একটি খাবারের দোকানে ঢুকে তখনই এই নির্দ্দেশ পালনের জন্য যত্নবান হ'ল।

১০। একবার একজন আইরিশম্যানকে শূকর চুরির অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত করা হ'ল। তার বিপক্ষে পাঁচজন লোক সাক্ষ্য দিয়ে গেল যে তারা তাকে চুরি কর্‌তে দেখেছে। কিন্তু অভিযুক্ত আইরিশম্যান বল্‌ল যে সে পঞ্চাশ সাক্ষ্য এনে হাজির কর্‌তে পারে,

যারা শপথ করে বল্‌বে যে তারা তাকে শূকরটি চুরি কর্‌তে দেখেনি।

(সমাধানের সূত্র)

১। অবাস্তব,

যুক্তি :—কোন লোকেরই ছুটো মাথার খুলি থাক্‌তে পারে না। বাল্য বয়সের এবং পরিণত বয়সের একই মাথার খুলি থাকে।

২। অবাস্তব

যুক্তি :—বিবাহের জন্য একজন পুরুষ ও একজন নারীর প্রয়োজন। সুতরাং সমসংখ্যক পুরুষ ও নারীর বিবাহ হয়েছে।

টীকা :—বহুবিবাহ প্রচলিত থাক্‌লে হিসাব অন্য রকম হ'তে পারে।

৩। ভুল।

যুক্তি :—সে নিজেই ঠিকমত পা ফেল্‌তে পারেনি।

৪। ভুল।

যুক্তি :—সূর্য্য আছে বলেই অন্ধকার দূরীভূত হয়ে দিনের আলোক প্রকাশ পায়। সূর্য্য না থাক্‌লে পৃথিবী অন্ধকার থাক্‌ত।

৫। ভুল।

যুক্তি :—একটি অপরটির চেয়ে বড় হ'লে একটি অপরটির চেয়ে ছোট হ'বে। সুতরাং দোকানীর কোনও দোষ নেই।

৬। ভুল।

যুক্তি :—সমহারে ব্যবহার কমাতে গেলে যে বৎসরে একপ্রস্থ জামাকাপড় কেনে সে কিন্‌তেই পার্‌বে না।

৭। ভুল।

যুক্তি :—একজন লোক বা একটি বালক মাথা উঁচু করে যত উঁচুতে তাকাতে পার্‌বে. দশজন লোক পরপর দাঁড়ালেও একই উচ্চতা দেখতে পাবে।

৮। ভুল।

যুক্তি :—একটি গিঁটের চেয়ে ছুটো গিঁট তার স্মৃতি শক্তির কোনও উন্নতি বিধান কর্‌তে পার্‌বে না। সুতরাং প্রথমে গিঁট দেখে যদি তার প্রয়োজনের কথা মনে না পড়ে, তবে দ্বিতীয় গিঁট দেখেও মনে পড়্‌বে না।

৯। ভুল।

যুক্তি :—খেতে সুরু করে সে কম খেতে পারে না—না খেয়েই কম খেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ "এখন" বলতে সেই মুহূর্ত্তটিকেই বোঝান হয়নি।

১০। যে পঞ্চাশজন সাক্ষী সে আন্‌বে, তারা মিথ্যা সাক্ষী। যারা চুরি কর্‌তে দেখেছে, এরকম সাক্ষীরই প্রয়োজন, যারা দেখেনি, তারা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

৫। অশিক্ষিতদের পরীক্ষা (Tests for the illiterate)

যারা অশিক্ষিত, তাদের ক্ষেত্রেও বুদ্ধির পরিমাপের প্রয়োজন। এদের জন্য সাধারণ প্রশ্নগুচ্ছ ব্যবহার করা চলে না কেননা লিখিত উত্তর দেবার ক্ষমতা তাদের নেই তাই তাদের বুদ্ধি, আগ্রহ, দক্ষতা প্রভৃতি পরিমাপের জন্য ছবির ব্যবহার করা হয়।

প্রথম পরীক্ষা হিসাবে পর্টুস (Porteus) একটি ধাঁধা পথের অবতারণা করেছেন। এর প্রবেশপথ এবং নির্গমন পথ চিহ্নিত থাকে। পরীক্ষার্থীকে তদনুযায়ী সংক্ষিপ্ততম পথটি বার কর্‌তে বলা হয়। পেন্সিলের রেখার সাহায্যে পরীক্ষার্থী পুরোপথটি দেখাবে।

দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ নক্সা এঁকে দিয়ে পরীক্ষার্থীকে তদনুযায়ী নক্সা এঁকে দেখাতে বলা হয়। এই নক্সাগুলো অত্যন্ত সহজ থাকে। তাই এগুলো আঁকতে শিল্পবোধের বিশেষ প্রয়োজন হয় না—সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই আঁকা যায়। সাধারণতঃ শূন্য (০) এবং ক্রশচিহ্ন (×) এই দুটো চিহ্ন পরপর সাজিয়ে এই নক্সা কর্‌তে দেওয়া হয়। নীচে তার নমুনা দেওয়া হ'ল।

×	০	×	×	০	×	০	×	×	০	×	০	×	×	০	×	০	×	×				

ছবির সাহায্যে ছেলেদের নানা বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। কতকগুলো ছবি এঁকে ছবির মধ্যে একটি অসম্পূর্ণতা রেখে দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীকে এই ছবি দেখে সেই অসম্পূর্ণতা খুঁজে বার কর্‌তে হয়। এর সাহায্যে পরীক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষা হয় এবং তার চিন্তাশক্তির ও পরীক্ষা হয়।

চিত্রের সাহায্যে সাদৃশ্য পরীক্ষা ডেট্রয়েট পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য(Detroit First-grade intelligenee Test) এখানে একটি সারিতে কতকগুলো

ছবি এঁকে দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীকে সারির প্রথম ছবিটি ভাল করে দেখে অনুরূপ যে ছবিটি আছে, সেটি খুঁজে বার করতে বলা হয়।

সাদৃশ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে ওটিস (Otis) অন্যতর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তিনি একটি সারির মধ্যে যে ছবিগুলো আঁকা আছে, তাহাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছবিগুলোর নীচে ক্রশ চিহ্ন দিবার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই মায়ার্স (Myers) মানসিক পরিমাপ পদ্ধতি নির্ণয় করেছেন। এক সারিতে পরপর নিত্য ব্যবহার্য্য কতকগুলো বস্তুর ছবি থাকে। পরীক্ষার্থীকে বলা হয়। যেগুলো কাঠের তৈরী সেগুলোর নীচে ক্রশ চিহ্ন এবং যেগুলো কাঁচের তৈরী, সেগুলোর নীচে শূন্য বসাও।

৬। নর্দাম্বারল্যাণ্ড মানসিক পরীক্ষা
(Northumberland Mental Tests)

বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষার ক্ষেত্রে নর্দাম্বারল্যাণ্ড মানসিক পরীক্ষা পদ্ধতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, কিভাবে বুদ্ধিমান ছেলেদের বার করা যায়।

অধ্যাপক টমসন (Thompson) বলেন, যতগুলো প্রশ্ন থাকবে, প্রত্যেকটির জন্য ১ নম্বর করে দেওয়াই সঙ্গত।

এ পরীক্ষায় বিভিন্ন রীতি প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ সম্পর্ক বিচার। কতকগুলো শব্দ এক সারিতে রেখে যে শব্দটি ওই সারির অন্যান্য শব্দগুলোর সঙ্গে সঙ্গতিহীন, সে শব্দটির নীচে দাগ দাও। উদাহরণ :—

কাব্য, উপন্যাস, গল্প, পত্রিকা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা।

নীচে এ ধরণের কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হ'ল :—

১। কাগজ, শ্লেট, সাবান, রাবার, খাতা, পেন্সিল।

২। জল, বাষ্প, মেঘ, বরফ, পাথর।

৩। কাঠ, কয়লা, কাগজ, বিদ্যুৎ, ছবি, গ্যাস।

৪। চা, কোকো, সন্দেশ, কফি, ওভ্যালটিন।

৫। খাট, আলমারি, তোষক, বালিশ, মশারি।

৬। দয়া, ভালবাসা, প্রতিহিংসা, মহত্ত্ব, স্নেহ।

৭। রবীন্দ্রনাথ, শেক্স্পীয়র, কালিদাস, নিউটন, মিলটন।

৮। স্থান, বার, মাস, তারিখ, বৎসর।

৯। রোগী, খাদ্য, ডাক্তার, ওষুধ, হাসপাতাল।

১০। বালক, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক।

এই পরীক্ষায় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি শব্দ বসিয়ে অর্থ অনুযায়ী সেগুলোকে সাজাবার পর যেটি মধ্যস্থলে বস্‌বে, সেটির নীচে দাগ দিতে বলা হয়। যথা :—

মিনিট, সেকেণ্ড, বৎসর, ঘণ্টা, সপ্তাহ।

প্রশ্ন :—

১। শৈশব, বার্দ্ধক্য, যৌবন, কৈশোর, বাল্য।

২। রাজ্য, বিভাগ, শহর, দেশ, জেলা।

৩। পিতামহ, পৌত্র, প্রপিতামহ, পুত্র, পিতা।

নৈব্যক্তিক পরীক্ষা
(Objective Tests)

আমরা যে ধরণের পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত, তাকে বলা হয় বিষয়মুখী পরীক্ষা (Subjective test)। বিষয় কেন্দ্রিক হ'বার জন্য এই পরীক্ষায় আমাদের প্রকৃত বুদ্ধির পরীক্ষা হয় না। এই পরীক্ষাগুলো প্রধানতঃ রচনাধর্মী। তার ফলে স্বভাবতঃই ভাষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষক পরীক্ষা-কালে ভাষার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই ভাষার উপর যার অধিকার আছে, সে এই পরীক্ষায় ভাল ফল করবে, একথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এইপরীক্ষার বিষয়মুখিতা যদি কমিয়ে আনা যায় এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিকেও সংক্ষিপ্ত আকার দেওয়া যায়, তবে এই পরীক্ষাও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় পরিণত হ'তে পারে। রচনাধর্মী পরীক্ষার যদি ভাষার গুরুত্ব হ্রাস করা যায় এবং নৈর্ব্যক্তিক মান নির্ণয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়, তবে তাকেও অনেক পরিমাণে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় পরিণত করা যায়।

রচনাধর্মী পরীক্ষায় ছেলেকে রচনা লিখতে বলা হয়—"তোমার জীবনের লক্ষ্য" এই বিষয় নিয়ে। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় বিষয়টি হ'বে আরও স্বল্প পরিসর। সেখানে বলা হ'বে "তোমার বৃত্তিগত লক্ষ্য সম্পর্কে একটি রচনা লেখ"। একে আরও সংক্ষিপ্ত আকার দেবার জন্য রচনাটির কয়েকটি সংকেত দেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক সংকেতের জন্য স্বতন্ত্রভাবে মান নির্দ্দিষ্ট থাকবে। যদি আমরা বিভিন্ন প্রকার আদর্শ উত্তর দিতে পারি, তবে একে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় পরিণত করা সহজ হ'বে।

নীচে গড় উপরে
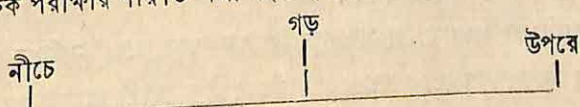
সাতটি বিভাগ করলে মান অনুযায়ী গড়ের নীচের দিকে তিনটি এবং উপরের দিকে তিনটি ঘর করা যেতে পারে।

রচনার পরীক্ষণীয় বিষয়কেও আমরা কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করতে পারি। প্রধানতঃ চার ভাগে রচনাটিকে ভাগ করা হয়। যথা—(ক) ভূমিকা Inroduction (খ) অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (inherent abilities) (গ) বিষয়-বস্তু (Subject matter) এবং (ঘ) ভাষা (Language).

এই পরীক্ষা পদ্ধতিতে সমগ্রের অথবা কয়েকটির ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া থাকে। তার মধ্যে কেবলমাত্র একটিই শুদ্ধ উত্তর থাকে।

এসব ক্ষেত্রেই ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত অল্প। পরীক্ষার মূল্যায়নের ভিত্তিতেই ভাষার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে।

পদ্ধতি

কোনও প্রকার পরীক্ষা নিবার পূর্ব্বে আমাদের এই পরীক্ষা নিবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাতে হ'বে। প্রত্যেক পরীক্ষারই স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য থাকে। একটি বিষয়ের পরীক্ষার একাধিক উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করেই প্রশ্নগুচ্ছ রচনা করা হয় এবং উত্তর দানের সময়েও এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে উত্তর দিতে হয়। এক বিষয়ের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অন্য বিষয়ের উদ্দেশ্যের সম্পর্ক থাকে না।

ইতিহাসের পরীক্ষা নেবার সময় তার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপরই নির্ভরশীল থাকবে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যকে সাধারণতঃ চার ভাগে বিভক্ত করা হয়—(ক) সময়ের পারম্পর্য্যও স্থান সম্পর্কে ধারণা (The idea of place and time sequency) (খ) কার্য্যকারণ সম্পর্ক (The cause and effect relationship) (গ) ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব (Historical personality) (ঘ) আগ্রহ (interest)।

পরবর্ত্তী কাজ হ'ল মূল্যায়ন। প্রত্যেকটী উদ্দেশ্যের জন্য স্বতন্ত্রভাবে মান নির্দ্দিষ্ট করে মোট মান ভাগ করে দিতে হবে। উদ্দেশ্যের গুরুত্ব অনুযায়ী মান নির্দ্দিষ্ট করতে হ'বে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ, তার জন্য বেশী নম্বর দেবার ব্যবস্থা করতে হ'বে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনার তৃতীয় স্তর হ'ল প্রশ্ন নির্ব্বাচন। বিভিন্ন উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্নগুলো বিষয়সূচী অনুযায়ী বাছাই করে নেওয়া

প্রয়োজন। এই নির্ব্বাচনের সাহায্যেই আমরা মূল বিষয়টিকে ভাগ করে নেব।

পরবর্ত্তী স্তরে এসে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার রীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে। সংক্ষিপ্ততম বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে কেননা বিষয়বস্তু যত কম থাকবে ভাষার ব্যবহারও সেই পরিমাণে কমে যাবে।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার সময়ও আমাদের কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই প্রশ্নগুচ্ছ রচিত হবে। যদি সমগ্র বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান পরীক্ষা মূল উদ্দেশ্য না হয়, তবে একটি ভাব বা বিষয় বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন করতে হ'বে। বিষয়বস্তু রচনাধর্মী পরীক্ষার বিষয় সম্পর্কিতই হবে।

সুতরাং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন রচনার প্রথমে আমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্য (objectives) জানাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশ্নের মান নির্ণয় (weightage) করতে হ'বে এবং তৃতীয়তঃ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন বাছাই (sampling) করতে হ'বে। বিষয় সূচী অনুযায়ী প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রশ্ন বাছাই করা হবে।

ইতিহাসের প্রশ্ন রচনা করবার সময় আমরা যে যুগের প্রশ্ন করব সেই যুগের প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান আছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখতে হ'বে। সুতরাং ঐতিহাসিক ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হ'বে। প্রত্যেকটি বিষয়ের ঘটনাপঞ্জীকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন রচিত হওয়া সঙ্গত।

কার্য্যকারণ সম্পর্ক ইতিহাসের প্রশ্ন রচনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং তৎসম্পর্কে প্রশ্ন করতে হ'বে। এ সম্পর্কে লক্ষ্য রাখতে হবে, মূল বিষয়টিকে ভেঙ্গে প্রশ্ন করা চলবে না—এটিকে সমগ্রভাবে রেখেই আমাদের প্রশ্ন করতে হ'বে।

নানাভাবে এ ধরণের প্রশ্ন করা চলে।

সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশ্ন (Matching questions) জিজ্ঞাসা করেও পরীক্ষা করা যেতে পারে। নীচে তার একটি নমুনা দেওয়া হল

প্রশ্ন :—নীচে দুই সারিতে কতকগুলো নাম আছে। প্রথমের সারিতে গ্রন্থকারের নাম এবং দ্বিতীয় সারিতে গ্রন্থের নাম। নামগুলো এলোমেলো আছে। গ্রন্থকারের পাশে তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম বসিয়ে ঠিক করে সাজাও।

বানভট্ট ... ... রামচরিত।

আবুল ফজল ... ... হর্ষচরিত।
সন্ধ্যাকর নন্দী ... ... আইন-ই-আকবরী

এই প্রশ্নগুলো এমনভাবে তৈরী করতে হবে যেন ছাত্র কঠিন থেকে কঠিনতর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ভুল উত্তর দিয়ে যেখানে শুদ্ধ উত্তর বার করতে বলা হ'বে, সেখানে ভুল উত্তরটি যেন কাজ করে অর্থাৎ শুদ্ধ উত্তর নির্ণয়ে সাহায্য করে। সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যমূলক প্রশ্নও রচনা করা যেতে পারে। আমরা দুটি গুচ্ছে মুঘলযুগ ও হিন্দুযুগের নাম রেখে প্রশ্ন করতে পারি যে নামগুলো এই দুই যুগের কোনটির মধ্যে পড়ে না, সেগুলোর নীচে দাগ দাও।

উদাহরণ :

অশোক	বাবর
শশাঙ্ক	হুমায়ূন
মিহিরগুল	আকবর
হর্ষবর্দ্ধন	ইলতুতমিস
রাজ্যবর্দ্ধন	জাহাঙ্গীর

সময় এবং অর্থ দুটোই যাতে সংক্ষিপ্ততমভাবে ব্যবহার করতে হয়ে, সে দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হ'বে। একটি প্রশ্নপত্র যদি একটি ছাত্রকে ব্যবহার করবার জন্য দিয়ে দেওয়া হয়, তবে বার বার প্রশ্ন তৈরীর জন্য ব্যয় করতে হ'বে। কিন্তু প্রশ্নপত্রের সঙ্গে যদি স্বতন্ত্র উত্তর পত্র থাকে, এবং তাতে যদি ছেলেরা উত্তর লেখে, তবে একটি প্রশ্নপত্রই বহুবার ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট থাকবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের শেষে সবার উত্তর পত্র নিয়ে নেওয়া হবে। যদি কোন ছেলে মাত্র ১০টি প্রশ্নের অর্থাৎ ½ অংশের উত্তর করতে পেরে থাকে তবুও তাকে বাড়তি সময় দেওয়া হ'বে না।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নগুচ্ছ রচনার সময় আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করতে হ'বে :—

১। পরীক্ষার উদ্দেশ্য ও মান নির্ণয়

২। বিষয়সূচী। কোনও বিষয়ের অংশ বিশেষের পরীক্ষা নেওয়া হ'লে সেই অংশের উল্লেখ করতে হ'বে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বইয়ের নাম, পৃষ্ঠাঙ্ক, গল্পের নাম ও রচয়িতার নাম উল্লেখ করতে হ'বে।

৩। প্রত্যেক ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন বাছাই করে নিতে হ'বে। পরবর্ত্তী

কাজ হ'ল প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র দেওয়া। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, শুদ্ধ উত্তর মাত্র একটি হ'বে। এই শুদ্ধ উত্তর দিয়ে দিলে পরীক্ষকের পক্ষে কাজ অনেক সহজ হ'বে।

সর্ব্বশেষে উত্তরের নম্বর দানের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী মোট নির্দ্দিষ্ট মানের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া হ'লেও এর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ছেলের শুদ্ধ উত্তরের প্রাপ্ত মান থেকে ভুল উত্তরের জন্য নির্দ্দিষ্ট মান বাদ দিয়ে তাকে মোট নম্বর দেওয়া হ'বে।

মনে করি একটি প্রশ্নে মোট ৫০ নম্বর দেওয়া আছে। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ১ নম্বর করে দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থী মোট ৪০টি প্রশ্নের উত্তর করেছে। তার মধ্যে ২১টি শুদ্ধ এবং ১৯টি অশুদ্ধ উত্তর। এক্ষেত্রে তাকে দেওয়া হ'বে

$\frac{২১—১৯}{৫০}$ বা $\frac{২}{৫০}$ নম্বর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের নমুনা।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

(Objective Tests)

শ্রেণী—সপ্তম

বিষয়—ইতিহাস

সময়—২৫ মিনিট

পূর্ণমান—৫০

উদ্দেশ্য (Objectives):—ঐতিহাসিক ঘটনার জ্ঞান, সময় জ্ঞান, কার্য্য কারণ সম্পর্ক বিচার ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন পরীক্ষা।

বিষয় সূচী (Contents):—(ক) বর্ব্বরের অভিযান, (খ) বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য (গ) হর্ষবর্দ্ধন ও তাইসুং

মান নির্ণয় (Weightage :—

(ক) সময় জ্ঞান—	৫
(খ) ঐতিহাসিক ঘটনার জ্ঞান—	১৫
(গ) কার্য্যকারণ সম্পর্কবিচার—	১৫
(ঘ) ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের ধারণা—	১০
(ঙ) ঐতিহাসিক ঘটনার ভৌগোলিক অবস্থান—	৫
মোট মান	৫০

পরীক্ষার পরিমাপ পদ্ধতি :—প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্য এক নম্বর দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীর শুদ্ধ উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মান থেকে ভুল উত্তরের জন্য নম্বর বাদ দিয়ে মোট নম্বর দেওয়া হবে।

নির্দ্দেশ :— প্রশ্নপত্রে কোনও দাগ দিবে না বা কিছু লিখ্‌বে না। যে উত্তর জান না, তা লিখ্‌বার চেষ্টা করবে না। প্রদত্ত উত্তর পত্রে স্পষ্ট করে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ্‌বে। প্রশ্ন লিখ্‌বার প্রয়োজন নাই, প্রশ্নের নম্বর উল্লেখ করে উত্তর পত্রে তার পাশে উত্তরটি লিখ্‌বে। উত্তর লেখা হয়ে গেলে প্রশ্নপত্র এবং উত্তর পত্র দুইটিই পরীক্ষকের কাছে জমা দেবে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষক মহাশয় নির্দ্দেশ না দেন, ততক্ষণ অপেক্ষা কর। তাঁর নির্দ্দেশ পাবার পূর্ব্বে উত্তর পত্র খুলবেনা।

—প্রশ্ন—

১। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দটি বসাও :— ৫

(ক) সাধারণ তন্ত্র নষ্ট হইলে সীজারের পোষ্যপুত্র – রোমের সম্রাট হইলেন।

(ক) হুণদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন—।

(গ) ভিজিগথদিগের রাজা — হুণ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রোমান সেনাপতি এটিয়াসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

(ঘ) গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ছিলেন—।

(ঙ) বাইজাণ্টাইন সম্রাটদিগের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন—।

২। নীচের প্রশ্নগুলোর পাশে দুটো করে উত্তর দেওয়া আছে। শুদ্ধ উত্তরটি লেখ :— ৫

(ক) প্রাচ্য গথদের বলা হ'ত—(অস্ট্রোগথ/ভিজিগথ)।

(খ) এ্যাটিলাকে বলা হ'ত বিধাতার—(আশীর্ব্বাদ/অভিশাপ)।

(গ) জাস্টিনিয়ানের সেনাপতি ছিলেন—(এ্যাটিলা/বেলিসারিয়াস্)

(ঘ) থানেশ্বর রাজ শ্রীহর্ষ ছিলেন প্রভাকর বর্দ্ধনের পুত্রদের মধ্যে—(জ্যেষ্ঠ/কনিষ্ঠ)।

(ঙ) হর্ষের রাজত্বকালে চীন দেশ থেকে ভারতে আসেন —(ফাহিয়ান/হিউয়েন সাঙ্)।

৩। নীচে বাম দিকে কতকগুলো রাজ্যের নাম এবং ডান দিকে কয়েকজন রাজার নাম দেওয়া আছে। যিনি যে রাজ্যের রাজা, সেই রাজ্যের পাশে তাঁর নাম বসাও :—(উদাহরণটি লক্ষ্য করে উত্তর দাও) :— ৫

উদাহরণ :—নেপাল—হেইলে সেলাসী।

ইথিওপিয়া—মহেন্দ্র।

উত্তর :— নেপাল—মহেন্দ্র।

ইথিওপিয়া—হেইলে সেলাসী।

(ক) রোম……তাই স্থং।

(খ) চীন……মিউলাস অগস্টাস।

(গ) ইটালি……জাষ্টিনিয়ান।

(ঘ) ভিজি গথ……জুলিয়াস সীজার।

বাইজাণ্টাইন……এলেরিক।

৪। শূন্যস্থানের জন্য উপযুক্ত শব্দটি লিখ :— ৫

(ক) সম্রাট……কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে রাজধানী স্থাপন করেন।

(খ) জার্ম্মাণদের মধ্যে……পণ নাই।

(গ) জার্ম্মাণরা অসভ্য……।

(ঘ) বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যে……টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

(ঙ) তাং যুগের সর্ব্বোচ্চ সমৃদ্ধির সময় রাজত্ব করেন……।

৫। প্রত্যেকটি প্রশ্নের পাশে দুটো করে উত্তর দেওয়া আছে। যে উত্তরটি বিশুদ্ধ সেইটি লিখ :— ৫

(ক) কোশলের রাজধানী ছিল—(শ্রাবস্তী/রাজগৃহ)।

(খ) মহাযান সত্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য হর্ষ—(প্রয়াগে/কনৌজে) একটি সভার আয়োজন করেন।

(গ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় গুপ্ত যুগের—(প্রথমভাগে/শেষভাগে)।

(ঘ) (তোরমান/মিহিরগুল)—বালাদিত্যের হস্তে বন্দী হ'ন।

(ঙ) জাষ্টিনিয়ানের খ্যাতি—(রাজ্য জয়ের জন্য/আইন সংস্কারের জন্য)।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর :—(উপযুক্ত শব্দটি লিখিবে) ৫

(ক) রোম ইটালির …… উপকূলে অবস্থিত।

(খ) জার্ম্মাণ দেশের দক্ষিণে …… নদী।

(গ) আঠার বৎসর যুদ্ধের পর অষ্ট্রোগথরা …… ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

(ঘ) হর্ষের রাজধানী ছিল ……।

(ঙ) …… ছিল মধ্য এশিয়ার একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য কেন্দ্র।

৭। নীচে বাম দিকে কতকগুলি সাল এবং ডানদিকে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। যে সালে যে ঘটনাটি ঘটে, সেই সালের পাশে ঘটনাটির উল্লেখ কর :— ৫

(উদাহরণটি লক্ষ করে উত্তর দাও)

উদাহরণ :—১৭৫৭ খ্রীঃ … … সিপাহী বিদ্রোহ।
১৮৫৭ খ্রীঃ … … পলাশীর যুদ্ধ।

উত্তর :— ১৭৫৭ খ্রীঃ … … পলাশীর যুদ্ধ।
১৮৫৭ খ্রীঃ … … সিপাহী বিদ্রোহ।

(ক) ৪৫১ খ্রীঃ … … … হর্ষের সহিত হুয়েন সাঙের দাক্ষাৎ।

(খ) ৫২৭ খ্রীঃ … … … এ্যাটিলার গল আক্রমণ।

(গ) ৬০৬—৬৪৬ খ্রীঃ … … তাইসুংয়ের রাজত্বকাল।

(ঘ) ৬৪৩ খ্রীঃ … … … জাষ্টিনিয়ানের সিংহাসনারোহণ।

(ঙ) ৬২৭—৬৫০ খ্রীঃ … … হর্ষের রাজত্ব কাল।

৮। প্রত্যেকটি প্রশ্নের পাশে দুটো করে সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে যে উত্তরটি শুদ্ধ সেইটি লিখ :— ৫

(ক) চীন প্রচুর লাভ করত…(রেশমের বাণিজ্যে/পশমের বাণিজ্যে)।

(খ) তাং যুগের কবিরা অনেক কবিতা লিখেছেন…(মদ্য/পান চা পান) সম্পর্কে।

(গ) হর্ষ মহামোক্ষ পরিষদের জন্য…(কনৌজে/প্রয়াগে যান।

(ঘ) সমরখন্দ ছিল এশিয়ার একটি বিশিষ্ট (শিক্ষা কেন্দ্র/বাণিজ্য কেন্দ্র)

(ঙ) বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে(অন্তর্বিদ্রোহে/বহিরাক্রমণে)

৯। শূন্যস্থানের জন্য উপযুক্ত শব্দটি লিখ :— ৫

(ক) জার্মানদেশের বাড়ীগুলি ছিল কাদায় ও…তৈরী।

(খ) হুণরা…গোষ্ঠীর অসভ্য বর্ব্বর।

(গ) কারুজগতে…মন্দিরের তুলনা নাই।

(ঘ) …রসিয়া রোমের নাগরিকেরা রথের দৌড় দেখিত।

(ঙ) বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ক্ষেত্র…।

১০। নীচে কয়েকজন সম্রাটের নাম দেওয়া আছে কাল অনুযায়ী নামগুলো সাজিয়ে লেখ। (উদাহরণ দেখ) :— ৫

উদাহরণ :— আকবর।
বাবর।
হুমায়ুন

উত্তর :— বাবর।
আকবর।
হুমায়ুন।

(ক) জাষ্টিনিয়ান।
(খ) তাইসুং।
(গ) জুলিয়াস সীজার।
(ঘ) তোরমান।
(ঙ) হর্ষবর্দ্ধন।

উত্তর
(Key)

১। (ক) অগাষ্টাস।
(খ) এ্যাটিলা।
(গ) থিয়োডরিক।
(ঘ) স্কন্দ গুপ্ত।
(ঙ) জাস্টিসিয়ান।

২। (ক) অস্ট্রোগথ।
(খ) অভিশাপ।
(গ) বেলিসারিয়াস।
(ঘ) কনিষ্ঠ পুত্র।
(ঙ) হিউয়েন সাঙ্‌।

৩। (ক) চীন……তাইসুং।
(খ) রোম……জুলিয়াস সীজার।
(গ) ইটালি……রোমিউলাস অগস্টাস।
(ঘ) ভিজি গথ……এলেরিক।
ঙ) বাইজাণ্টাইন……জাস্টিনিয়ান।

৪। (ক) কন্‌স্ট্যাণ্টাইন।
(খ) বর।
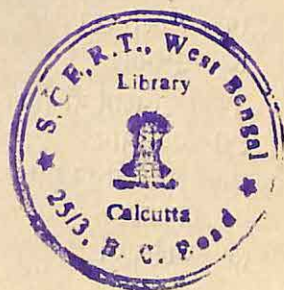
(গ) ছিলনা।
(ঘ) চার।
(ঙ) মিঙ্ হুয়াঙ্গ।

৫। (ক) শ্রাবস্তী।
(খ) কনৌজ।
(গ) প্রথমভাগে।
(ঘ) মিহিরগুল।
(ঙ) আইন সংস্কারের জন্য।

৬। (ক) পশ্চিম।
(খ) ড্যানিয়ুব।
(গ) ইটালি।
(ঘ) কনৌজ।
(ঙ) সমরখন্দ।

৭। (ক) ৪৫১ খ্রীঃ ... ... এ্যাটিলার গল আক্রমণ।
(খ) ৫২৭ খ্রীঃ ... ... জাস্টিনিয়ানের সিংহাসনারোহণ।
(গ) ৬০৬-৬৪৬ খ্রীঃ ... হর্ষের রাজত্বকাল।
(ঘ) ৬৪৩ খ্রীঃ ... ... হর্ষের সহিত হুয়েন সাঙের সাক্ষাৎ।
(চ) ৬২৭-৬৫০ খ্রীঃ ... ... তাই-সুং এর রাজত্বকাল।

৮। (ক) রেশমের বাণিজ্যে।
(খ) চা-পান।
(গ) প্রয়াগে।
(ঘ) বাণিজ্য কেন্দ্র।
(ঙ) অন্তর্বিদ্রোহে।

৯। (ক) কাঠে।
(খ) মঙ্গোলীয়।
(গ) সেণ্ট-সোফিয়ার।
(ঘ) প্রেক্ষাগৃহে।
(ঙ) কুশীনগর।

১০। (ক) জুলিয়াস সীজার।
(খ) তোরমান।
(গ) জাস্টিনিয়ান।
(ঘ) হর্ষবর্দ্ধন।
(ঙ) তাই-সুং।